উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,০৮০.৫৭ (-৭০৫.৯৭)
নিফটি : ২৪,৫০০.৯০ (-২১১.১৫)

**বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের**
বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর কথায় সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন যাত্রা বন্ধ হল না। » ৭

**দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে**
ভারত ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আরনস্ট অ্যান্ড ইংয়ের একটি রিপোর্টে এমন দাবি করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| মালদা | | রায়গঞ্জ | | বালুরঘাট | | শিলিগুড়ি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ৩৩° | ২৬° | ৩২° | ২৭° | ৩২° | ২৫° | ৩১° | ২৬° |

**সুপ্রিম নির্দেশে পরীক্ষা নিয়ে সংশয়**
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসি শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। » ৫

১২ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 29 August 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 102

# বাংলা ঘেঁষা বিহারে তিন জইশ জঙ্গি

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার**

**শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট** : হাসনেন আলি, আদিল হুসেন এবং মহম্মদ উসমান- পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের তিন সদস্য নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ঢুকেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ওই সতর্কবার্তায় বিহারের পাশাপাশি চিকেন নেক জুড়ে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। বিহারের সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে চিকেন নেক এলাকায় থাকা প্রতিটি সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর ছাউনিতে। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বাগডোগরা ও ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতেও তিন জঙ্গির বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে কেন্দ্রীয়

**চিকেন নেক নিয়ে সতর্ক কেন্দ্র**

গোয়েন্দারা মনে করছেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া বিহারের আরারিয়া হয়েই নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছে জঙ্গিরা। তবে জঙ্গিরা যে বাংলায় ঢোকেনি সেকথা জোর দিয়ে বলছেন না তাঁরা।

শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ঘেঁষা জেলা আরারিয়া। নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে ঢুকে হামেশাই চোরাকারবার চলে ওই এলাকায়। ফলে সেই পথে খুব সহজেই এরাজ্যে ঢুকে খড়িবাড়ি হয়ে সড়কপথে আরারিয়ায় যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সতর্কবার্তার পর ওই এলাকায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে এসএসবি। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদও। গত কয়েকদিনে ওই এলাকা দিয়ে সন্দেহভাজনদের আনাগোনা লক্ষ করা গিয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চোরাকারবারিদের চারজন পেডলারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন দুটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। ওই পেডলারদের দুজন সম্প্রতি বিহারে গিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে পেডলাররা জঙ্গিদের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে, হাসনেনের বাড়ি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। আদিল এবং উসমান উমরকোট ও বহওয়ালপুরের বাসিন্দা। তিনজনই বহওয়ালপুরের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

*সন্দেহভাজন তিন পাক জঙ্গি।*

**উত্তরের খোঁজে**

## সব নেতার রিপোর্ট কার্ডে শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

এই যে ছেলে, দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক 'ছাত্র' নেতার দৌড়োদৌড়ি, প্রচার নৃত্য দেখা গেল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্মদিনের সৌজন্যে। প্রচুর ছাত্র নেতা, অথচ তাঁরা ছাত্রই নন বহুদিন। একাধিক সন্তানের জনক। নেতাও নন। কলেজে কলেজে ছাত্র নির্বাচনই যখন উঠে গিয়েছে, তো কীসের নেতা?

এই ছাত্র ছাত্র আবহে শৈশবের শিক্ষকদের আদরের ডাক মনে পড়তে পারে অনেকের-- দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

প্রগ্রেস রিপোর্ট থেকে রিপোর্ট কার্ড হয়ে এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। একটা কার্ড থেকে আপনি ছোটবেলার সব ক্লাসের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

'ছাত্রনেতা'দের, নেতাদের জন্য এমন কার্ড চালু করলে কেমন হয়?

স্কুল বা কলেজে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করার সময় ভালো মাস্টারমশাইদের চিন্তা হয় খুব। অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক আবেগের প্রশ্ন, অনেক ভবিষ্যতেরও ভাবনা। একেই ভালো পড়ুয়া আর মেলে না, আমার একটু অসর্তকতা-অন্যমনস্কতার জন্য কোনও ছাত্রছাত্রী যেন এতটুকু বঞ্চিত না হয়! এখনও যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে শিক্ষকতা করেন, ফাঁকিবাজিতে বিশ্বাসী নন, তাঁদেরই চিন্তা।

রাজনীতিকদের রিপোর্ট কার্ড বানাতে বসলে? আমাদের মতো ভোটারদের নো চিন্তা, নো ভাবনা। কেননা নেতারা কোনও কাজই করেননি। উত্তরবঙ্গের নেতাদের নম্বর দেওয়া আরও সোজা। যে ছাত্ররা পড়াশোনাই করেনি, চরম ফাঁকিবাজ, তাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়া যেমন সোজা। নম্বর দেওয়ার সময় কোনও বাড়তি আবেগ কাজ করে না। কেন কাজ করবে?

কোচবিহারের উদয়ন গুহ থেকে মালদার সাবিনা ইয়াসমিন বা তজমুল হোসেন এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য পাশ মার্ক পাবেন। বরং এঁদের ছেলে, ভাই বা স্বামী এমন কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন, তাতে মন্ত্রীদের মুখ পুড়ছে। *এরপর দশের পাতায়*

**সুপ্রিম নির্দেশ**

## অযোগ্যদের নাম প্রকাশে ৭ দিন সময়

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট** : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বটে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কিন্তু জটিলতা পিছু ছাড়ছে না। শীর্ষ আদালতে চিহ্নিত শিক্ষক পদে নিযুক্ত একজন অযোগ্যও পরীক্ষায় বসলে পরিণতি ভয়ংকর হবে বলে বৃহস্পতিবার সতর্ক করেছে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর নতুন করে যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অযোগ্যদের অনেকে আবেদন করেছেন বলে অভিযোগ।

সেই সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানিতে বৃহস্পতিবার সাতদিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে এসএসসি-কে নির্দেশ দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'নতুন নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ওপর আমাদের কড়া নজর থাকবে। সামান্য গাফিলতি ধরা পড়লেই ফল ভুগতে হবে। প্রয়োজনে আবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই অযোগ্যদের ঢোকানো চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'হাইকোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। আমরা সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করিনি।' এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'এত কিছুর পরেও কি আপনারা নিজেদের 'ব্লু আইড বয়'দের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?'

মামলাকারীদের অন্যতম আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সত্ত্বেও খুব আশাবাদী নন। সিপিএমের এই রাজ্যসভা সাংসদের যুক্তি, 'আগেই সুপ্রিম কোর্ট বললেও তৃণমূল সরকার করেনি। আজ আদালত সাতদিন সময় দিল। আমি আপনাদের বলতে পারি, ওরা এখনও সততার সঙ্গে ওই তালিকা প্রকাশ করবে না।' বিকাশের কটাক্ষ, *এরপর দশের পাতায়*

# ভোটার সমীক্ষায় তথ্য নয়, সতর্কতা মমতার

## 'কমিশনের আয়ু তিন মাস'

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট** : মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকারান্তরে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে অসহযোগিতার ডাক। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) উদ্দেশে যাঁরা বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহে যাবেন, তাঁরা আদতে রাজ্য সরকারেরই কর্মচারী। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সব তথ্য না দেওয়ার জন্য সতর্ক করলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার নামে আপনার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে গিয়ে দেখবেন আপনার নাম বাদ দিয়ে দেবে।'

যদিও মমতার অভিযোগ, সারা ভারত থেকে বিজেপির ৫০০টি দল এসে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কারও কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁদেরও তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদেরও নির্বাচন কমিশনের কথা মতো চললে পরিণতি খারাপ হতে পারে বলে প্রকারান্তরে সতর্ক করলেন। তিনি বলেন, 'বিডিও, এসডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। বলছে, চাকরি খেয়ে নেবে, জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন আসে যায়, ওদের আয়ু তিন মাস।'

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী না চলে রাজ্য সরকারের কথায় তাল মিলিয়ে চলার জন্য এভাবে মমতা বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেউ নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করতে দিতে চান না, *এরপর দশের পাতায়*

*টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায়।*

**গোলকিপারের লাথিতে বিপত্তি**

# ফুটবল মাঠে মৃত স্ট্রাইকার

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২৮ অগাস্ট** : গ্রাম্য ফুটবল টুর্নামেন্টে ঘটে গেল অঘটন। গোলকিপারের পা বুকে লেগে মৃত্যু হল এক তরুণ স্ট্রাইকারের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এমনই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ইংরেজবাজারের নরহাট্টা অঞ্চলের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে। মৃতের নাম মণিরুল ইসলাম। সে স্থানীয় বুধিয়া হাই মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার বাড়ি ওই এলাকারই দুর্গাপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার থেকে ইংরেজবাজারের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে শুরু হয়েছে ২৪ দলের গ্রামীণ ফুটবল টুর্নামেন্ট। মণিরুল খেলছিল দুর্গাপুর গ্রামের হয়ে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীঘাটের সঙ্গে দুর্গাপুরের খেলা ছিল। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক কাজি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়। সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মাঝপথেই মারা যায় মণিরুল।'

গ্রামের অপর এক বাসিন্দা সাকিরুল ইসলাম বলেন, 'আজ থেকে আমাদের গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ২৪ দলের খেলা ছিল। আগামী রবিবার ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথে এমন অঘটন যে ঘটে যাবে তা কল্পনাতীত।' ছেলের মৃত্যুর ঘটনা শুনতে পেয়ে বাবা হাসান আলি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না। তিনি পেশায় সাধারণ দিনমজুর। তাঁর কথায়, 'ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত, তাই কোনওদিন বাধা দিইনি। কিন্তু ছেলেকে যে এভাবে অকালে হারাতে হবে, তা ভাবতে পারছি না।'

বিভিন্ন সময় উৎসব মরশুমে মালদার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় এমন ধরনের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক সেই ধরনেরই প্রতিযোগিতা বসেছিল বুধিয়ায়। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনও অনুমতি থাকে না। এ প্রসঙ্গে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, *এরপর দশের পাতায়*

*মণিরুল ইসলাম।*

**মর্মান্তিক**

- খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়
- সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে
- মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে
- তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যায় মণিরুল

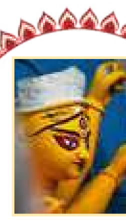

মা আসছেন
**৩০**
দিন পর

# বিয়ের প্রস্তাব নাকচে গণধর্ষণের হুমকি

## বালুরঘাটে বধূকে অপহরণের চেষ্টা

**সুবীর মহন্ত**

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট** : প্রেম, কখনও কাছের, কখনও আবার সুদূর। কাছে থাকলে তাতে থাকে মিষ্টি গল্পের মোড়ক। দূরের ক্ষেত্রে পরিণতি কী হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বালুরঘাটের এক বধূ। কেননা, সম্পর্ক ছিন্ন করার মাশুল তাঁকে গুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ বালুরঘাট শহরের জনবহুল রাস্তা থেকে ওই বধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন তাঁরই তরুণ প্রেমিক। বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করায় ওই বধূকে গণধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি তাঁর ৭ বছরের ছেলেকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেন ওই তরুণ। তবে পথচারীরা ছুটে আসায় অবস্থা বেগতিক বুঝে এলাকা থেকে চম্পট দেন ওই তরুণ। এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণের বিরুদ্ধে ওই বধূ। আর তারপর থেকেই ওই তরুণের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ওই বধূ অভিযোগ করে বলেন, 'বিয়েতে অনড় থাকা ওই তরুণ ফোন নম্বর জোগাড় করে যখন তখন ফোন করতে থাকে। বিয়েতে রাজি না হলে আমার সাত বছরের ছেলেকে অপহরণ করে খুন করার হুমকিও দেয় ওই তরুণ। এমনকি গণধর্ষণের হুমকিও দেয়।'

সমাজমাধ্যমে পরিচয়, তার থেকে দুজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা। নির্দিষ্ট সময়ে দুজনের গল্প। শেষপর্যন্ত বধূকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তরুণ। পরবর্তীতে দুজনের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। যার তিক্ততার জেরেই বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুরসভার সামনে থেকে ওই গৃহবধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তরুণ। ঘটনার বিবরণে অভিযোগকারী বধূ বলছেন, 'রাস্তার মাঝে হঠাৎই পিছন থেকে জাপটে ধরে ওই তরুণ। আকস্মিক এমন ঘটনায় চমকে যাই। আমি বাঁচার জন্য চিৎকার করে উঠি। তখনই আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। অত লোক দেখে ছেলেটি পালিয়ে যায়।'

প্রশ্ন উঠছে, ওই বধূর সঙ্গে অভিযুক্ত তরুণের যদি তেমন কোনও সম্পর্ক কোনওদিন নাই থাকে, তবে তাঁকে হঠাৎই বা তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন করবেন ওই তরুণ, তাও আবার জনবহুল এলাকায়? ওই গৃহবধূর দাবি, তিনি সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলেও, কখনোই বেশি মাথা ঘামাননি। বরং যখন তিনি বুঝতে পারছিলেন ওই তরুণের মতলব, তখন পিছিয়ে আসেন। কিন্তু সেসময়েই একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন তরুণটি। নিজের সংসার থাকায় সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন ওই বধূ। এমনকি ব্লক করে দেন সামাজিক মাধ্যমেও। এরপরেই নাকি পাগলামো এবং অত্যাচার শুরু করে দেন ওই তরুণ। *এরপর দশের পাতায়*

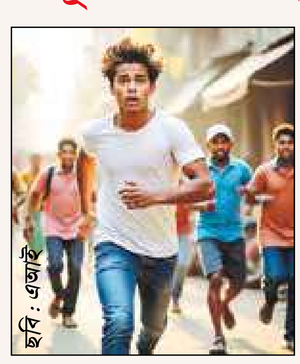
ছবি : প্রতীকী

**কী অভিযোগ**

- সকাল ১১টা নাগাদ বালুরঘাট শহরের জনবহুল রাস্তা থেকে এক বধূকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরই তরুণ প্রেমিক
- সেসময় পথচারীরা ছুটে আসায়, অবস্থা বেগতিক বুঝে এলাকা থেকে চম্পট দেন ওই তরুণ
- ওই বধূ বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তাঁর সাত বছরের ছেলেকে অপহরণ করে খুন করার হুমকিও দেন

# জাল আধারের কারবারে তিন বন্ধু

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট** : অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে মেতেছিলেন তিন বন্ধু। কঠোর পরিশ্রমের পথে না গিয়ে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস কিনে এক বন্ধুর বাড়িতে বসেই শুরু করে জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার। অবশেষে বুধবার গভীর রাতে রাধিকাপুর অঞ্চলের দেওগাঁয় জগদীশ সরকারের বাড়িতে হানা দিয়ে জগদীশ, তপন বর্মন ও লাটিম দেবশর্মা নামে তিন বন্ধুকে হাতেনাতে পাকড়াও করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও দুই বছরের সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে থাকতেন জগদীশ। তাঁর বাবা-মা দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। দেওগাঁর হরি মন্দির এলাকায় একটি জেরক্সের দোকান চালাতেন তিনি। গোপনে নিজের বাড়িতেই জগদীশ জাল আধার কার্ড তৈরির কারবার গড়ে তুলেছিলেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে দোসর ছিলেন তাঁরই দুই বন্ধু তপন ও লাটিম। এলাকাবাসীর দাবি, হঠাৎই তিন বন্ধুর হাতে প্রচুর টাকা চলে আসে। তাঁদের ঠাটবাট বেড়ে যায়। রাতের পর রাত বন্ধুদের নিয়ে মদ-মাংসের আসর বসাতেন তাঁরা। কিন্তু স্ফূর্তি করার জন্য তাঁদের হাতে এত টাকার জোগান কীভাবে আসছে তা স্পষ্ট হচ্ছিল না গ্রামবাসীদের। ফলে প্রতিবেশীদের সন্দেহও বাড়তে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশীর কথায়, 'প্রায় প্রতিদিন বাইরের অচেনা লোকজন যাতায়াত করত জগদীশের বাড়িতে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।'

**বড়লোক হওয়ার স্বপ্নই কাল হল**

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই জাল আধার তৈরির ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কালিয়াগঞ্জ। সহজে টাকা রোজগারের নেশায় এই অবৈধ কারবারে যুক্ত হয়ে পড়ছে তরুণ সমাজ। কালিয়াগঞ্জ সহ আশপাশের এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো বহু জাল আধার তৈরির কেন্দ্র গজিয়ে উঠেছে। আসল ও নকলের গোলকধাঁধায় পড়ে অনেকেই জাল আধার কার্ড নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। গত মঙ্গলবার ইটাহার থানার পুলিশও কমল বর্মন নামে কালিয়াগঞ্জের মালগাঁওয়ের সাহেবঘাটার এক তরুণকে জাল আধার কারবারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ক্যাফে ও কম্পিউটার সেন্টারের আড়ালে গড়ে ওঠা এসব ভুয়ো আধার কেন্দ্রের *এরপর দশের পাতায়*

### বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিই-ই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫৭-২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৮-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ডিওয়াই.সিই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৫৭/২৫-২৬। কাজের নাম : মোশালায় কমিউনিটি হল এবং সিনিয়র ইনস্টিটিউটে অতিরিক্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুবিধা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৯৪,৭৫,৬৫৮/- টাকা। বিড সিকিউরিটি: ১,৮৯,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ০৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১০১৫০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১০২০০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৬৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১১৭৫০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১১৭৬০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

# শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছে সিসিপিএ

**নাগরাকাটা, ২৮ অগাস্ট :** রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশের বোনাসের হার থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল চা বাগানগুলিকে ছাড় অথবা কিস্তিতে বোনাস মেটানোর সুযোগ দিতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)। বোনাস ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল সিসিপিএ। ওই বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সিসিপিএ'র প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে সমস্যা থাকা বাগানগুলি যাতে সহকারী শ্রম কমিশনারদের কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান, সিসিপিএ'র তরফে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'বহু বাগান আর্থিক সমস্যায় রয়েছে। ২০ শতাংশ হারে সবাইকে বোনাস দিতে হলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প আরও সংকটের মধ্যে পড়বে।' গত বছর বোনাস ছিল ১৬ শতাংশ। তা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৫২টি বাগানকে।


### পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : (১) টেন্ডার নং : ১০৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,৮৪,৪০,৫০৪.৪৩ টাকা; (২) টেন্ডার নং : ১০৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-I-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৮২,৮২,৯৩৫.১০ টাকা; (৩) টেন্ডার নং : ১০৯-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-II-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৪,৮৮,৯৬০.৫২ টাকা; (৪) টেন্ডার নং : ১১০-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-I/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৬,৯৫,৩৪০.০২ টাকা; (৫) টেন্ডার নং : ১১১-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-II/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,২১,০৬,০১৩.৫৯ টাকা; (৬) টেন্ডার নং : ১১২-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে এইএন/মালদা টাউন-এর অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/মালদা টাউন শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,৪১,৮৭,৩৮৯.৩৩ টাকা; (৭) টেন্ডার নং : ১১৩-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/জঙ্গীপুরের শাখাতে এসএসই/পি. ওয়ে/জেআরএলই-র শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,১০,৯৪,৯৭৬.৩৮ টাকা; (৮) টেন্ডার নং : ১১৪-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/নিউ ফারাক্কার শাখা ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৯,১৬,১৮৪.৯৫ টাকা; (৯) টেন্ডার নং : ১১৫-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার আওতাধীনে এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/বারহারওয়া-র শাখাতে ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৫৫,০৬,৬৯৫.১৫ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : সকল টেন্ডারের জন্য ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড www.ireps.gov.in /ডিআরএম অফিস /মালদা।

(MLD-159/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



### মালদা টাউন স্টেশনে চারটি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯.২০২৫, ০২.০৯.২০২৫ ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে মালদা টাউন স্টেশনে ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৪-এ এবং ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও ১৫৭৩৪ / ১৫৭৪৪ ভাটিণ্ডা জং. - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ পৌঁছবে/থেকে ছাড়বে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



সেন্ট্রল বৈংক আঁফ ইণ্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

### ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কুচবিহার

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), একটি সংস্থা/ট্রাস্ট যা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত, ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ যুবসমাজকে স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত।
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা স্পনসরকৃত একটি সংস্থা/ট্রাস্ট, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিতে ফ্যাকাল্টি/অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাটেন্ডার পদের জন্য প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করছে।
আবেদনের ফরম্যাট, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://www.centralbankofindia.co.in-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।
আবেদনপত্র ব্যাংকের উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫/০৯/২০২৫।
**ক্ষেত্রীয় প্রধান/সহ-সভাপতি (DLRAC)**
**কোচবিহার**
২৭/০৮/২০২৫



### কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

| কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল | | | (০৩১২৯) (০৩১৩০) | নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| দিন | পৌঁ. | ছা. | স্টেশন | পৌঁ. | ছা. | দিন |
| রবি | – | ২৩.৪০ | কলকাতা | ০০.৪০ | – | মঙ্গল |
| সোম | ০০.৫৫ | ০০.৫৭ | ব্যান্ডেল | ২৩.০৮ | ২৩.১০ | সোম |
| | ০৩.৩০ | ০৩.৩৫ | আজিমগঞ্জ | ১৯.৩০ | ১৯.৩৫ | |
| | ০৬.২০ | ০৬.৩০ | মালদা টাউন | ১৭.১০ | ১৭.২০ | |
| | ১০.৪৫ | – | নিউ জলপাইগুড়ি | – | ১২.৪৫ | |

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকেঃ ০৩১২৯ঃ** ২৮/০৯/২০২৫, ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০/২০২৫, ০২/১১, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১ ও ৩০/১১/২০২৫ (রবিবার) = ১০ ট্রিপ এবং **নিউ জলপাইগুড়ি থেকেঃ ০৩১৩০ঃ** ২৯/০৯/২০২৫, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০/২০২৫, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১/২০২৫ ও ০১/১২/২০২৫ (সোমবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩-টিয়ার-৪, স্লিপার শ্রেণী-১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)-৬ এবং এসএলআরডি-২= ২২ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


### অ্যাফিডেভিট

I, Nasima Khatun, W/o Md. Sabir Haque on 28/08/2025 by Affidavit at J.M. court Siliguri it is declared that Nasima Khatun and Nasima Begum is same and one identical person. (C/118027)


**UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA**
**Pundibari, Cooch Behar**
**Notice Inviting Tender(NIT)**

Online tenders are being invited from reputed agencies for supply of (1) Seed Cleaning cum Grading Machine (2)125 KVA DG Set and (3) supply and fabrication of Temperature Controlled Seed Storage unit. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Registrar(Actg.)


### অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং আমার কন্যার নাম ভুল থাকায় গত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে J.M কোর্ট 1st Class, মেখলিগঞ্জ হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ekramul Hoque Sarkar এবং Ekramul Haque Sarkar কন্যা Rokeya Pervin Sarkar এবং Rokeya Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117459)

•

ভোটার I.D. কার্ড নং WB/01/005/159057 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26.10.2021, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ganesh Ray এবং Ganesh Basuniya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আরাতগুড়ি, চন্দনচোড়া, পুন্ডিবাড়ি কোচবিহার। (C/117176)


**E-NIT Notice**

**The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.**
**MM/C/PWD/01/2025-26**
**TENDER ID : 2025_MAD_895874_1**

1.Last date of bidding(On line) dated: 19/9/2025 at 18.00 hrs. 2. Date of opening (On line) dated: 22/9/2025 at 11.00 hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
(Utpal Bhadury)
Chairman
Mal Municipality



**ANANDA CHANDRA TRAINING COLLEGE**
(A Pioneer Govt. Sponsored Post Graduate Teachers' Training College)
RECOGNISED BY NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION & AFFILIATED TO B.S.A.E.U.
Nayabasti, Jalpaiguri, West Bengal-735101 / Phone : 03561-230244 (O), 231659 (R)
e-mail ID : actrainingcollege@gmail.com, Website : www.actrainingcollege.org

**B.Ed. Admission Notification**

Online Application Forms will be available from the College Website : www.actrainingcollege.org/online_admission on and from 02/09/2025 to 16/09/2025 for 2 years B.Ed. Course (Session 2025 to 2027). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.

Principal
A. C. Training College, Jalpaiguri

Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : www.actrainingcollege.org/online_admission



### স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৬/২৫-২৬, তারিখ : ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫১৬৮;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ৬ মাস সময়ের জন্য ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির ৩ ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারির সিস্টেমের ব্যবস্থা। কনসাইনি : এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ৪১টি।
দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI**
**PO : BENGDUBI, DIST : DARJEELING (WB)**
**PHONE NO : 2480238, MOB NO : 8207070238**

**HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING REQUIRED ON REGULAR BASIS**

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.
**Eligibility Criteria** :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate. (b) B.Ed. M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with at least of 05years as PRT in a CBSE recognized school. (d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g) Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.
**Pay & allowances** :- As per School norms.
**How to Apply** Interested candidates may download application form available on school website 'apsbengdubi.org' and submit the same duly completed along with passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked"**Application for the post of Headmaster/Headmistress**" by Registered Post/Speed Post / **by hand to APS Bengdubi latest by 25 Sep 2025** Incomplete applications and application received after due date will be rejected.
**Selection Process** :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management. will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.
**Note** :- The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sdi- Principal



**REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)**

| EXISTING VACANCIES | | APPLY TO |
|---|---|---|
| Army Public School located at | Upto Class | Application be forwarded to |
| Bengdubi Military Station PO : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424 | 12th | Chairman, Army Public School, Bengdubi<br>E-mail - apsbengdubi@gmail.com |

1. **Educational Qualification & Experience** :
(a) Should have Masters Degree with B.Ed.
(b) Should have been a PGT in recognized school for 03 years in the last 10 years.
(c) Total teaching not less than 09 years.
(d) Should have computer literate.
2. **Age** : Maximum age 55 years.
3. **Pay & Allowances** : Negotiable, along with other perks as per CBSE/AWES guidelines.
4. **Selection Process** : Through Panel Interview (**Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview.**
5. Interested candidates are requested to apply on plain paper along with Bio-data affixed with photograph mentioning the year/School/ Appointment wise experience duly supported with experience certificates /testimonials, E-mail Id, mobile No and postal address by **25 Sep 2025.**
6. For further information contact School Office 0353-2480238, 8207070238, Army No through Military Exchange Extn 6375.

(No TA/DA admissible)

Sd/- Principal


### ভর্তি

Diploma in Pharmacy(D. Pharma): 3rd batch admission going on (2025-27): Alipurduar Ashutosh College of Pharmacy & Allied Health Care Research: Vill: Khatopara, PO: Bindipara(Salsalabari), Dist: Alipurduar, Pin: 736208, West Bengal: Website: www.alipurduarashutoshcollegeofpharmacy.net, Email: aapharmacollege@gmail.com, Phone: 9563370702/98325640771/7477873788. (C/117071)

### অ্যাফিডেভিট

বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেট রেজিস্টশন নং D-2020 : 19-00 381-000036 এবং রেজিস্টার্ড ডিড নং 1-3799-এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 26.8.25, সদর, কোচবিহার J.M 1st court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Baktar Miah এবং Babu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। বাবার প্রকৃত, পুরো এবং শুভ নাম Babu Miah-র পরিবর্তে Baktar Miah নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B (India) -আফজাল হোসেন। (C/117175)

•

আমার ভোটার আই কার্ড নং WB/01/008/042104 এবং জমির খতিয়ান নং 2531, মৌজা- খাপাইডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhamchul Haque এবং Chhamchul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খাপাইডাঙ্গা, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117177)


### ভাটেল পাওয়ার হাউসে ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি তারিখঃ ২২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলে-ভাটেল পাওয়ার হাউসে ২ টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III খণ্ডে এলটি/এইচটি ওএইচ ও উপ স্টেশনের পুনঃ শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডেপুটি ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


### কর্মখালি

সেবক রোড-এ নাইট-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, বয়স : ২৫-৫০, বেতন- 10,500/-. M-9933119446. (C/118023)

### অ্যাফিডেভিট

আমি Mostak Hossain, আমার পিতা Faijul Rahaman. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স WB 6120160033094 এ আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.08.2025 তারিখ নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর সাব ডিভিশনাল কোর্ট অ্যাট বুনিয়াদপুর, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Faijul Rahaman ও Faijul Rahamqan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ঘোষণা করছি। (C/118020)

•

I, Krishna Debgupta Mitra W/o Ajay Debgupta, Anandanagar Maynaguri, Jalpaiguri on last 26.8.25, in the court of Executive Magistrate, Jalpaiguri by Affidavit (No 17574) Krishna Debgupta Mitra and Krishna Debgupta one and same identical person. (S/C)

### CINEMA সিনেমা

**Now Showing at**
**রবীন্দ্র মঞ্চ**
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
**Param Sundari**
(Hindi)
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 12:30 & 6:30 P.M.
**ধূমকেতু**
Time : 3.30 P.M., A.C./Dolby Digital

**Now Showing at**
**BISWADEEP**
**Param Sundari**
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M.



### কিছু ট্রেনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ পুনর্বহাল

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উল্লেখিত সময়সূচী অনুযায়ী পুনর্বহাল করা হবে :

| ট্রেনের নম্বর ও নাম | স্টেশন | পৌঁছবে | ছাড়বে | যে তারিখ থেকে থামবে |
|---|---|---|---|---|
| ৬৮০৬১ আদ্রা-আসানসোল এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | রামকানালি জংশন | ০৩.৩৭ | ০৩.৩৮ | ০১.০৯.২০২৫ |
| | মধুকুণ্ডা | ০৩.৫১ | ০৩.৫২ | ০১.০৯.২০২৫ |
| | জয়চণ্ডী পাহাড় | ০৩.২৩ | ০৩.২৪ | ০১.০৯.২০২৫ |
| | বেরো | ০৩.২৯ | ০৩.৩০ | ০১.০৯.২০২৫ |
| ২২৬৪৪ পাটনা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | জলেশ্বর | ০২.১৫ | ০২.১৬ | ০৫.০৯.২০২৫ |
| | বার্নপুর | ২০.৪৭ | ২০.৪৮ | ০৪.০৯.২০২৫ |
| ২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ১২.১০ | ১২.১১ | ০৩.০৯.২০২৫ |
| ১৮৪৫০ পাটনা-পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ১৫.০৯ | ১৫.১০ | ০৩.০৯.২০২৫ |
| ১৮৪৪৯ পুরী-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ০১.২০ | ০১.২১ | ০২.০৯.২০২৫ |
| ১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ১০.৩৪ | ১০.৩৫ | ০২.০৯.২০২৫ |
| ১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ০২.২৭ | ০২.২৮ | ০৬.০৯.২০২৫ |
| ১৫৬৩০ সিলঘাট টাউন-তাম্বরম এক্সপ্রেস) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ১০.৩৪ | ১০.৩৫ | ০৬.০৯.২০২৫ |
| ১৫৬২৯ তাম্বরম-সিলঘাট টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | বার্নপুর | ০২.২৭ | ০২.২৮ | ০৩.০৯.২০২৫ |
| ১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | তমলুক | ০০.৪৪ | ০০.৪৫ | ০৫.০৯.২০২৫ |
| | পাঁশকুড়া | ০১.০৬ | ০১.০৭ | ০৫.০৯.২০২৫ |
| | কাঁথি এফ.এস. | ০০.০৩ | ০০.০৪ | ০৫.০৯.২০২৫ |
| ১৩২৮৮ আরা-দুর্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর) | কান্দ্রা | ০৬.৪৩ | ০৬.৪৪ | ০১.০৯.২০২৫ |
| | বার্নপুর | ০৩.৪৯ | ০৩.৫০ | ০১.০৯.২০২৫ |
| ১৩২৮৭ দুর্গ-আরা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর) | কান্দ্রা | ১৯.১০ | ১৯.২০ | ০১.০৯.২০২৫ |
| | বার্নপুর | ২৩.০০ | ২৩.০১ | ০১.০৯.২০২৫ |

উপরের ট্রেনগুলির যাত্রাপথের অন্যান্য সকল স্টেশনগুলিতে থামার সময় কোন পরিবর্তন হবেনা।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



### আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এলএইচএস -এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে. তারিখ: ২২-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ২৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন সংযোগকারী সড়কের সাথে এসকে-১৩৩-এর পরিবর্তে হাসিমারা-হ্যামিল্টনগঞ্জের মধ্যে কেএম-১৪১/৭-৮-তে এলএইচএসের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৫৬,০০,১৩০.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়



### দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১; তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ই-টেন্ডার নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১। কাজের নামঃ ৩ বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমসি)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৪,১০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


### আজ টিভিতে

জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

#### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ৮.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.১৫ শিবা
**জলসা মুভিজ** : সকাল ১০.৩০ ডিজে (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ জানেমন, রাত ১০.১৫ রক্তবন্ধন
**জি বাংলা সোনার** : সকাল ৯.০০ আজকের সন্তান, বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১১.০০ থাই কারি
**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ দীপ জ্বেলে যাই
**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ মহান
**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ মশাল
**কালার্স সিনেপ্লেক্স** : দুপুর ১২.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.০০ কি, ৫.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-টু, রাত ৮.০০ গজনা, ১০.৩০ অ্যাঞ্জেল
**অ্যান্ড পিকচার্স** : দুপুর ১২.৫৬ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৩.৪৪ ভালাত্তি, ৫.৩৬ দবং, রাত ৮.০০ এস-থ্রি, ১০.৩৬ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি** : বেলা ১১.৩৪ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৫৪ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.৪১ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার
**জি ক্লাসিক** : দুপুর ১২.৪৫ খোল দে মেরি জুবান, বিকেল ৩.৪১ কালা ধন্দা গোরে লোগ, সন্ধে ৭.০০ মেহবুবা, রাত ৯.৫৭ কয়ামত

সাদা তিলের কোফতাকারি তৈরি শেখাবেন রুমা দাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

**ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ**

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

### আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে বড়কর্তার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় বাবার হস্তক্ষেপে আর্থিক বাধা কাটবে। মিথুন : গোপন কোনও কথা প্রকাশ্যে আসায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সন্ধান পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। সিংহ : জমি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। কন্যা : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় যাবেন না। তুলা : কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। মশালাদার খাবারে পেটে সংক্রমণ হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। মকর : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়তে পারেন। স্বনিযুক্ত প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৭ ভাদ্র, ২৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৭। শুক্রবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৬। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১০।৫৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ২।৪০। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৪৮ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান পুণ্যাহ, দিবা ৮।৩০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ভূনিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় ক্রিড়া দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## মাফিয়াদের কুকথায় গ্রামছাড়া, থানায় অভিযোগ

# শিক্ষকের জমি দখল

**সৌরভকুমার মিশ্র**

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ অগাস্ট :** অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের জমি দখলের অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুরে। সেই সঙ্গে ফোনে ওই শিক্ষককে কুকথা বলার অভিযোগও উঠেছে জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। এ সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসিকে মেল করেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌমিত্র রায়। জমি মাফিয়াদের দাপটে এলাকায় ফিরতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। আইসি মনোজিৎ সরকার বলেছেন, 'ওই শিক্ষক থানায় মেলে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। আমরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছি।'

*প্রধান শিক্ষকের বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে জমি মাফিয়ারা।*

হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে থানার কাছাকাছি এলাকায় বাড়ি সৌমিত্রর। ওই শিক্ষক বর্তমানে চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় রয়েছেন। তাঁর বাড়ির গেট তালাবন্ধ। অভিযোগ, চলতি মাসের ২৪ তারিখ প্রাচীর টপকে তাঁর বাড়িতে ঢোকে এলাকার কিছু জমি মাফিয়া। খুঁটি পুঁতে শিক্ষকের জমি দখল করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ির পিছন দিকের দরজা টিনের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সৌমিত্রর বসতবাড়ির ভিটে ঘেঁষে রয়েছে বিরাজমোহিনী দেবী নামে এক মহিলার এক শতক জমি। আজও জমি বণ্টন হয়নি। তবে, গত ৬০ বছর ধরে ওই জমির দখল রয়েছে সৌমিত্রদের হাতে। এ নিয়ে বিরাজমোহিনী দেবীর উত্তরসূরিরা কোনওদিন আপত্তি জানাননি। কিছুদিন আগে বিহারের এক বাসিন্দা এসে দাবি করেন, ওই জমি তিনি কিনে নিয়েছেন। কিন্তু সৌমিত্র তাঁকে কাগজ দেখাতে বললে তিনি চলে যান। অভিযোগ, এরপর ২৪ অগাস্ট বিহারের ওই বাসিন্দার নেতৃত্বে পাঁচিল টপকে সৌমিত্রর বাড়িতে ঢোকে কিছু জমি মাফিয়া। কেয়ারটেকার বাধা দিলেও তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হয়।

সূত্রের খবর, শাসকদলের স্থানীয় এক নেতার অঙ্গুলিহেলনে এসব হয়েছে। শিক্ষকের পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় শাসকদলের কয়েকজন নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জমি দখলে ২০-২৫ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে।

ফোনে সৌমিত্র বলেছেন, 'আমার বসতবাড়ির ভিটের পাশে এক শতক জমি রয়েছে বিরাজমোহিনী দেবীর। সেটা আমি ৬০ বছর ধরে ভোগদখল করছি ওঁর উত্তরসূরির অনুমতি নিয়ে। এখনও জমির ডিমার্কেশন হয়নি। গায়ের জোরে এভাবে দখল কোনওমতেই মেনে নেব না। ফোনেও আমাকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এ প্রসঙ্গে শাসকদলের হরিশ্চন্দ্রপুর এক ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমানের বক্তব্য, 'এ ধরনের ঘটনা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। দলের কেউ এতে জড়িত থাকলে রেয়াত করা হবে না।' ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেছেন, 'কাগজপত্র খতিয়ে না দেখে কিছুই বলতে পারব না।'

**যা ঘটেছে**

- হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে থানার কাছাকাছি এলাকায় বাড়ি সৌমিত্রর
- সত্তরোর্ধ্ব ওই শিক্ষক বর্তমানে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় রয়েছেন, বাড়ির গেট তালাবন্ধ
- চলতি মাসের ২৪ তারিখ প্রাচীর টপকে বাড়িতে ঢোকে বেশ কিছু জমি মাফিয়া
- খুঁটি পুঁতে শিক্ষকের জমি দখল করা হয়
- এমনকি বাড়ির পিছন দিকের দরজা টিনের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ

## ক্যারিব্যাগ বন্ধে অভিযান প্রশাসনের

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** কুমারগঞ্জ ব্লকের নাককাটি ও গোপালগঞ্জ বাজারে ১২০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালায় প্রশাসন। পুলিশকে সঙ্গে এই অভিযানে ছিলেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, জয়েন্ট বিডিও পবিত্র বর্মন, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ। মাছ, সবজি, মুদি ও মিষ্টির দোকানগুলিতে পরিদর্শনের সময় দেখা যায় অনেকেই বিকল্প হিসেবে কাগজের ঠোঙা ও ভুট্টার ফাইবার থেকে তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারকারীদের সচেতন করা হয়। প্রশাসন জানিয়েছে সপ্তাহে দু'দিন করে অভিযান চলবে।

## রাস্তা নির্মাণ শুরু শংকরপুরে

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরপুর মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পাকা রাস্তার দাবি করে আসছেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, অমৃতখণ্ড অঞ্চলের প্রধান দেবদূত বর্মন প্রমুখ। দাবি পূরণে খুশি বাসিন্দারা।

ওই এলাকারই জেলা পরিষদ সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজুর। বাসিন্দারা রাস্তা পাকা করার জন্য অশোককে একাধিকবার জানিয়েছিলেন। এরপর অশোক বিষয়টি জেলা পরিষদে জানিয়েছিলেন।

অশোক বলেন, 'ওই এলাকার আদিবাসী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ওই রাস্তাটির। তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে রাস্তার কাজ শুরু হল। এতে বাসিন্দারা খুশি।'

## ঝুলন্ত দেহ

**গঙ্গারামপুর, ২৮ অগাস্ট :** গঙ্গারামপুর থানার রতিনাথপুর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম রেহেনা বিবি (৩১)। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামী নুর আলমের অশান্তি চলছিল। বাজার থেকে ফিরে নুর আলম তাঁর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

## শিলান্যাস

**সামসী, ২৮ অগাস্ট :** চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবী খাড়িপাড়া গ্রামের একাংশ রাস্তা ঢালাই করা হবে। এই কাজের শিলান্যাস করেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। বিধায়কের ব্যক্তিগত উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫৬ মিটার রাস্তা পাকা করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, সহ সভাপতি আবু কালাম আজাদ প্রমুখ।

## চারা বিতরণ

**কুশমণ্ডি, ২৮ অগাস্ট :** বৃহস্পতিবার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প দপ্তর এবং উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে শতাধিক মানুষের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মরিয়ম মার্ডি এবং কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস।

*পাট শুকোতে ব্যস্ত। বৃহস্পতিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।*

## পুলিশি তৎপরতায় রাতেই উদ্ধার

# বাড়িতে শাসনের ভয়ে চম্পট ৫ ছাত্রী

**গৌতম দাস**

**গাজোল, ২৮ অগাস্ট :** 'আমি তখন নবম শ্রেণি, আমি তখন শাড়ি।' জয় গোস্বামীর মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় কবিতার নায়িকার ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বেণিমাধবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এই গল্পের নায়িকাদের কোনও বেণিমাধব আছে কি না জানা নেই, তবে বাড়ি ছেড়ে পালানোর সাহস আছে। কেন্দ্রবিন্দুতে গাজোলের এক হাইস্কুলের পাঁচ আদিবাসী নাবালিকা। বুধবার স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের সময় তারা স্কুল থেকে চম্পট দেয়। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। গাজোল থানার পুলিশ বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ বংশীহারী থানার দেওগাঁ এলাকা থেকে ওই পাঁচজনকে উদ্ধার করে।

কিন্তু কেন এভাবে স্কুল থেকে পালাল তারা? এই বিষয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাত্রীদের মধ্যে একজন বলে, 'বাবা-মা আমাকে মাঝেমধ্যেই পড়াশোনা করা নিয়ে বকাঝকা করতেন। এটা আমার ভালো লাগত না। তাছাড়া বুধবার স্কুলে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই ভয়েই আমরা স্কুল থেকে পালিয়ে ছিলাম।' কিন্তু কী এমন ঘটেছিল যে এভাবে তাদের পালাতে হল? এর উত্তরে আরেক ছাত্রী বলে, 'বুধবার টিফিন পিরিয়ডে আমরা নাচ প্র্যাকটিস করছিলাম। ওই সময় ক্লাসের মনিটর আমাদের ব্যাগ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিয়েছিল। এই ভয়েই আমরা পালিয়েছিলাম।' এখানেই না থেমে ওই ছাত্রী রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় তাদের পালানোর গল্প বলে চলে, 'স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা প্রথমে স্কুলের কাছে একটা বাসস্ট্যান্ডে যাই। সেখান থেকে গাড়ি ধরে গাজোল বাসস্ট্যান্ড। গাজোলে পৌঁছে আমরা একটা অটো ধরে আমাদের এক বান্ধবীর মামাবাড়িতে পৌঁছোই।'

বাল্যবিবাহ আটকানো এবং নারীশিক্ষার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্পের ব্যবস্থা করছে। সেই সময় অভিভাবকরা পড়াশোনা করতে বলায় পড়ুয়ারা পালিয়ে যাচ্ছে, এই ঘটনা সত্যিই আশ্চর্যের। হতভম্ব এক ছাত্রীর মা বলেন, 'পড়াশোনা নিয়ে একটু বকেছিলাম ঠিকই। তার জন্য যে পালিয়ে যাবে ভাবিনি। অনেক রাত অবধি মেয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করি। তারপর ওদের মধ্যে একজনের ফোনে ফোন করে জানতে পারি যে ওরা পালিয়েছে। তারপর ওই ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর যোগাযোগ করতে পারিনি।' তিনি যোগ করেন, 'এর আগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের ফোন করে জানিয়েছিলেন যে ওরা জমা থাকা ব্যাগ নিয়ে যেতে আসেনি। আমরা তখন ওঁকে জানাই যে মেয়ে বাড়ি ফেরেনি।'

পুলিশ জানিয়েছে, রাত পৌনে ১২টা নাগাদ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুলিশে অভিযোগ করেন। তদন্তে নেমে এক ছাত্রীর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন দেখে ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে পালানোর পেছনে অন্য কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মালদা জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অম্বরীশ বর্মন বলেন, 'ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার পরেই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারব। তবে সত্যিই বিশেষ চিন্তার বিষয়। সামান্য বকাঝকা করলেই এই বয়সের বাচ্চারা অভিভাবকদের উপর অভিমান করছে। ওদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলাররা কথা বলবেন। আমিও কথা বলব।'

**ঘটনাক্রম**

- নাচের প্র্যাকটিস করতে যাওয়ার সময় স্কুলের মনিটর প্রধান শিক্ষকের কাছে ব্যাগ জমা দিয়েছিলেন
- স্কুল থেকে পালানোর এটিও একটি কারণ বলে তারা জানিয়েছে
- গভীর রাতে গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের প্রধান শিক্ষকের
- অভিযান চালিয়ে রাতেই পলাতক ছাত্রীদের উদ্ধার পুলিশের

## ভিনরাজ্যে নিহত আরেক শ্রমিক

**হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসী, ২৮ অগাস্ট :** পেটের টানে রাজস্থানে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রিপককুমার দাস (৪৬)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বৈরাট গ্রামে। সোমবার রাজস্থানের বিকানের জংশন এলাকায় তিনি কাজ করতে করতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। দু'দিন ভর্তি থাকার পর চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর-১'এর বিডিও সৌমেন মণ্ডল প্রশাসনের তরফে ওই মৃত শ্রমিকের পরিবারকে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন।

রিপক পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। মাস ছয়েক আগে তিনি রাজস্থানে কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে তাঁর বয়স্ক বাবা-মা, স্ত্রী ও ছেলে রয়েছে। রিপকই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যরা দেহ ফিরিয়ে আনতে রাজস্থান গিয়েছেন। শুক্রবার দেহ গ্রামে ফিরবে। মৃতের বাবা সুবলচন্দ্র দাস ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমার ছেলেটাই তো সংসারের ভরসা ছিল। সেই ছেলের দেহ কফিনবন্দি হয়ে বাড়ি আসছে। এই বয়সে আমাদের বেঁচে থেকে কী হবে?'

অপরদিকে, চেন্নাইয়ে কর্মরত অবস্থায় বহুতল থেকে পড়ে মারা যান চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবী ফকিরপাড়া গ্রামের তরুণী মুসকান খাতুন (২০)। রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ তিনি মারা যান। ময়নাতদন্তের পর কফিনবন্দি দেহ সড়কপথে বুধবার তাঁর গ্রামে পৌঁছায়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার মুসকান খাতুনের বাড়িতে ছুটে যান মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। নিহত তরুণী পরিযায়ী শ্রমিক মুসকানের শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দেন বিধায়ক। এছাড়াও তিনি মৃতার পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্যও তুলে দিয়েছেন।

রবিবার সপরিবার একটি বহুতলে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন মুসকান। কাজ শেষে কিছু আবর্জনা নীচে ফেলতে গিয়ে অসাবধানবশত ৮ তলা ভবন থেকে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন মুসকান। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মুসকানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার ময়নাতদন্তের পর কফিনবন্দি মরদেহ সড়কপথে অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে বুধবার গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়।

## গ্রেপ্তার ১

**কালিয়াগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাইপগান বাজেয়াপ্ত সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার রাতে কালিয়াগঞ্জের রঘুনাথপুর এলাকার ঘটনা। আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতের নাম লালু মহম্মদ (১৮)। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। বিচারক লালুকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

*পুজোর প্রস্তুতি।। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

# পথশ্রীতে বরাদ্দই সার, কাজ হয়নি

**গৌতম দাস**

**গাজোল, ২৮ অগাস্ট :** গাজোলের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশমাইল থেকে করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর ভাটা মোড় পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে।

পথশ্রী-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় বছর আগে রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করার জন্য প্রায় দুই কোটি আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এরপর নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করা হয়। কিছুটা কাজও হয়েছিল। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তারপর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এনিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা চন্দন লোহার বলেন, 'গত বছর এপ্রিল মাসে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। ঠিকাদার ২০০ মিটার রাস্তার কাজ করেছিল। কিন্তু তারপর প্রায় দেড় বছর ধরে আর কোনও কাজ হয়নি। এভাবে পড়ে থেকে দিনের পর দিন রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।'

পাকুড়পুকুর গ্রামের বাসিন্দা নিবারণ রায়ের বক্তব্য, ২০২৪ সালে রাস্তা তৈরির জন্য পথশ্রী প্রকল্পের বোর্ড লাগানো হয়। রাস্তা সংস্কারের জন্য ২ কোটি ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩২১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ রাস্তা হয়নি। কয়েকশো মিটার রাস্তা করে কাজ শেষ। তাহলে এই টাকা কে বা কারা আত্মসাৎ করল।

গ্রামবাসীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তাড়াতাড়ি যদি রাস্তার কাজ শুরু না হয় তাহলে আগামীতে তাঁরা একজোট হয়ে আন্দোলনে নামবেন।

ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি। বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন বললেন, 'এই সরকার রাস্তা উদ্বোধনের নাম করে নারকেল ফাটিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে। রাস্তার সংস্কারের নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই টাকা কোথায় গেল? কে চুরি করল? তৃণমূল নেতাদের আমরা এই টাকা চুরি করতে দেব না। গ্রামবাসীদের আন্দোলনের পাশে আমরা সব সময় রয়েছি।'

যদিও বিধায়কের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। তাঁর কথায়, 'ঠিকাদার সংস্থা কোথাও পালিয়ে যায়নি। আর টাকাও কোথাও উধাও হয়ে যায়নি। বর্ষাকালের জন্য আপাতত কাজ বন্ধ আছে। পুজোর পরই ফের কাজ শুরু হবে। ভোটের আগে বাজার গরম করার জন্য বিজেপি এলাকাবাসীদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।'

এবিষয়ে গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস বললেন, 'তাড়াতাড়ি যাতে ওই রাস্তার কাজ শুরু হয় সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

**ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী**

- পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় আড়াই কোটি
- দেড় বছর হতে চললেও রাস্তার কাজ বিশেষ এগোয়নি
- দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে, আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

# খানাখন্দে ভরা পথে উদ্বেগ অভিভাবকদের

**তপন, ২৮ অগাস্ট :** তপন ব্লক অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে কসবা ও বাঘইট গ্রাম। ওই এলাকার বিদ্রোহী ক্লাব থেকে লাহাপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। রাস্তার সর্বত্র খানাখন্দে ভরা। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তা জলকাদায় এমন অবস্থা হয় যে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে যায়। অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। মোটরবাইক বা সাইকেল নিয়ে চলাচলের সময় অনেকে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন।

ওই এলাকায় রয়েছে বাঘইট প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ রায় বলেন, 'আমাদের স্কুলে ভারত সেবাশ্রম সংঘের হস্টেলে থাকা প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে। তাদের ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে আসতে হয়। এছাড়াও লাহাপাড়া সহ আশপাশের এলাকা থেকেও অনেক পড়ুয়া স্কুলে আসে। প্রশাসনকে অনুরোধ করব রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা হোক।'

এছাড়াও তপন বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক পড়ুয়াকে ওই নোংরা জল পেরিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। এতে অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা চৌধুরী ক্ষোভের সুরে বললেন, 'রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় আমাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বাজার হোক বা সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া সবসময়ই জলকাদা পেরিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। অভিযোগ জানিয়েও ব্যবস্থা হয়নি।'

তবে তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মনের মুখে কিছুটা হলেও আশ্বাসের কথা শোনা গেল। তিনি বললেন, 'ওই এলাকায় রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি নিকাশিনালার কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওই কাজ শুরু হবে।'

## আমিরের বাড়িতে ইশা

**কালিয়াচক, ২৮ অগাস্ট :** দিল্লি থেকে ফিরে আমির শেখের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে যান দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন লিগ্যাল সেলের চেয়ারম্যান মাহিবার রহমান, জালালপুর অঞ্চলের প্রধান বারেক শেখ প্রমুখ।

আমিরের বাবা জিয়েম শেখের কথায়, 'বাধ্য হয়ে আমরা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যাই। কিন্তু এভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার করাটা কেউ মেনে নিতে পারছেন না। আমার ছেলের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে আমরা তার বিচার চাই।' সাংসদ বললেন, 'আমিরের জন্য আমি কী করেছি তা সকলেই জানে। তাঁকে যেন আর বাইরে যেতে না হয় সেজন্য আমরা তাঁর একটি কাজের ব্যবস্থা করেছি।'

## ধৃত ৫

**মালদা, ২৮ অগাস্ট :** প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বুধবার উকিলপাড়া এলাকা সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ভুটভুটিতে তল্লাশি চালিয়ে ১ কেজি ৫৮৬ গ্রাম কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনাস্থলে তখন তিনজন ছিলেন। ধৃতদের নাম সবদুল শেখ, সাহুল শেখ ও ওয়েশ শেখ। ধৃতরা কালিয়াচকের জালালপুর ও শেরশাহী এলাকার বাসিন্দা।

প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পারে, বাজেয়াপ্ত মাদক তৈরির কাঁচামাল গাজোল থেকে কালিয়াচকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জালালপুর রথমাঠ এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন আরও দুইজন। ওই এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মহম্মদ লুৎফর শেখ ও জালাল শেখকে। দুজনই কালিয়াচকের বাসিন্দা।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**গঙ্গারামপুর, ২৮ অগাস্ট :** কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের সামড়া বাজারে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি রুবেল সরকার সহ অন্যান্য নেতারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# বালুরঘাটে কাজ দেখে অসন্তোষ ডিআরএমের

**পঙ্কজ মহন্ত**

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বালুরঘাট রেলস্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ চলছে। এই এক বছরে বিভিন্ন সময় কাজের অগ্রগতি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে।

দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার প্রথম বালুরঘাট রেলস্টেশনে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের রিজিওনাল ম্যানেজার কিরেন্দ্র নারহা। তিনি বালুরঘাট স্টেশনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমনকি অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজে লোকবল যথেষ্ট নয় বলে জানালেন। এদিকে, স্টেশনের শৌচালয় নিয়ে যে একাধিক অভিযোগ রয়েছে তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ডিভিশনাল রিজিওনাল ম্যানেজারের কথায়, 'স্টেশনে একাধিক কাজ চলছে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব না। তবে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক দেখতে পাচ্ছি না। পর্যাপ্ত লোকবল নজরে পড়েনি। যে ইউনিট এই কাজগুলো করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা এগোব। শৌচালয় নিয়েও বিভিন্ন স্টেশন থেকে অভিযোগ আসছে। সেগুলি খতিয়ে দেখে কীভাবে তার উন্নতি করা সম্ভব তার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

বালুরঘাট রেলস্টেশনকে অমৃত ভারত রেলস্টেশনে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু সেই কাজের গতি তথৈবচ। এর জেরে জনমানসে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। এক বছরের বেশি সময় আগে কাজ শুরু হলেও এখনও সেভাবে কাজের অগ্রগতি দেখা যায়নি।

একলাখি-বালুরঘাট রেল যাত্রীকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায়ের কথায়, 'এই কাজে সময় এত বেশি লাগছে যে আমাদের ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছে। কাজের ভাবধারা দেখে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে দেরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি কাজের গুণগত মান ভালো নয়। আমাদের অনুমান এর মধ্যে একটি চক্র কাজ করছে। এনিয়ে কিছু বলতে গেলে রাজনৈতিক রং চড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

*বালুরঘাটে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় ডিআরএম। -মাজিদুর সরদার*

ভারতীয় রেলের মানচিত্রে ২০০৪ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্থান পেয়েছে। প্রথমে কলকাতাগামী গৌড় লিংক এক্সপ্রেস দিয়ে যাতায়াত শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ট্রেন পেয়েছে ওই জেলা। বর্তমানে শিয়ালদা, হাওড়া, নবদ্বীপ, শিলিগুড়ি, দিল্লি যাওয়ার ট্রেন রয়েছে।

চিকিৎসার জন্য মাঝেমধ্যেই কলকাতায় যেতে হয় বালুরঘাটের বাসিন্দা সুপ্রিয় দে নামে এক ব্যক্তিকে। ক্ষোভের সুরে তিনি বললেন, 'প্রায় এক বছর হল কাজ শুরু হয়েছে। অথচ এখনও প্ল্যাটফর্মের কাজ শেষ হয়নি। দুই বছর ধরে সিক লাইন ও পিট লাইনের কাজ চলছে। ওই কাজও শেষ হওয়ার কোনও নাম নেই। শৌচালয়ে গেলে নাক চেপে ঢুকতে হয়। তাহলে এত বড় প্রকল্পের টাকা কোথায় যাচ্ছে।'

শিলিগুড়ি থেকে শর্মিষ্ঠা সাহা নামে এক মহিলা আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার জন্য ট্রেনে করে বালুরঘাটে আসেন। তাঁর বক্তব্য, 'স্টেশনে পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। অনেক সময় শৌচালয়ে জল পাওয়া যায় না। বাচ্চাদের নিয়ে এলে সমস্যায় পড়তে হয়। এখানে চলমান সিঁড়ি হবে শুনেছি। কিন্তু এখনও তা দেখতে পাচ্ছি না।' তবে বালুরঘাটবাসীর আশা, নতুন ডিআরএমের হস্তক্ষেপে এবার হয়তো কিছুটা হলেও কাজ গতি পাবে।

বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শনের পর এদিন ডিআরএম কিরেন্দ্র নারহা গঙ্গারামপুর স্টেশন পরিদর্শনে আসেন। সেখানেও তিনি বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখেন।

## প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

# টোটোচালককে মার পুলিশের

**মুরতুজ আলম**

**সামসী, ২৮ অগাস্ট :** এক টোটোচালককে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম ওই টোটোচালক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের এমন আচরণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান টোটোচালকের পরিবার সহ স্থানীয়রা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সামসী বাইপাস এলাকায়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবশেষে সামসী ফাঁড়ির পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। যদিও এই ঘটনায় আক্রান্ত টোটোচালকের পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

আহত টোটোচালকের নাম ইউনুস আলি (৩৫), বাড়ি সামসীর মহেশপুর গ্রামে। ইউনুস বৃহস্পতিবার ভোরে এক যাত্রীকে সামসী স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ৪২০ মোড়ে রাস্তার ধারে টোটো দাঁড় করিয়ে একটি দোকানে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় সামসী ফাঁড়ির কর্তব্যরত একটি গাড়ি সেখানে পৌঁছায়। পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে এএসআই দিলীপ চৌধুরী এবং কয়েকজন পুলিশকর্মী রাস্তার পাশের টোটোটি কার, তা জানতে চান। অভিযোগ, ইউনুস টোটোটি তাঁর বলতেই তাঁকে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত ইউনুসকে স্থানীয়রা সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। ইউনুসের খুড়তুতো ভাই আখতারুল হক বলেন, 'পুলিশ অন্যায়ভাবে দাদাকে লাঠি দিয়ে মারধর করেছে। আমরা সঠিক বিচার চাই।'

*সামসী বাইপাস অবরোধে আহত টোটোচালকের পরিজন ও অন্য চালকরা।*

পুলিশের এহেন আচরণকে নিন্দা করেছেন সমস্ত রাজনৈতিক দল। কংগ্রেসের রতুয়া-১ কার্যনির্বাহী সভাপতি আবদুল হাকিম ওরফে হিরালালের বক্তব্য, 'পুলিশ আইনের রক্ষক। তবে একজন টোটোচালককে এভাবে মারা ঠিক হয়নি।' রতুয়া-১ ব্লকের সিপিএমের যুবনেতা আমির সোহেলের বক্তব্য, 'পুলিশের আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত হয়নি। কেউ অন্যায় করলে তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত।'

বিজেপির উত্তর মালদা জেলার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়ার কথায়, 'পেটের দায়ে গরিব ছেলে টোটো চালিয়ে সংসার চালায়। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে খুব বেশি তাকে কেস দিতে পারে। কাউকে মারার কোনও অধিকার পুলিশের নেই।' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর বক্তব্য, 'বিষয়টি শুনেছি। বিষয়টি দেখার জন্য মালদা জেলা পুলিশ সুপারকে বলব।'

এই ঘটনার প্রতিবাদে আহত টোটোচালকের পরিজন ও অন্য টোটোচালকরা সামসী বাইপাস অবরোধ করেন। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত টানা দু'ঘণ্টা অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অবশেষে সামসী ফাঁড়ির বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলতে সক্ষম হয়। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, 'তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পদক্ষেপ করা হবে।'

**ঘটনাক্রম**

- বৃহস্পতিবার ভোরে টোটো দাঁড় করিয়ে একটি দোকানে চা খাচ্ছিলেন টোটোচালক
- সেই সময় সামসী ফাঁড়ির কর্তব্যরত একটি গাড়ি সেখানে পৌঁছায়
- অভিযুক্ত এএসআই এবং কয়েকজন পুলিশ টোটোটি কার জানতে চান
- এরপরই টোটোচালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ
- প্রতিবাদে সামসী বাইপাস অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধরা

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আলোছায়া।। সেবকে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।

# পুত্র না হওয়ায় বধূকে খুনের অভিযোগ

## বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে 'অত্যাচার'

**সৌরভকুমার মিশ্র**

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ অগাস্ট :** ফের হরিশ্চন্দ্রপুরে গৃহবধূ নির্যাতনের মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এল। একদিকে বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য চাপ। অন্যদিকে পুত্রসন্তানের দাবি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের। কিন্তু সন্তান হচ্ছিল না। এই নিয়ে চলত লাগাতার অত্যাচার। এবার বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের মৃতার বাড়ির পরিবারের। ওই গৃহবধূর নাকের পাশে রক্তের দাগ মিলেছে। শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ গৃহবধূর পরিবারের। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম আয়েশা খাতুন (২২)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগরের মিশ্রপাড়ায়।

প্রায় এক বছর আগে গোবরা রশিদপুর এলাকার শেখ দিলোর সঙ্গে বিয়ে হয় আয়েশার। বিয়ের সময় নগদ টাকা থেকে শুরু করে মোটরবাইক যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকরা আরও পণের জন্য চাপ দিত আয়েশাকে বলে অভিযোগ। টাকা আনতে বলত বাপের বাড়ি থেকে। স্বামী ভিনরাজ্যে কাজ করে। বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে। শ্বশুরবাড়ির লোকরা ক্রমাগত অত্যাচার চালাত তার উপর। সঙ্গে বিয়ের এক বছর হতে চলায় পুত্রসন্তান ধারণের জন্য দেওয়া হত চাপ বলে অভিযোগ। এই অশান্তির মাঝে এদিন সকালে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাকের পাশে রক্তের দাগ ছিল। তাতে সন্দেহ শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করা হয়েছে। মৃতার পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, ভাশুর সকলে মিলে তাঁকে খুন করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মৃত গৃহবধূর দাদু শেখ সাব্বির বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই ওকে শারীরিক মানসিক অত্যাচার করা হত। মাত্র ৫০০ টাকা করে দিয়ে বলা হত ওই দিয়েই খাবার খরচ চালাতে। আমাদের বাড়ির মেয়ের মৃতদেহ দেখেই মনে করছি যে ওকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মৃত গৃহবধূর বোন লালি খাতুনের কথায়, 'বিয়ের পর থেকেই আমার বোনের উপর অত্যাচার শুরু হয়। ছেলে হচ্ছিল না সেই জন্য ওর শ্বশুরবাড়ির লোকরা প্রত্যেকেই ওকে মারধর করত। আমাদের সন্দেহ ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে।

**যা ঘটেছে**

- বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য চাপ
- পুত্রসন্তানের দাবি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের
- ওই গৃহবধূর নাকের পাশে রক্তের দাগ মিলেছে
- শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ গৃহবধূর বাপেরবাড়ির

হঠাৎ বৃষ্টিতে।। *বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের কাছে মহেশপুর গ্রামে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

# কঙ্কালসার রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

**বিশ্বজিৎ সরকার**

**রায়গঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** রাস্তার ওপর বিশাল বিশাল গর্ত। বৃষ্টির জল জমে সেসব যেন ডোবায় পরিণত হয়েছে। আর সেই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে ছোট-বড় বিভিন্ন গাড়ি। খানাখন্দে ভরা এই রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়িকেও যেতে হয়। রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি সংলগ্ন মধুপুর থেকে রূপাহার পর্যন্ত ঝাঁ চকচকে বাইপাস তৈরি হয়েছে। কিন্তু মধুপুর থেকে বারোদুয়ারি, সোহারই মোড়, কুলিক পক্ষীনিবাস ও শিলিগুড়ি মোড় হয়ে রূপাহার পর্যন্ত ১৫ কিমি পুরোনো জাতীয় সড়কটির অবস্থা সেই তিমিরেই। বিশেষ করে পক্ষীনিবাস সংলগ্ন কুলিক নদীর ওপরে কুলিক সেতুর অবস্থা সব থেকে খারাপ। রাস্তার জন্য এই এলাকায় একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। চলতি মাসে ওই পুরোনো জাতীয় সড়কে ১৮টি দুর্ঘটনা হয়েছে। এতে সাতজনের মৃত্যুও হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, 'আমি জানি ওই পুরোনো জাতীয় সড়কটি এখনও পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরে হস্তান্তর হয়নি। রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে আমরা জেলা শাসক, পূর্ত দপ্তর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেব।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী জয় মুখোপাধ্যায় বললেন, 'ওই রাস্তাটির যা অবস্থা তাতে তাড়াতাড়ি রাস্তাটি সংস্কার না হলে যে কোনও সময় পথচলতি মানুষ ও যে কোনও গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে।'

এদিকে বেশ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পুরোনো জাতীয় সড়কের কঙ্কালসার চেহারা আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে। কুলিক সেতুর অবস্থাও অনেকটা খারাপ। সেতুর দুই পাশে রেলিং ভেঙে গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে সেটিকে দুর্বল সেতু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বড় লরি ও ভারী যানবাহন যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক কুমারবিকাশ নাগের কথায়, 'নতুন জাতীয় সড়ক (বাইপাস) চালু হওয়ায় পুরোনো জাতীয় সড়কটি পূর্ত দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। বারোদুয়ারি থেকে রূপাহার পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার রাস্তা ও কুলিক সেতু সংস্কারের জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা পূর্ত দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছি। সড়ক হস্তান্তরে কিছু জটিলতা রয়েছে। সেগুলি মিটে গেলে পূর্ত দপ্তরকে সড়কটি হস্তান্তর করতে পারব।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা পূর্তদপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'রাস্তার অবস্থা বেহাল হলেও আমরা এখনও সেই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগাতে পারছি না। ক'দিন হল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই রাস্তাটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। প্যাচওয়ার্ক করা হবে।'

**বিপদ যেখানে**

- মধুপুর থেকে রূপাহার পর্যন্ত ১৫ কিমি দীর্ঘ পুরোনো জাতীয় সড়কটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে
- চলতি মাসে ওই পুরোনো জাতীয় সড়কে ১৮টি দুর্ঘটনা ঘটেছে
- বৃষ্টিতে পুরোনো জাতীয় সড়কের কঙ্কালসার চেহারা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে
- কুলিক সেতুর অবস্থাও অনেকটা খারাপ

## অভিযোগ অস্বীকার কৃষি অধিকর্তার

# অবহেলায় পড়ে পাট চাষের সহায়ক সামগ্রী

**বিশ্বজিৎ প্রামাণিক**

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** কুমারগঞ্জ ব্লকের বরাহার এলাকায় কৃষি দপ্তরের গোডাউনের পাশে প্রচুর পাট চাষ সহায়ক সামগ্রী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাট পচানোর কাজে ব্যবহৃত এই সামগ্রীগুলি কৃষকদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হলেও, সেগুলি খোলা আকাশের নীচে রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের মতে, এগুলো সময়মতো বিতরণ করা হলে বহু পাটচাষি উপকৃত হতেন। স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র রায় বলেন, 'হাজার হাজার জৈব সামগ্রীর প্যাকেট ও কৌটো বাইরে ফেলে রাখা হয়েছে। সরকারের টাকা এইভাবে নষ্ট হচ্ছে, এটা কখনোই কাম্য নয়।'

কৃষি দপ্তরের বরাহার অফিস ও গোডাউনের বাইরে দেখা যাচ্ছে ক্রাইজাফ, ক্রাইজাফ সোনা, ইজিরা শুভ্র প্রভৃতি জৈব সামগ্রী বস্তাবন্দি অবস্থায় বাইরে পড়ে রয়েছে। কিছু বস্তা আবার ফেটেও গিয়েছে।

এগুলো উন্নত উপায়ে পাট পচানোর কাজে ব্যবহার হয়। পাট জাগ দেওয়ার পর আঁশ পরিষ্কার ও মসৃণ করতে এই উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চাষিদের অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকার এই সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু চাষিদের হাতে তা পৌঁছায়নি।

বর্তমানে পাটচাষিরা পচা জলে নেমে প্রচলিত উপায়ে পাট পচাতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ ওইসব উপাদান ব্যবহার করলে কম সময়ে ও কম জলে জাগ দিয়ে উন্নত আঁশ পাওয়া যেত।

কৃষকদের সমর্থন করে সিপিএম জেলা নেতা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'কৃষকদের জিনিস কৃষকদের হাতে না দিয়ে ফেলে রাখা হচ্ছে। এটা সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা।'

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুমারগঞ্জ ব্লকের কৃষি অধিকর্তা সঞ্জয় হালদার। তাঁর দাবি, 'এসব পাউডার সামগ্রী বাইরে রাখা হয়েছিল, যাতে কৃষকরা সরাসরি এসে নিয়ে যেতে পারেন। ইতিমধ্যে ১০০ জন কৃষককে সেগুলি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনই তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এগুলি কোনওভাবেই মেয়াদ উত্তীর্ণ নয়।'

**অভিযোগ**

- গোডাউনে লক্ষ লক্ষ টাকার এই সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছিল
- কিন্তু চাষিদের হাতে তা পৌঁছায়নি
- বর্তমানে পাটচাষিরা পচা জলে নেমে প্রচলিত উপায়ে পাট পচাতে বাধ্য হচ্ছেন
- অথচ ওইসব উপাদান ব্যবহার করলে কম সময়ে ও কম জলে জাগ দিয়ে উন্নত আঁশ পাওয়া যেত

**টুকরো খবর**

## শিবির

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কৃষিকাজের উন্নয়ন ও গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ শিবির আয়োজিত হল বালুরঘাটে। জেলা কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন সমবায় ব্যাংকের দপ্তরে ভিডিও প্রোজেকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। গৌড়বঙ্গের এই জেলা মূলত কৃষিনির্ভর। এখানে বড় কারখানা বা শিল্প গড়ে ওঠেনি এখনও। এই শিবির থেকে কৃষি আধিকারিকরা জানান, জেলায় কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি দপ্তর ও উদ্যান বিভাগ কাজ করে চলেছে। এদিন দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষিকাজকে সহজ করে তোলার আহ্বান করা হয়েছে।

## অভিযোগ

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** কুমারগঞ্জ ব্লকের রাধানগর এলাকায় এক টোটোচালক চিত্ত রায়কে মারধরের অভিযোগ উঠল। বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দাঁড়ানো একটি মোটরবাইককে সরানোর জন্য হর্ন দিলে তিনজন ব্যক্তি চিত্তর ওপরে চড়াও হন। অভিযোগ, তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরের বোল্ডারে মাথা ঠুকে চড়, লাথি ও ঘুসি মারা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বৃহস্পতিবার চিত্ত কুমারগঞ্জ থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে ওই তিন ব্যক্তি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## বাজেয়াপ্ত

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** কুমারগঞ্জ ব্লকে সাফানগর এলেন্দারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বুধবার ৯৫ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ। আরাফাত মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২২ হাজার টাকার কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত আরাফাতকে আটক করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# 'নিখোঁজ' জমি ব্যবসায়ী উদ্ধার

**আজাদ**

**মানিকচক, ২৮ অগাস্ট :** অবশেষে সন্ধান মিলল মানিকচকের নিখোঁজ জমি ব্যবসায়ীর। বুধবার গভীর রাতে নাজিরপুর খয়েরতলা থেকে জমি ব্যবসায়ী শেখ আদিলকে উদ্ধার করে মানিকচক থানার পুলিশ। তবে আদিলকে অপহরণ করা হয়নি। তিনি ইচ্ছাকৃত আত্মগোপন করেছিলেন। আত্মগোপনের তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন আদিলের স্ত্রী নাসফারা বিবিও। উদ্ধার হওয়ার পর আদিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। অপহরণে অভিযুক্ত প্রতিবেশী ও সহযোগী ব্যবসায়ী আবু কায়সার সিদ্দিকীর দাবি, 'আমাকে ফাঁসাতে অপহরণের নাটক করে আত্মগোপন করেছিলেন আদিল।' তবে অপহরণ, না আত্মগোপন- সেই সম্বন্ধে পুলিশের তরফে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

শনিবার সন্ধে থেকে নিখোঁজ হয়ে যান এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মীরা গ্রামের জমি ব্যবসায়ী আদিল। তাঁর পরিবার দাবি করে, ফোন মারফত কেউ বা কারা আদিলকে ডেকে পাঠায়। তাদের সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তিনি। রবিবার মানিকচক থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন নাসফারা। তবে সোমবার ঘটনা অন্য মোড় নেয়। স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে বলে মানিকচক থানায় অভিযোগ করেন নাসফারা। প্রতিবেশী আবু কায়সার ও তাঁর ছেলে মিলে আদিলকে অপহরণ করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। গত বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আদিলকে মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর খয়েরতলা এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয়রা।

> থানায় আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় জানতে পারি তিনি আত্মগোপন করেন জমির সমস্যার জন্য।
>
> **নাসফারা বিবি**
> *আদিলের স্ত্রী*

ছবি মিলিয়ে বুঝতে পারেন, এই সেই নিখোঁজ জমি ব্যবসায়ী। দ্রুত মানিকচক থানায় খবর দেন তাঁরা। তড়িঘড়ি মানিকচক থানার পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

এরপরই আত্মগোপনের তথ্য স্বীকার করে শেখ আদিলের স্ত্রী নাসফারা বলেন, 'থানায় আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় জানতে পারি তিনি আত্মগোপন করেন, জমির সমস্যার জন্য।'

## জল সরবরাহ বন্ধে সমস্যা

**পতিরাম, ২৮ অগাস্ট :** পতিরামে টানা ৩ দিন ধরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় প্রায় ২৫ হাজার স্থানীয় বাসিন্দা বিপাকে পড়েছেন। বিশেষত পতিরাম হাইস্কুলের হাজারের ওপর ছাত্রছাত্রীর মিড-ডে মিল রান্নার জল নিয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে সৌরচালিত পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিনই একমাত্র ভরসা। জল না থাকায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাজারের ব্যবসায়ীরা, সকলেই প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন। বালুরঘাট ব্লকের পিএইচই আধিকারিক শুভঙ্কর মিস্ত্রি বলেন, 'ওভারহেড ট্যাংকের ময়লা পরিষ্কারের কাজ চলায় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই জল দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, এই পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে আগাম কোনও কিছু জানানো হয়নি বলে বাসিন্দাদের দাবি।

## বধূর দেহ উদ্ধার

**রায়গঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** দাম্পত্য কলহের পরে কিছুদিন স্বামী নিখোঁজ থাকায় মানসিক অবসাদে 'আত্মঘাতী' স্ত্রী। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বধূর নাম সুচিত্রা তুড়ি (৪২)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের মিলনপাড়া সংলগ্ন লোহা কালীবাড়ি এলাকায়। পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন সুচিত্রা। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## ডোবায় পড়ে মৃত্যু

**কুশমণ্ডি, ২৮ অগাস্ট :** ডোবার জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল তিথি রায় নামে দেড় বছরের এক শিশুর। তার বাড়ি কালিকামরা পঞ্চায়েতের কাটাসন বুড়িতলা গ্রামে। তাকে দ্রুত জল থেকে উঠিয়ে কুশমণ্ডি হাসপাতালে আনা হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। এমন ঘটনায় ওই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সিপিএমের

**দীপঙ্কর মিত্র**

**হেমতাবাদ, ২৮ অগাস্ট :** ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে নামল হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত রায়গঞ্জ ব্লকের ১ থেকে ৭ নম্বর অঞ্চলের সিপিএম নেতৃত্ব। গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ভাটোল ও মহারাজাহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি জানানো হয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর মহারাজাহাটে সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএম। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, 'রায়গঞ্জ ব্লকের ১ থেকে ৭ নম্বর অঞ্চলের মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ছুটতে হয়। সেখানেও একই অবস্থা। তাই এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি জানাচ্ছি আমরা। পাশাপাশি বিন্দোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবাকে উন্নত করার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি।' এক সময় ভাটোল, জগদীশপুর, মহিপুর, বিন্দোল, শেরপুর, রামপুর ও শীতগ্রাম অঞ্চলে মজবুত সংগঠন ছিল সিপিএমের। তবে ২০১৯ সালের পর ভিত নড়ে যায়। গত বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে তার প্রভাব পড়েছে।

*এই ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করার দাবি উঠেছে।*

যদিও বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্ব সিপিএমকে দায়ী করেছেন। বিজেপি নেতা মলয় সরকার বলেন, 'সিপিএম এতদিন ক্ষমতায় থেকে কোনও উন্নয়ন করেনি। এখন আন্দোলন শুরু করেছে।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন বলেন, 'সিপিএম ইস্যু না পেয়ে ভোটের আগে আন্দোলনে নেমেছে। তৃণমূল এই আসনে আবার জিতবে।'

প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। জানা গিয়েছে, ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩ চিকিৎসক, ৪ জন নার্স, ১ জন ফার্মাসিস্ট ও ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির স্টাফ রয়েছেন। রয়েছেন একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। নর্মাল ডেলিভারির জন্য ১০টি বেডের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে মহারাজাহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ ৭ জন চিকিৎসক, নার্স ১২ জন, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ২০ জন এবং ১ জন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০টি বেড রয়েছে। সম্প্রতি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকও বসছেন এখানে।

ভাটোলের বাসিন্দা মুন্না ইসলাম বলেন, 'ভাটোল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিষেবার অভাব রয়েছে। সামান্য কারণে রায়গঞ্জ ছুটতে হয়। তাই আমরা চাই ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করা হোক।' মহারাজাহাটের বাসিন্দা বুরন সরকার বলেন, 'মহারাজাহাটের নামেই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কোনও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা নেই। তাই একে হাসপাতালে উন্নীত হওয়া জরুরি।' বিন্দোলের বাসিন্দা অশোককুমার রায় বলেন, 'নার্স, টেকনিসিয়ান এবং অন্য সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মী নেই ব্লক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন ও প্রতিবাদ করা উচিত।'

## অর্থ সাহায্য

সল্টলেকে পুড়ে মৃত্যু হওয়া ডেলিভারি বয়ের বাড়িতে পৌঁছোল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। অভিষেকের নির্দেশে তাঁর বাবার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।।

## কংগ্রেসের তোপ

ছাত্র পরিষদের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাজাতি সদন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বললেন, 'কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

## হাতির মৃত্যু

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গল থেকে এক হস্তীশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের কর্তারা। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ভিডিও ভাইরাল

মোবাইল সারাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন তরুণী। তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দোকানির বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনকে জানানো হয়েছে।

# মামলায় নিয়োগে জট : মমতা

## কর্মসংস্থান, চাকরিহারাদের দিশা নেই টিএমসিপি'র সভায়

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** চাকরিহারাদের কাজে ফেরানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট বার্তা দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং চাকরি যাওয়ার জন্য মামলাকারীদের ওপরেই দায় ছেড়ে দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন। এদিন মমতা বলেন, '২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। জয়েন্টের ফল প্রকাশেও দেরি হয়েছে।' চাকরি বাতিল এবং জয়েন্টের ফল নিয়ে যা ঘটেছে, তার জন্য বিরোধীদের ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায় ছেড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের এখানে কিছু করার ছিল না। বারবার মামলা করে জটিলতা আরও বাড়ানো হয়েছে। যারা নিয়োগে বাধা দেয়, যারা কোর্টে কেস করে, তারা দু'নম্বরি। ওরা ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রেখেছে।'

এর আগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, 'আপনাদের চাকরি যাবে না। আমার প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি রেডি আছে।' এদিন অবশ্য সেই নিশ্চয়তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং আদালতের নির্দেশ মেনেই যে সরকার চলবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন একযোগে বিজেপি এবং সিপিএমকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয় না। যত শক্তি আছে, সবার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতা বলেন, 'বামপন্থীরা নির্লজ্জ। তাই বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।' ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে মমতা বলেন, 'ভিনরাজ্যে আক্রান্ত বাঙালিদের পাশে আমরা আছি। কিন্তু যখন আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন হয়, তখন কিন্তু বাম-বিজেপি কোনও কথা বলে না। বাংলায় অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। কিন্তু কই আমরা তো তাঁদের নির্যাতন করি না। ভালোবাসি। এটাই বাংলা। যাঁরা আমাদের মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে, আপনারা দেখবেন নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির চাপ তত বাড়বে। আগে এই সংস্থাগুলি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আমি অনেক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। আমি বহু প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি।' প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে তিনি যে বই লিখতে চলেছেন, সেখানে মোদির প্রসঙ্গও থাকবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোন প্রধানমন্ত্রী কেমন ছিলেন, তা নিয়ে আমি একটা বই লিখব। আগামী বইমেলায় সেটা প্রকাশিত হবে।'

*নবীন-প্রবীণের মঞ্চ। টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই*

এদিনের সমাবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের কোনও নির্দিষ্ট দিশাও মুখ্যমন্ত্রী দেখাননি। তথ্য তুলে ধরে শুধু বলেন, 'আমরা ৪১ লক্ষ মানুষকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ১০ লক্ষ চাকরি পেয়েছেন। আমরা নিয়মিত চাকরির মেলা করি। রিয়েল এস্টেটে দু-বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে। আর বিজেপির আছে দুর্নীতির ভাণ্ডার। মোদিজি সারাক্ষণ দুর্নীতি বলে চিৎকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস গুজরাট মডেলই আদর্শ চিত্র। মনে রাখবেন, আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডার খুলে দেব, ফাঁস করে দেব। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।' কয়েকদিন আগেই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবি নিয়ে চরম বিতর্ক হয়েছে। ওই ইস্যুতেও মুখ খুলে কারোর নাম না করে মমতা বলেন, 'বাংলার অপমান করার জন্য এবং বদনাম করার জন্য টাকা দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে বিজেপি।'

মমতার কথার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ৬ লক্ষ সরকারি স্থায়ী পদ তুলে দিয়েছেন। আর শ্রমশ্রী করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ করতে বলছেন। এটাই তো ওঁর কর্মসংস্থানের দিশা। এই সরকারের চাকরি মানে তো অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। শিক্ষক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। কেন্দ্র অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে। অথচ, রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশন এখনও কার্যকর হল না।

*বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা অ্যাথলিটদের সমর্থনে ওয়াক ফর প্যারালিম্পিক্স। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

# স্বাধীনচেতার জয়, মন্তব্য উপাচার্যের

## নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** 'যৌক্তিক স্বাধীনচেতার জয় হয়েছে', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মন্তব্য করলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। দীর্ঘ চিঠি চালাচালি, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, সিন্ডিকেট বৈঠকের পর বাধা পেরিয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি। তাই সংবাদমাধ্যমের কাছে জানালেন, এদিনের ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মেয়ো রোডে মেগা ইভেন্ট। তাই যানজটের আশঙ্কায় এদিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন উপাচার্য। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও। কিন্তু নির্ধারিত দিনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানালেন উপাচার্য। শাসক দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। অনেক দূর যেতে হয়েছে। ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে যেন শাসক দল এমন অনুরোধ না করে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা। আগেই পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ মুহূর্তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষা স্থগিত রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। পরীক্ষা মেটার পর উপাচার্যর মন্তব্য, ১৬৮ বছরের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতা কোনও একটা বইয়ের পাতায় থেকে যাবে, তা হতে পারে? শাসক দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আজ মঞ্চ থেকে পার্টির সুপ্রিমো হিসেবে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলা হচ্ছিল। তাঁদের আদর্শ মেনে চলার কথা বলা দরকার ছিল। কেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ঘটনা ঘটবে? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উপাচার্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হবে? সেই বার্তা কেন দেওয়া হল না? আমি থাকি বা না থাকি এটা স্বাধীনতা চিন্তার জয়।'

*শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে পরীক্ষা দিতে ঢুকছেন পরীক্ষার্থীরা।*

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ২৭ অগাস্ট নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিন পরীক্ষা হবে না। তবে কবে পরীক্ষা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এদিন বাংলা ও কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মৌখিক ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শংকরকুমার নাথ জানান, ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছিল তাঁদের যাতায়াতের সমস্যা হবে। তা মাথায় রেখে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিন তৃণমূলের সমাবেশ চলাকালীনই ৮০টিরও বেশি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলে।

কোনও কোনও কলেজের বাইরে স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে খোদ অধ্যক্ষ জাফর আলি আখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন। তিনি নিজেও 'জয় বাংলা' লেখা হলুদ পাঞ্জাবি পরেছিলেন। অধ্যক্ষ জানান, এই কলেজে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ মেনে তিনি এই পোশাক বিতরণ করছেন।

একাধিক জায়গা থেকে মিছিল মেয়ো রোডে আসে। ফলে এজরা স্ট্রিট, ব্রেবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সহ একাধিক রাস্তায় যানজট হতে পারে বলে আগেই পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় যানজটও তৈরি হয়। সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। তবে বিকল্প রাস্তা ধরে যানবাহন চলাচল করে। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ।

## যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কে পারস্পরিক দোষারোপ শাসক-বিরোধীর

# পরীক্ষা নিয়ে সংশয় সুপ্রিম নির্দেশে

**স্বরূপ বিশ্বাস**

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসির শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। আশঙ্কা রীতিমতো চেপে বসেছে এসএসসিতেও। এদিন প্রায় হুঁশিয়ারির সুরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা সরাসরি ওয়েবসাইটে এসএসসিকে প্রকাশ করতে হবে। কোনও অযোগ্য দাগি প্রার্থী যাতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই। তারপরেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তবে সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করবে। আর তার ফল ভালো হবে না এসএসসি'র পক্ষে, এমনই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে।

এই 'সুপ্রিম' নির্দেশের খবর নবান্নে এদিন পৌঁছোনোর পর রীতিমতো ব্যস্ততা শুরু হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। এসএসসির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর একপ্রস্থ কথা হওয়ার পর তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নির্ধারিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিন্তে করা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্নে প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, এই যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে তো মূল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নেই ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট চাইলেও দাগি অযোগ্যদের তালিকা এখনও আদালতের হাতে তুলে দিতে পারেনি এসএসসি ও রাজ্য সরকার। এজন্য এদিন সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে এসএসসি'র অন্যতম আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

*এখনও আশার আলো নেই চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র*

প্রশাসন সূত্রের খবর, কীভাবে আগামী ৭ দিনের মধ্যে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, সরকারের সংশয়ের শুরু এখানেই। সরকারের আশঙ্কা, এই নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হলে তা ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন শিক্ষক নিয়োগের নির্ধারিত পরীক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? এছাড়া অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা এসএসসি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর তা যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কাছে নতুন করে তাঁদের চাকরির দাবি আদায়ে অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে না তো? এইসব প্রশ্নেই এদিন জেরবার নবান্নের সরকারি মহল ও এসএসসি। সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ। এই তালিকা প্রকাশ হলে নতুন জটিলতায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে নেওয়া সম্ভব হবে কি? এই ব্যাপারে এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এদিন দফায় দফায় কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য এই নিয়ে মিলবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের পরই। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর। এদিন প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে এসএসসি ও রাজ্য সরকার কোনও আপিল করতে পারে কি না, সে বিষয়েও আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে নবান্ন।

# সর্বদল বৈঠকে তালিকা ঠিক হোক : শুভেন্দু

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে যোগ্যদের বিষয়ে নতুন পদক্ষেপ করুক সরকার। সেক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করবে বিজেপি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা সূত্রে খবর, ১ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে স্বল্প মেয়াদের বিশেষ অধিবেশন। বাংলা ভাষা ও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নিগ্রহের ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

শুভেন্দুর দাবি, তালিকা প্রকাশের পর অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে জনমত নিক সরকার। ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষা মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে। কিন্তু সুপ্রিম এই নির্দেশে খুশি নন যোগ্যরাও। তাঁদের মতে, ১০ বছর পরে নতুন পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়া সহজ নয়। এদিন তাঁদের দাবিই শোনা গেল বিরোধী দলনেতার মুখে। শুভেন্দু বলেন, অযোগ্যরা বাদ যাওয়ার পর বাকি যোগ্যদের ১০ বছর পরে চাকরি পেতে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে? প্রয়োজনে এই বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ নিক রাজ্য। তাঁর প্রস্তাব, যোগ্যদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে তা পাশ করিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা সাংবিধানিক কোনও সংস্থার কাছে বিবেচনার দাবি জানাক রাজ্য। সেক্ষেত্রে রাজ্যের এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে বিজেপি।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য অযোগ্যদের তালিকা দিলে এটাই প্রমাণ হবে, রাজ্য সরকার অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কীসের বিনিময়ে তারা অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল? তাতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।' এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের তালিকা দিলেই এই সরকারের পদত্যাগ দাবি করব। কারণ এটা শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা জীবনকৃষ্ণর মতো দু-একজনের কাজ নয়। এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভার। তাই এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আমরা পদত্যাগ দাবি করব।'

তবে এরপরেও শেষমেশ ২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম নির্দেশ রাজ্য মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু সহ বিরোধীদের আশঙ্কা ডিএ নির্দেশের মতোই এক্ষেত্রেও রাজ্য বিষয়টি নিয়ে আইনি পথে সময় নষ্ট করতে পারে। তবে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জট না কাটলে তাতে রাজনৈতিকভাবে লাভ বিরোধীদেরই।

# চাকরি বিক্রির টাকা লগ্নির তথ্য প্রকাশ্যে

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপির মাধ্যমে লগ্নি করতেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেরায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি টাকা তুলতেন। সেই টাকা অল্প সময়ে বাড়িয়ে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তা সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহার করতেন বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বিধায়কের পিসি অর্থাৎ বীরভূমের সাঁইথিয়ার তৃণমূল কাউন্সিলার মায়ারানি সাহা কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। সন্ধে নাগাদ তিনি সেখান থেকে বের হন। তবে বিধায়কের সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি।

বিধায়কের বাবা, স্ত্রী, এজেন্টরা যে বয়ান দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিখিত বয়ানগুলি বিচার প্রক্রিয়ায় ইডির কাছে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। বিধায়কের বাবা তাঁর বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও জানিয়েছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা রেখেছিলেন বিধায়কই। তবে টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি জানেন না। শনিবার ইডি হেপাজত শেষে বিধায়ককে আদালতে তোলা হবে। তখন এই বিষয়গুলি বিচারকের সামনে তুলে ধরতে পারেন তদন্তকারীরা। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর শ্যালকের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন বিধায়ক। ২০১৯ সালে এগুলি করা হয়েছে। এক চাকরিপ্রার্থীর থেকে ওই বছর জানুয়ারি মাসে নগদ ৩ লক্ষ টাকা তিনি নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ২ লক্ষ টাকা তাঁর শ্যালককে দিতে বলা হয়েছিল। ওই টাকা লগ্নি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের সেই এসআইপির নথি ইডির হাতে এসেছে। ওই চাকরিপ্রার্থীর থেকে পরে আরও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নেন তিনি। তা তাঁর বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করে তুলেও নিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা এখন এই নথিগুলি পেতে বিধায়ক ও তাঁর আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে নজর দিচ্ছেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, লগ্নির মাধ্যমে এই টাকা বাড়িয়ে সম্পত্তি কিনতেন বিধায়ক। নগদে পাওয়া টাকা জমি কেনার কাজেও ব্যবহার করেছিলেন। এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তাঁর পিসি মায়ারানি সাহা। সেখানে ঢোকার আগে তিনি বলেন, 'কোনও দুর্নীতির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে নেই। জোর গলায় বলছি, কোনও দুর্নীতি আমি করিনি।' ইডি দপ্তর থেকে বেরোনোর পরেও তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোনও লেনদেন হয়নি। ইডি যা নথিপত্র চেয়েছিল তা দিয়েছি। যেগুলি দিতে পারিনি সেগুলিও দেব। আবার কবে ডাকা হবে তা জানানো হয়নি। তবে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছে।' জানা গিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাবা ছেলের সঙ্গে বোনের কুকীর্তির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

# সেপ্টেম্বরের শুরুতে উত্তরবঙ্গ যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** পুজোর পর জেলা সফরের গতি বাড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। সেপ্টেম্বরের ওই সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আরও একবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে তাঁর সবুজ সংকেত মিললেই তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি চূড়ান্ত করতে প্রস্তুত নবান্নে তাঁর সচিবালয়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সচিবালয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতি ভোটেই উত্তরবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর থাকা সত্ত্বেও শাসকদল তৃণমূল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবু এবারও উত্তরবঙ্গের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে কোনও ভাঁটা পড়েনি। এদিন কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের পর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের দু-একজন দলের নেতার সঙ্গে পাহাড় ও সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ছাত্র নেতার অল্পক্ষণ হলেও কথা হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, সেখান থেকেই আগামী সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আভাস মিলেছে। দলের এক শীর্ষ নেতাও জানান, পুজোর আগে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একবার আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন। জেলা প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন।

# বুথ চূড়ান্ত করতে বৈঠক কমিশনের

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠকে বসছে কমিশন। এসআইআরের আবহে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর ঘোষণা না হওয়ায় শুক্রবারের বৈঠকে সরাসরি এসআইআর নিয়ে আলোচনা হওয়া কিছুটা অনিশ্চিত।

রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে সর্বদল বৈঠকের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনে নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক ও সহ আধিকারিকদের প্রকৃত যোগ্যতায় নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে নতুন করে কোনও অভিযোগ উঠুক, তা চাইছে না রাজ্য প্রশাসন। তবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল বজায় রাখতে চায় বিজেপি। এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার ১৮১ নম্বর বুথে ৬৫ জন মৃত ও ৮৯ জন বহিরাগত ভোটার এখনও রয়েছেন বহালতবিয়তে। বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা থেকে সমস্ত মৃত ও ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতেই হবে কমিশনকে। তার জন্যে আমরা কমিশনের কাছে লাগাতার দাবি জানাতে থাকব।' বিষয়টি নিয়ে সর্বদল বৈঠকে সরব হতে চায় বিজেপি।

রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা ও জনসংখ্যা অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক। এই বিষয়টি নিয়েও সর্বদল বৈঠকে অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

# ওবিসি ইস্যুতে বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক আজ

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চনা ও মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিধানসভা ঘেরাও অভিযানের ডাক দিল বিজেপি প্রভাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার মঞ্চ'। বৃহস্পতিবার মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'রাজ্য সরকারকে ওবিসি তালিকা অবিলম্বে বাতিল করে সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করতে হবে। ওবিসি তালিকার নামে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল ছাড়তে হবে রাজ্যকে। এর প্রতিবাদে ওবিসিরা রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চায়।

রাজ্যের ওবিসি তালিকা হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পরেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। বিজেপির অভিযোগ, ৭৭টি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যদিও রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সামাজিক অনগ্রসরতার নামে সমীক্ষা করে বেছে বেছে ৭৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তালিকায় ঢোকাতে চাইছে তারা। এর ফলে হিন্দু ওবিসিরা বঞ্চিত হবে। আদালতের গেরোয় ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তরের একাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় ঝুলে রয়েছে। বাধ্য হয়ে শিক্ষিত তরুণদের ভিনরাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ওপরে চাপ বাড়াতে ওবিসি স্বার্থরক্ষার নামে জোরদার আন্দোলন করতে চায় বিজেপি।

শুক্রবারের এই কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত পুলিশি অনুমতি নেই। আন্দোলনকারীদের ঘোষণা অনুযায়ী কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে তাঁদের বিধানসভায় আসার কথা। সেক্ষেত্রে আদৌ সেই মিছিল বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এদিন মাহাতো বলেছেন, 'পুলিশের অনুমতি বড় কথা নয়। আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের রয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ ভাদ্র ১৪৩২

# সম্পাদকীয়

## মর্যাদার লড়াই

পূর্বঘোষণা মতো বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আমেরিকা ঘোষিত নয়া বাণিজ্য শুল্ক। ৫০ শতাংশ শুল্ক (২৫ শতাংশ শুল্ক ও বারণ সত্ত্বেও রুশ তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানা) কার্যকর হতেই ভারতের শেয়ার বাজারে ধস নামে। টালমাটাল অবস্থা হয় ভারতীয় অর্থনীতির। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনারুপোর গয়না ও হিরে, চর্মজাত দ্রব্য ও জুতো, বস্ত্র, কার্পেট এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের শিল্পক্ষেত্র।

নিশ্চিতভাবে এই ক্ষতির আঁচ পড়বে সুরাট, মুম্বই, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা, নয়ডা-গুরুগ্রাম, শ্রীনগর, আগ্রা ও কানপুরে। কাজ হারাবেন ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ। ভারতীয় পণ্যের আমেরিকায় রপ্তানির বার্ষিক ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি একধাক্কায় বর্ধিত শুল্কের আওতায় চলে এল। ভারত ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে বলে দাবি করছে। জার্মান সংবাদপত্রের খবর, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু মোদি ফোনই ধরেননি।

ওয়াশিংটন অবশ্য এই খবরের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি। কিছুদিন আগেও ট্রাম্পকে 'প্রিয় বন্ধু' সম্বোধন করতেন মোদি। গত জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলেছে ভারতের। নয়াদিল্লির আশা ছিল, বাণিজ্য চুক্তি মাস কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষমেশ কিছুই হয়নি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের।

যেখানে মার্কিন শুল্কের হার কানাডার পণ্যের জন্য ৩৫, চিনের জন্য ৩৫, মেক্সিকোর ওপর ২৫, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ২০, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯, জাপান-ইইউয়ের ১৫, সেখানে ভারতীয় রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প যে যুক্তিই খাড়া করুন না কেন, ভারতের পণ্যে এত বিপুল শুল্ক বসানোর তেমন জোরালো কারণ নেই। রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে পুতিন সরকারকে ভারত অর্থ পাইয়ে দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচে সহায়তা করছে বলে অভিযোগটিই একমাত্র মার্কিন যুক্তি।

আমেরিকার অভিযোগটি সত্যি বলে ধরে নিলেও বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে। যেমন, (এক) চিন রাশিয়ার কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাহলে চিনের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব নরম কেন? (দুই) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এত বিদ্বেষ, অথচ পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের একেবারে গলায়-গলায় ভাব কেন? যখন পুতিন বলেন, ২০২২ সালে ট্রাম্প থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধই হত না, তখন ট্রাম্প আপ্লুত হন। এই দ্বিচারিতা কেন?

এরকম অনেক কেনরই কোনও উত্তর নেই। ট্রাম্প যে ভারতের প্রতি বৈষম্য করেছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও নিশ্চিত। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা যেমন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, তেমনি আমেরিকার আমদানিকারীরাও ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে এই ধাক্কা পুষিয়ে নিতে অন্তত চল্লিশটি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি।

চিনের সঙ্গেও মনোমালিন্য মিটিয়ে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা উঠে গিয়েছে। ভারতে তৈরি পণ্যকে উন্নতমানের করতে এবং বিশ্ববাজারে অন্যান্য দেশের পণ্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার দিকে নজর দেওয়ায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেমিকনডাক্টরের মতো শিল্পে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, ভারত-মার্কিন এই তিক্ততা সাময়িক। অচিরে সব কিছু স্বাভাবিক হবে। ভারত সরকারের অবশ্য দাবি, আলোচনার দরজা এখনও খোলা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, আপাতত ভারতের লড়াইটা মর্যাদার। পৃথিবীতে বহু দেশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া টিকে আছে, ভারতের মতো বড় দেশই বা পারবে না কেন?

## অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

## সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠক্রমে রদবদল

এনসিইআরটি স্কুল পাঠক্রমে দেশভাগের পিছনে কংগ্রেসকে দায়ী করে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন।

**সুমন্ত বাগচী**

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা' প্রদর্শনের সবচেয়ে সহজ জায়গা যদি হয় অসহায় দরিদ্র রিকশাওয়ালা বা নিরীহ বধূ, তাহলে যে কোনও নতুন সরকারের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি। এই পাঠক্রমকে কত বেশি সরকারের পক্ষে 'প্রচারক' হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরির জন্য বিভিন্ন 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা থাকলেও, বকলমে সরকারের ইচ্ছাই এইসব সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে এইসব সংস্থার নীতি-নির্ধারক পদ থেকে পুরোনো সরকারের ঘনিষ্ঠদের সরিয়ে নতুন সরকারের 'আস্থাভাজনদের' বসানো হয়। এরপর এই নতুন আস্থাভাজনরা সরকারের নির্দেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পালন করেন। হয়তো একটু সময় লাগে। কিন্তু সরাসরি সরকারকে দোষারোপ করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রম এই কাজে প্রথম পছন্দ। তারপর নজর পড়ে সাহিত্যের দিকে।

১৯৬১ সালে তৈরি এনসিইআরটি শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে এমনই একটি 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা। এদের তৈরি পাঠক্রম সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলি মেনে চলে। গোটা দেশে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে এনসিইআরটি একটি 'মডিউল' প্রকাশ করেছে। এতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রমে দেশভাগ সংক্রান্ত নতুন অধ্যায়ের সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। এই নতুন অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– দেশভাগ কোনও একজনের কাজ ছিল না। তিনটি শক্তি সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছিল। শক্তি তিনটি হল- মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি দেশভাগের কথা প্রচার করেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন- তাঁকে দেশভাগ সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কংগ্রেস- যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার বক্তব্য, 'আমরা তো তথ্য থেকে পালাতে পারব না। দেশভাগের সময় কারা নেতৃত্বে ছিলেন? মুসলিম লিগ আর জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস। দেশভাগের পক্ষে নেহরুর বক্তব্যও রয়েছে।' আর স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের আঁতাতের কারণে দেশভাগ হয়েছিল। আরএসএস দেশের পক্ষে বিপদ। ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভা প্রথমবার দেশভাগের ধারণার কথা প্রচার করেছিল। ১৯৪০ সালে জিন্না সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন বলে তারা জানিয়েছে।

তবে এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে এই দুই যুগকে ভারতীয় ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এশিয়ান মাইগ্রেশন থিওরিকে' বাদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে 'ঠান্ডাযুদ্ধ'র কোনও উল্লেখ নেই। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'–এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের মতে, দেশভাগ মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল। বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় সেভাবে দেশভাগ চায়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি সিটে জয়লাভ করে। সেই তুলনায় বর্তমান পাকিস্তানে মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতাদের হত্যার মাধ্যমে মুসলিম লিগ এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব কায়েম করে। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি এত বড় একটি দেশের আবির্ভাব রাজনৈতিক কারণেই চাননি। ভারতের স্বাধীনতার সময় ক্লিমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তিনিও এই ক্ষেত্রে চার্চিলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আনন্দবাবু মনে করেন, কংগ্রেসের আরও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অহেতুক তাড়াহুড়ো দেশভাগকে সহজ করেছে। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, কংগ্রেস বিভিন্ন মত, জাতি ও স্বার্থকে এক জায়গায় আনতে পারলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় যেদিন শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেন, সেই দিনই কংগ্রেস একটু একটু করে দেশভাগের দিকে এগিয়ে যায়। মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি বসু এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও মনে করেন, জিন্নাকে মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করা কংগ্রেসের একটি বড় ভুল ছিল। তবে কংগ্রেসের সময়ও পাঠক্রম কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। দীর্ঘ কংগ্রেস আমলে বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাস বইয়ে বিপ্লবীদের আরও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল বলে ইতিহাসবিদদের অনেকের মত।

> এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'–এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের রাজ্যেও পালাবদলের পরপরই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিদ্যালয় স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা হয়। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে একেবারে শেষে 'সিঙ্গুর আন্দোলন' নামে একটি অধ্যায়কে যুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাম আছে। কিন্তু সাতের দশকের সাড়া জাগানো নকশাল আন্দোলন স্থান পায়নি। আর বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে।

আনন্দবাবু আক্ষেপ করে বলছিলেন, ইউরোপের কোনও দেশে এরকম হয় না। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ইতিহাস বইয়ের 'ইতিহাস' বদলে ফেলা হয় না। সেখানে শক্তিশালী 'সিভিল সোসাইটি' আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার এত বছর পার করার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের শক্তিও বাড়ছে।

দেশভাগের মতো এত বড় ঘটনা যা তিনটি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরাসরি আঘাত করেছিল, তার বহুমাত্রিক প্রভাব কতদূর ছড়ানো থাকতে পারে তাই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, আগামীদিনেও হবে। কিন্তু ইতিহাসকে রাজনীতির নোংরা খেলায় ব্যবহারের এই রীতি স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্মের যে সমূহ ক্ষতি করছে, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আজকের প্রজন্মের সঠিক কোনও ইতিহাস-বোধ তৈরি হচ্ছে না। তাই ভারতের মতো এত বড় এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশের ভবিষ্যৎ একেবারেই উজ্জ্বল নয়। এই ট্র্যাজেডি দেশভাগ-ট্র্যাজেডি থেকে কোনও অংশে ছোট নয়। এভাবে 'ইতিহাস'কে আড়াল করলে তা ছোটদের সামনে দেশকে ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে না। আর এভাবে 'আড়াল' করার তো কোনও মানেও হয় না। সত্যিটা আসলে কী তা আজকাল জানার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই নেই। মাউসের এক ক্লিকেই তা মনিটরে হাজির বা আঙুলের ছোঁয়ায় মুঠোফোনের পর্দায়। বরং সত্যিটাকে আড়াল না করে 'সত্য'কে জানার সুযোগ করে দেওয়াটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যে কোনও সরকারের নিরপেক্ষতা সবার সামনে বজায় থাকে। আর এমন করা হলে সেই সরকারের বিষয়ে সবার শ্রদ্ধাটুকুও সমানভাবে বজায় থাকবে।

*(লেখক পেশায় শিক্ষক)*

## আজ

**১৯৭৬**

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

**১৯০৫**

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

অসমের মতো সংবেদনশীল রাজ্যে জমি হস্তান্তরের বিষয়টিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত। অসমের কেউ ভিনধর্মের কারও কাছে জমি বিক্রি করতে চাইলে গোটা প্রক্রিয়াটি সরকার খতিয়ে দেখবে। জমি বিক্রির ফলে এলাকার সংহতি থাকছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

**- হিমন্ত বিশ্বশর্মা**

## ভাইরাল/১

প্যারাগ্লাইডিং সঙ্গে মিউজিক পরিবেশন। এক ভারতীয় মহিলা ডিজের অসামান্য কীর্তি ভাইরাল। ভিডিওতে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে প্যারাগ্লাইডিং করতে করতে তাঁকে ডিজের লাইভ পারফরমেন্স করতে দেখা গিয়েছে।

## ভাইরাল/২

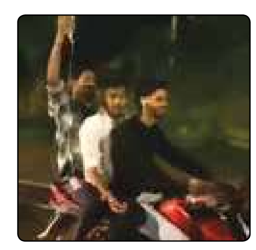

ইয়ে দোস্তি হাম নেহি...। তিন বন্ধুর এক হৃদয়গ্রাহী ভিডিও মন ছুঁয়েছে সবার। এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। সেখানে বেডে শুয়ে বোর হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা জানান বন্ধুদের। বাইকে মাঝে বসিয়ে হাতে স্যালাইনের বোতল নিয়ে বন্ধুরা তাঁকে ঘোরালেন।

## জনমন জনমত

### ছড়াক সচেতনতার আলো

২২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত বাণীব্রত চক্রবর্তীর 'স্কুল পালিয়ে আড্ডায়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে ভীত হয়ে আমার মতামত লিখছি।

আকাশ একটু একটু করে সাদা মেঘদের সঙ্গী করে আশমানি রংয়ে সাজতে শুরু করেছে। এই রকম মোহময়ী প্রকৃতির কোলে অনেকগুলো মন একসঙ্গে স্বাভাবিক আবেগে একত্রিত হয়ে গল্প করার নামই তো আড্ডা, যা আমাদের অন্যতম প্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়দের, ছোটদের নির্ভেজাল আড্ডা উধাও। যে আড্ডা পাশাপাশি বসে মনের খোরাক জোগাত, সেই আড্ডায় এখন পাশাপাশি বসলেও শোনা যায় মার মার, ধর ধর রব।

কেননা বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে গেম খেলছে, কে কাকে হারাবে! ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে আগামী প্রজন্ম। বিদ্যা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সততা শব্দগুলো ওদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ওদের মুঠোফোনের রঙিন ওয়ালপেপার থেকে চোখ ও মন ফিরিয়ে আনতে আমাদের মতো বড়দের একটা ভূমিকা নিতে হবে।

ওদের অবকাশ যাপন রঞ্জিত করতে হবে সংস্কৃতির পটভূমিতে।

সত্যিই একটা দুঃসময় চলছে। এই কঠিন সময়ে পড়ুয়াদের মূল্যবোধ জাগরণের শিক্ষা দিতে হবে। ওদের অন্তর্নিহিত জীবনচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির বীজমূলকে আমাদেরই প্রস্ফুটিত করতে হবে, কিছুটা ওদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েই। ওদের জীবনের মানেটা বোঝাতে হবে। তাহলেই আগামীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন না হয়ে, ওদের মন হয়ে উঠবে সচেতনতার স্বর্গপুরী - আর আমরা বড়রা ওদের জন্য রেখে যাব ওদের স্বপ্নের উপহার। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আগামী।

**শৌমিক চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।**

### ডাকঘরের অচলাবস্থায় হয়রানি

আজ প্রায় এক মাস হতে চলল ইসলামপুর শহরের প্রধান ডাকঘরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিদিন ডাকঘরে এসে সন্ধানপ্রার্থী মানুষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পার্সেল, স্পিড পোস্ট, পিএলআই সহ সব কাজ বন্ধ। এমনকি সব ধরনের অর্থ লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ডাকঘরে।

স্থানীয় মহকুমা আদালতের পার্শ্ববর্তী ডাকঘরটিও একই অবস্থার সম্মুখীন। শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই থেকে এই বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশজুড়ে পুরাতন বিদেশি কোম্পানি চালিত সফটওয়্যার পরিবর্তন করে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজ চলছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে এবং নতুনভাবে আবার কাজ কবে শুরু হবে সে ব্যাপারে সকলেই অজ্ঞাত। চাকরির নিয়োগপত্র বা মূল্যবান কোনও চিঠি ডাকযোগে পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পরিবর্তনের নামে এই দুর্ভোগ কতদিন সহ্য করতে হবে তা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় দপ্তরই বলতে পারবে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র।

**সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

## হাতুড়ে চিকিৎসার ডিজিটাল উত্তরণ!

সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। সাড়া দিয়ে অনেকে বিপদে পড়ছেন।

**তন্ময় দেব**

এআই।

মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিটি রবিবারের সকাল প্রায় একই রকম হয়। সকালে উঠে চা পান করে সোজা মাংসের দোকানে লাইন দেওয়া। তেমনই এক লাইনে দাঁড়িয়েছি, আমার ঠিক পেছনেই দুজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক গল্প করছেন। প্রথমজন বললেন, 'এই তোমার না কোলেস্টেরল, তা-ও পাঁঠা কিনতে এসেছ!', দ্বিতীয়জন গালভরা হাসি হেসে বললেন, 'হেঁহেঁ! পাঁঠা নয়, খাসি! আর চিন্তা কোরো না, এই তো হপ্তাখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ভোর ৫টায় উঠে খালি পেটে অমুক পাতার রস খেলে নাকি কোলেস্টেরল গায়েব! সেটাই খাচ্ছি এখন, বেশ ফুরফুরে লাগছে, তাই গিন্নি বলল, যাও আজ নাহয় খাসিই নিয়ে এসো!'

প্রথমজন যারপরনাই বিস্মিত আর সামান্য রোমাঞ্চিতও! উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, 'তাই নাকি? এই সুগার কমানোর কিছু রেমেডি আছে? ইনসুলিনের ইনজেকশনের পেছনে গাঁটের কড়ি খরচ করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবার জোগাড়!' দ্বিতীয়জন নিজেকে ধন্বন্তরির সমকক্ষ মনে করতে করতে বললেন, 'আছে মানে, ভূরিভূরি, কত লাগে তোমার? দাঁড়াও এখনই তোমায় লিংকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি।'

তো এই হচ্ছে বর্তমান জনসমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি দৃশ্যকল্প, যেখানে আমরা সবাই ডাক্তার আমাদেরই রোগের রাজত্বে! আর হবে নাই বা কেন? এত টাকা ভিজিট গুনে যখন দিনের পর দিন রোগ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না, ওষুধের বিল দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন মানুষও বিকল্প রাস্তা খুঁজে বেড়ায় আর ঠিক এই জায়গাতেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নিজে নিজে চিকিৎসা করার প্রবণতা যাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া।

আগে এবং এখনও, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন স্বঘোষিত ডাক্তাররা বসতেন ও বসেন। যাঁদের আমরা হাতুড়ে বলে চিনি। তাঁরা সর্দিকাশি থেকে শুরু করে শল্য চিকিৎসা, সবেতেই নিজেদের বিদ্যা জাহিরে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঠিক পড়াশোনা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা না থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমনকি রোগীর প্রাণসংশয়ও ঘটত। তবুও মানুষ তাঁদের কাছে আসতেন ও এখনও আসেন, কারণ গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কিত কালচারের আনাগোনা হয়েছে। মানুষজন পুষ্টিবিদের কাছে না গিয়ে ভিডিও দেখে ডায়েট করছেন, ওজন কমাচ্ছেন, বাড়াচ্ছেন। মানলাম কোনও জিনিস বিনামূল্যে পেলে আমরা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মাতামাতি করি কিন্তু তা বলে কি একবারও যাচাই করে নেব না যিনি ভিডিওটিতে এই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছেন তার যোগ্যতা কী? তিনি আদৌ যথাযথ পড়াশোনা করে এসেছেন কি না, নাকি ডিজিটাল জগৎকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের অনুভূতিকে ব্যবহার করে দু'পয়সা কামানোর ধান্দায় আছেন।

আগে যেমন সাপে কামড়ালে মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে যেত, যার ফল হত ভয়ানক, তেমনি এই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পাওয়া বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেও অজস্র দুর্ঘটনা ঘটছে, সুস্থ মানুষ অযথা জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন। সুস্থ থাকতে কে না চায়, কিন্তু তা বলে নিজে নিজে ডাক্তারি করে নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে, তার ওপর ভরসা রাখা উচিত এবং কোভিডের মতো অতিমারির পর হওয়া উচিত আরও বেশি সতর্ক।

*(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩০

**পাশাপাশি** : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। নীচের দিকে বা ঝুঁকে পড়া ৫। পাড়ার সরু রাস্তা ৬। ছোট জলযান ৮। শিশুর দেহে জন্মদাগ ১০। খবর পাঠানো বা সংবাদ দেওয়া ১২। গেঁজে ওঠা বা উদ্দীপনা ১৪। লতানো গাছের অগ্রভাগ ১৫। মূর্খ অথবা কাঁঠাল ১৬। চুলবুল পাণ্ডেকে নিয়ে বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা।

**উপর-নীচ** : ১। মোগল সম্রাট শাহজাহানের বেগম ২। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার বিখ্যাত গাড়ি ৪। বকাঝকা বা চোটপাট করা ৭। মোবাইল ফোনের প্রাণভোমরা ৯। কেউটে বা গোখরো সাপ ১০। স্তূপাকৃতি জিনিস বা পরিমাণে অনেক ১১। মণ্ডপের আলোকসজ্জা ১৩। বেতন বা সারা মাসের মাইনে।

**সমাধান ■ ৪২২৯**

**পাশাপাশি** : ১। বিস্ফার ৩। পর্যাবৃত্তি ৪। সায়রা ৫। শবদেহ ৭। কদু ১০। তাগা ১২। অড়হর ১৪। কুহর ১৫। ধমকানো ১৬। তাড়ন।

**উপর-নীচ** : ১। বিভীতক ২। রসাম্ল ৩। পরাশর ৬। দেবতা ৮। দুদ্দাড় ৯। ঘরকুনো ১১। গাত্রোত্থান ১৩। সরতা।

## বিন্দুবিসর্গ

## দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত : রিপোর্ট

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর একটি রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতের জিডিপি হল ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানকে টপকে এখন ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। প্রথম তিনে রয়েছে আমেরিকা, চিন এবং জার্মানি। সম্প্রতি ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল ২০২৭-এর মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে। তখন জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় হবে ভারত। তার ১১ বছরের মধ্যেই দেশ দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে পারে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

## ভিক্ষাবৃত্তিতে না মিজোরামে

**আইজল, ২৮ অগাস্ট :** ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়ে গেল মিজোরামে। বুধবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে লালডুহোমার সরকার। বুধবার রাজ্যের সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী লালরিনপুই ওই বিলটি পেশ করে জানান, নতুন আইনে শুধু ভিক্ষাবৃত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নয়, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্তও করার কথা বলা আছে। বিরোধীরা অবশ্য এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিরোধী এমএনএফ মনে করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা কোনও সমাধান নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমার বক্তব্য, আমরা গরিবির অপরাধীকরণ করতে চাই না। বরং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে চাই। আমরা চার্চ এবং এনজিওগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিজোরামকে ভিক্ষুকমুক্ত করার পাশাপাশি যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, আইজলে ৩০ জনেরও বেশি ভিক্ষুক আছেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, সাইরাং রেলস্টেশন চালু হয়ে গেলে ভিক্ষুকদের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাঁদের অনেকেই বাইরের রাজ্যের বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামলাতে তাই নতুন আইন আনল রাজ্য সরকার। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাইরাং-সিহুমুই রেললাইনের সূচনা করবেন।

## ধরা দিলেন ৩০ মাওবাদী

**রায়পুর, ২৮ অগাস্ট :** মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছে ছত্তিশগড় সরকার। তাতে ফলও মিলেছে। এবার বিজাপুর জেলার বস্তার অঞ্চলে ৩০ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। বুধবার সরকারি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

হিংসার পথ ছেড়ে মাওবাদীদের সাধারণ জীবনে প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত মাওবাদীদের সবচেয়ে বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণের মধ্যে এটি অন্যতম। ছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতি, নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতা ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে এটা সম্ভব হল।' গত সপ্তাহে বস্তারেরই দুই মহিলা সহ আট মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে। তাদের মাথার মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

## শেয়ার বাজার নিম্নমুখী

**মুম্বই, ২৮ অগাস্ট :** ট্রাম্পের শুল্কের ধাক্কায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০৫.৯৭ পয়েন্ট নেমে ৮০০৮০.৫৭ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২১১.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৫০০.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

## কিভে রুশ হামলা, মৃত ১৪

**কিভ, ২৮ অগাস্ট :** ফের কিভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ৪৮। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, 'রাশিয়া আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক মিসাইলকেই বেছে নিল। আমি চাই বিশ্বের প্রতিটা দেশ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। শান্তির আহ্বান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অধিকাংশই নীরব রয়েছে।'

*অতিবৃষ্টিতে জলবন্দি উজ্জয়িনীর মন্দিরগুলিও। চলছে দুর্গতদের উদ্ধারের কাজ। বৃহস্পতিবার।*

# বৈষ্ণোযাত্রায় বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের

**শ্রীনগর, ২৮ অগাস্ট :** আবহাওয়া খারাপ ছিলই। সতর্কবার্তাও ছিল। তাও কেন পদক্ষেপ করল না প্রশাসন? বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে আগের দিনই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। এবার সেই একই প্রশ্ন শোনা গেল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার মুখেও। তাঁর একটাই বক্তব্য, 'সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বন্ধ হল না যাত্রা! তাহলে তো এত মানুষের প্রাণহানি হত না।' গত দু'দিনে বৈষ্ণোদেবীর পথে মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের।

গত কয়েক মাসে কাশ্মীরে একাধিক বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম থেকেই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর ছিল ওমরের। কিন্তু বৈষ্ণোদেবীতে বহু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। কেন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আটকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা? কেন সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, 'যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না? এতগুলি অমূল্য প্রাণ চলে গেল। এ নিয়ে প্রশাসনকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওমর জানান, খুব বাঁচোয়া যে, আরও এক-দেড় দিন বৃষ্টি হয়নি। হলে ২০১৪ সালের মতো বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারত। তিনি বলেন, 'এখন জল নামতে শুরু করেছে, তবে আমাদের বুঝতে হবে ২০১৪ সালের পর আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতে যদি এমন হয়, তবে চারদিন হলে অবস্থা কী হত!'

এদিকে সামরোলি এলাকায় রাস্তার দুটি অংশ ভেঙে পড়ায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) দ্বিতীয় দিনেও বন্ধ রয়েছে। জহলম নদীর জলস্তর কিছুটা কমলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

> যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না?
>
> **ওমর আবদুল্লা**

অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সব ধরনের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী জানান, বন্যায় ৯৬টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে, প্রায় ৪৯৫টি ঘরবাড়ি, ১৬টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটকে পড়া ২৭ জনকে ভারতীয় সেনা সফলভাবে উদ্ধার করেছে। হিমাচলপ্রদেশে লাগাতার বৃষ্টিতে মানালি যাওয়ার প্রধান সড়ক ভেঙে পড়েছে। চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কের কুলু অঞ্চলের টোলপ্লাজা তলিয়ে গিয়েছে বিপাশা নদীতে। টানা তৃতীয় দিন আটকে রয়েছে শতাধিক ট্রাক ও গাড়ি। একাধিক জায়গায় ভূমিধস ও সড়ক ভেঙে যাওয়ায় রাস্তা খরস্রোতা নদীর চেহারা নিয়েছে।

ইরাবতী নদীতে হঠাৎ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাংরা ও চাম্বা জেলায় বাড়িঘর, স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন, দোকানপাট, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সেতু পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। চাম্বায় পৃথক ভূমিধসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন গুরুতর জখম। সরকারি হিসাবে, চলতি বছর জুনের পর থেকে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় হিমাচলপ্রদেশে অন্তত ১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ৩৮ জন।

**ভূস্বর্গে সর্বনাশ।।** *তাওয়াই নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন আশ্রয়ের পাশে গৃহকর্তা। বৃহস্পতিবার জম্মুতে।*

# ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে সায় নেই ডেমোক্র্যাটদের

**ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট :** 'বাবু' বলার পর গলা মিলিয়ে ভারতকে বার্তা দিতে আওয়াজ দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিষদরাও। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট সতর্ক করে বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে না পারলে ভারতকে উচ্চ শুল্কের বোঝা বহন করতেই হবে। তিনি জানান, ভারত তার বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য না খুললে ট্রাম্প প্রশাসনও নরম হবে না।

বাণিজ্য আলোচনাকে 'জটিল প্রক্রিয়া' বলে উল্লেখ করে হাসেট বলেন, 'মার্কিন শুল্কনীতি কেবল যে ভারতের জন্য তা নয়, এটা রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্যও বটে। যদি ভারত না নড়ে, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও নড়বেন না। এটা এক ধরনের 'ম্যারাথন দৌড়', যেখানে উত্থান-পতন মেনে নিতে হয়।'

একই দিনে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম মে বা জুনে সমঝোতা হবে। কিন্তু ভারত সহযোগিতায় অনীহা দেখিয়েছে।' যদিও তাঁর আশা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ও সবচেয়ে বড় অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের নীতির সঙ্গে একমত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কৃষক ও দেশের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।'

অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে খুশি নন মার্কিন ডেমোক্র্যাটরা। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখিত বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, 'প্রেসিডেন্ট কেবল ভারতকে নিশানা করছেন, অথচ রাশিয়া থেকে আরও বেশি তেল আমদানি করা চিন সম্পর্কে তাঁর মুখে রা নেই। চিনকে শাস্তি দিতে ট্রাম্পের হাত কিন্তু উঠছে না। এই দুমুখো নীতির জেরে গত দু'দশকে যে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নষ্ট হতে বাধ্য।'

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্র্যাটরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত শুধু ভারতকেই নয়, মার্কিন নাগরিকদেরও ক্ষতি করছে। পোশাক, জুতো, আসবাবপত্র, গয়না ইত্যাদি নানাবিধ ভারতীয় পণ্য তাঁদের এখন থেকে বেশি দামে কিনতে হবে।'

# আগামী সপ্তাহে জিনপিং, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক মোদির

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর শুল্কনীতির জেরে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে নজর দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিয়ানজেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই বৈঠকের ফাঁকে ৩১ অগাস্ট চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ১ সেপ্টেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন মোদি। এই দুটি বৈঠক ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। গতবছর রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে জিনপিং এবং পুতিনের সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল মোদিকে। এদিকে এসসিও বৈঠকে যোগদানের আগে জাপানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৯-৩০ অগাস্ট দু-দিনের সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বুধবার থেকে ভারতের বস্ত্র, ইস্পাত, কৃষিপণ্য সহ একাধিক দ্রব্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তার জেরে ভারতের ওই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবিলম্বে আমেরিকার বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টাও চলছে। এই পরিস্থিতিতে জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক ত্রিদেশীয় সম্পর্ককে কোন খাতে বয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে নজর রাখছে কূটনীতিক মহল। মোদি-জিনপিং বৈঠক নিঃসন্দেহে দুই দেশের টালমাটাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হতে পারে। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে গত পাঁচবছরে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই দেশের সম্পর্কে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। মোদি শেষবার চিনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালে।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির বিরোধ বাড়লেও নয়াদিল্লি-মস্কো বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরেনি। মূলত রুশ তেল এবং অস্ত্র কেনার কারণেই মোদি সরকারের ওপর গোসা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাই শুধু মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসা নয়, ত্রিদেশীয় বৈঠকের চিন্তাভাবনাও চলছে মস্কো প্রশাসনের অন্দরে।

# রাহুলের মঞ্চে কুকথা, ক্ষোভ পদ্মে

**পাটনা, ২৮ অগাস্ট :** ভোট চুরির স্লোগান তুলে বিহার দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ভোটার অধিকার যাত্রা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। কিন্তু রাহুলের জনসভা থেকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলা হয়েছে, তাতে ভোটার অধিকার যাত্রার সাফল্যে কালির ছিটে লেগেছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দ্বারভাঙায় রাহুলের জনসভার পর ওই মঞ্চ থেকে মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেইসময় অবশ্য রাহুল বা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব কেউই মঞ্চে ছিলেন না। তবে মঞ্চে তাঁদের ছবি ছিল।

কংগ্রেস কর্মীরা যে নেতার নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন স্থানীয় নেতা নৌসাদ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাহুলকে নিশানা করেছে বিজেপি। দলের নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা সম্পর্কে যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। এটা সারাদেশের কাছেই লজ্জার মুহূর্ত।' বিজেপি মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'এক গরিব বাবার ছেলে, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এটা রাহুল গান্ধি সহ্য করতে পারছেন না।'

বিতর্কের জেরে যে নেতার নামে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই নৌসাদ বলেন, 'আমি দিল্লিতে দু'বার ভোটে লড়েছি। ২০ বছর ধরে আমি দলের কর্মী। আমরা এমনটা করতেই পারি না। তবুও আমি ক্ষমা চাইছি। যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের ভাষা কখনও বরদাস্ত করেন না। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে সীতামারিতে এবং বিকালে মোতিহারিতে ভোটার অধিকার যাত্রা করেন রাহুল, তেজস্বীরা। এই কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল।

## চারতলা বাড়ি ধসে মৃত ১৭

**মুম্বই, ২৮ অগাস্ট :** মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ভিরারে একটি চারতলা বাড়ির পিছনের অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় অন্ততপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মাঝরাতের ঘটনায় আহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ন'জনকে। চিকিৎসা চলছে দু'জনের।

পুলিশ বাড়ির নির্মাতা তথা প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পুরনিগমের অনুমোদন ছাড়াই তিনি জমি ব্যবহার ও বহুতলটি নির্মাণ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় চারতলা বাড়িটির একটি অংশে এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ঘটনার সময় ৩০ জন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স হ্যান্ডেলে আর্থিক সাহায্য ঘোষণার সঙ্গে ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# সংঘ-বিজেপির মধ্যে মনভেদ নেই : ভাগবত

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** মোদি সরকারের সঙ্গে আরএসএসের ঝগড়ার কথা মানতে নারাজ সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর দাবি, সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনওপ্রকার ঝগড়া নেই। সংঘের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভাগবত। সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে আরএসএসের সমন্বয়ের ব্যাপারে বলেন, 'কোথাও কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু সব ব্যাপারে একমত হওয়াটাও তো সম্ভব নয়। আমরা সবসময় পরস্পরকে বিশ্বাস করি। আমি ৫০ বছর ধরে শাখা চালাচ্ছি। কেউ যদি কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে আমি তা শুনব। কিন্তু দেশ চালাচ্ছে দল। ওরা ওই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমরা নই।' তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। কিন্তু মনভেদ নেই।' রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যে সংঘের সুষ্ঠু সমন্বয় আছে, সেকথা জানাতে ভোলেননি ভাগবত।

শুধু মোদি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নয়, দেশের স্বার্থে তিন সন্তান নীতির কথাও শোনা গিয়েছে মোহন ভাগবতের মুখে। তাঁর সওয়াল, 'প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি সন্তান থাকা উচিত।' সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'দেশীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও পড়তে হবে, এতে

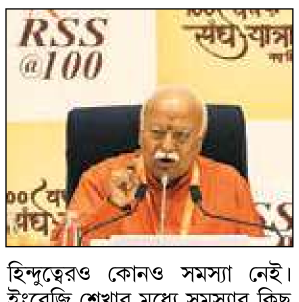



হিন্দুত্বেরও কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজি শেখার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। এটা তো একধরনের ভাষা মাত্র। শুধু ব্রিটিশদের অন্ধভাবে নকল না করলেই হয়।'

গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই সংঘ-বিজেপি সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সেসময় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা বড় হয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের আর আরএসএসকে প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাগপুরে গিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে হাঁটেন। যদিও তারপর ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার ভাগবত বার্তার মধ্যেও মোদিকে নিশানা করেছিলেন তিনি। এদিন সেই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'আমি নিজে অবসর নেব বা অন্য কেউ অবসর নেবে এমন কোনও কথা আমি বলিনি। সংঘে এমন কথা বলার অধিকারও আমার নেই। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংঘ নেবে।' তাঁর সংযোজন, 'এই সভাকক্ষে সরসংঘচালক হওয়ার মতো আরও অন্তত ১০ জন বসে আছেন। তাঁরা খুবই ব্যস্ত। আমি অবসর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে সংঘ চাইলে আমি আরও কাজ করব।'

বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উভয় শিবিরের টানাপোড়েন চলছে। তাই এখনও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। এই ব্যাপারে ভাগবতের মন্তব্য, 'আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে কি এত দেরি হত? ওরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিক। আরএসএস শুধু পরামর্শ দেয়। কিন্তু কখনও বিজেপির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না।'

## মার্কিন সিদ্ধান্তে সমালোচনা রাজনের

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতি বা বাণিজ্য নয়, এর বাইরেও বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজন বলেন, ট্রাম্পের মনে হয়েছে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতির সমাধান হল শুল্ক বৃদ্ধি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন শুল্ক হার কম থাকায় বিভিন্ন পণ্য কম দামে পাচ্ছিলেন মার্কিন নাগরিকরা। তিনি আরও বলেন, ১৯৮০ থেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে সহজে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। এতে রাজস্ব সাময়িকভাবে বাড়বেও। পরিবর্তে তিনি মার্কিন নাগরিকদের কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের ওপর প্রাথমিক ট্যারিফ ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে। বাকি ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। তুরস্ক, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে তেল,গ্যাস কিনলেও তাদের ক্ষেত্রে এই জরিমানা করা হয়নি।

## 'পুশব্যাক'-এ কড়া বিএসএফ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** ভারতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করে পদ্মাপারে ফেরত পাঠাতে মরিয়া কেন্দ্র। বিএসএফের দাবি, ভারত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চায়, যদিও বিজিবি বারবার তা অস্বীকার করছে। এটি অন্যায় এবং 'পুশব্যাক' প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া যাবে না।

ঢাকায় বিএসএফ-বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে বিএসএফ ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী নিজেই এই দাবি উত্থাপন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ২৫-২৮ অগাস্ট অনুষ্ঠিত চারদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় নাগরিক ও সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন '২৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন।

# হামলার নেপথ্যে ডোনাল্ড বিরোধিতা

**ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট :** আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে বুধবার যে রূপান্তরকামী তরুণ (২৩) হামলা চালিয়েছিল, তার নাম রবিন ওয়েস্টম্যান। ওই হামলায় দুই পড়ুয়া নিহত হয়। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে ফেললে ওয়েস্টম্যান গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। তার হেপাজতে থাকা একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হামলাকারীর অস্ত্রগুলিতে লেখা ছিল, কিল ডোনাল্ড ট্রাম্প, নিউক ইন্ডিয়া, ইজরায়েল মাস্ট ফল ইত্যাদি স্লোগান। 'রবিন ডব্লিউ. বথ' নামে তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে অস্ত্রভাণ্ডার ছাড়াও গুলিভর্তি ম্যাগাজিন এবং একটি চিঠি মিলেছে। চিঠিতে সে পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

ভিডিওতে আরও পাওয়া যায় পূর্ববর্তী স্কুল-হামলাকারীদের নাম ও সাইরিলিক ভাষায় লেখা নোটবুক। ভিডিওতে হামলাকারীদের সম্পর্কে

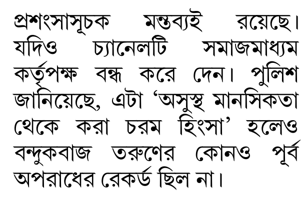

প্রশংসাসূচক মন্তব্যই রয়েছে। যদিও চ্যানেলটি সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এটা 'অসুস্থ মানসিকতা থেকে করা চরম হিংসা' হলেও বন্দুকবাজ তরুণের কোনও পূর্ব অপরাধের রেকর্ড ছিল না।

# নারী সুরক্ষায় পিছিয়ে কলকাতা

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** নারী নিরাপত্তায় কলকাতা একেবারেই নিরাপদ নয়। দেশের মধ্যে নিরাপদ নয় এমন শহরগুলির তালিকায় একেবারে শেষে কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, রয়েছে দিল্লিও। পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদও একই শ্রেণিতে। অন্যদিকে নিরাপদতম শহর হয়েছে কোহিমা, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম ও মুম্বই। ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন উওম্যানস সেফটির সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার।

দেশের উল্লেখযোগ্য ৩১টি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। ১২,৭৭০ জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। নিরাপত্তার মাপকাঠিতে বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি

**নিরাপদ নয় রাজধানী নয়া দিল্লিও**

হল অনেক ওপরে, ওপরে, মোটামুটি নিরাপদ, নিরাপদ নয়, অতি খারাপ। সমীক্ষায় রয়েছে কোহিমা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি শহর। লিঙ্গসমতা, নাগরিক সচেতনতা, পুলিশি ব্যবস্থা, মহিলাদের আনন্দে থাকার মতো পরিকাঠামো রয়েছে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে। এককথায় শহরগুলি নারীবান্ধব।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংস্কৃতির শহর হলেও কলকাতার পরিকাঠামো হতদরিদ্র। সেইসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, দুর্বল সরকারি ব্যবস্থা, দায়িত্ববোধের অভাবের কথা উঠে এসেছে। শহরের ৪০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। বিশেষ করে রাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ শতাংশ মেয়েরা দিনের বেলায় নিরাপদ বোধ করলেও রাত নিয়ে তাঁদের মনোভাব সম্পূর্ণ উলটো। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের কথা অর্ধেক মহিলাই জানেন না।

রিপোর্টটি প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকার বলেছেন, মেয়েদের নিরাপত্তা শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ। তাঁদের স্বাধীনভাবে বিচরণও বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত।

# বাংলাতেও সম্ভব ইউপিএসসি

## প্রেরণা দিলেন অভিজিৎ

কখনও তিনি সাংবাদিক, কখনও পোস্ট মাস্টার। কখনও সামলেছেন আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পদ। নিজগুণে নজর কেড়েছেন রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টেও। এবার আইআইএস। এই সাফল্যের দোসর ছিল কঠোর পরিশ্রম। এককথায় তাঁর গল্পটা 'ইন্টারেস্টিং'। তানিয়া চৌধুরীকে সেই গল্পই শোনালেন আর বর্তমান প্রজন্মের জন্য দিলেন লক্ষ্যপূরণের টিপস মালদার সাট্টারির **অভিজিৎ চৌধুরী**

গ্রামের স্কুল থেকে পড়াশোনায় হাতেখড়ি। মোথাবাড়ি হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর শহরে এসে গৌড় কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগে স্নাতক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। চলছে পিএইচডির কাজও। একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিকও ছিলেন। 'কেমন ছিল জার্নিটা?' প্রথমে দীর্ঘশ্বাস। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেছি। ২০১৩ সালে বাবা চলে গেলেন। তারপর থেকেই মরিয়া চেষ্টা। একসময় এসে জানার আগ্রহটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটাই বোধহয় প্লাস পয়েন্ট।'

মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লিতে বাড়ির আলমারিভর্তি মোমেন্টো আর মেডেল। কোনওটা আবার বইয়ে ঠাসা। বিষয়ভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে উপন্যাস, গল্প, কবিতার কালেকশনও। 'অনেক ছাত্র ও অভিভাবকের ধারণা, সিলেবাসের বাইরের বই মানেই সময় নষ্ট।' কথা শেষ

হওয়ার আগেই ইউপিএসসি জয়ীর ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি, 'জীবনটাকে রঙিন করতে গল্প, কবিতার দরকার আছে বৈকি। এসব না পড়লে বাচ্চাদের নৈতিক জ্ঞান তৈরি হবে না। ভিত শক্ত হবে না। তাই জীবনে বইপড়া, খেলাধুলো করা, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো-সব প্রয়োজন। নইলে তো সবাই যন্ত্র হয়ে পড়বে।'

'রেলওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলানো, পিএইচডি-এতকিছু করে সময় বের করা তো খুব কঠিন। সেক্ষেত্রে কীভাবে ম্যানেজ করলেন?' অভিজিতের বক্তব্য, 'আমি দশটা থেকে ছ'টা ডিউটি করে ইউপিএসসি ক্র্যাক করেছি। বরাবরই পড়াশোনা ও চাকরি একসঙ্গে করেছি। আসলে আমি হার্ড নয়, স্মার্টওয়ার্কে বিশ্বাসী।' বর্তমানে আসানসোলে কর্মরত তিনি। প্রতি উইক এন্ডে মালদার বাড়ি আসেন। স্ত্রী ও একরত্তি আত্মজাকে সময় দেন। তাই তাঁর জীবনে ব্যালেন্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'কিন্তু স্মার্ট ওয়ার্ক কীভাবে করবে বাচ্চারা?' তরুণের বক্তব্য, 'সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অ্যানালিটিকাল বিষয় দেখতে হবে। বিভিন্ন ক্লাস শুনতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশি দরকার ভয়টা দূর করা।'

'কিন্তু বড় কোনও পরীক্ষার আগে ভয় তো করবেই। সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

একটু চুপচাপ তিনি। বললেন, 'ভাষা নিয়ে ভীতি থাকে। তাছাড়া ইউপিএসসি মানে কিন্তু শুধু ইংরেজি আর হিন্দি নয়। বাংলাতেও পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইন্টারভিউতে ট্রান্সলেটার থাকে।'

'একেই সরকারি চাকরির অবস্থা শোচনীয়, তারপরেও তিন-তিনটে চাকরি। কীভাবে এগোলে আসেসাফল্য?' সাফ কথায় উত্তর, 'কোনও পথই সহজ নয়। তার জন্য দরকার ইচ্ছেশক্তি। প্রথমে জানতে হবে, কীভাবে এগোব। তাহলেই কাজটা অনেক সরল হয়ে যায়।'

শুধু নিজেকে নয়, অভিজিৎ সমস্ত শিক্ষিত ছেলে-মেয়েকে সাফল্যের চূড়ায় দেখতে চান। গাইড করেন সর্বতোভাবে। এ যুগে যা বেমামানই নয়, আশ্চর্যও। আপাদমস্তক শান্ত। কথাবার্তায় উত্তেজনা নেই। ঠান্ডা মাথায় সামলান সব দায়িত্ব। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী তো বটেই, একজন ছেলে, স্বামী ও বাবার ভূমিকাতেও এতটুকু ভান নেই। আপাতত একটাই কাজ বাকি। ছোট্ট অদ্বিতাকে আদর্শ মানুষ করা। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে মালদার এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

# স্বপ্নতোরণ দিয়ে গড়া 'মায়াপথ'

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বরকইল উচ্চবিদ্যালয়ের এবছর ৭৫ তম বর্ষ। 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি' উপলক্ষ্যে শুরু হয়েছে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি। শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং শ্রদ্ধার বুননে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বিদ্যালয়টি, যার অন্যতম 'মায়াপথ'।

বিদ্যালয়ের মূল ফটক অর্থাৎ ঠাকুরপুরা-ত্রিমোহিনী পাকা রাস্তা প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে জল জমার কারণে বর্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের চরম অসুবিধা হত। পাকা রাস্তা উচ্চতায় বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যালয় চত্বর নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিসেবে এই রাস্তা নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ পর্যন্ত ১১৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৫ ফুট প্রস্থের একটি কংক্রিট পথ নির্মাণ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা মায়া সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও তাঁর অবদানের স্মরণে এই পথের নামকরণ করা হয়েছে 'মায়াপথ'। এই পথের সূচনাবিন্দুতে রয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন প্রবেশদ্বার 'স্বপ্নতোরণ', যা দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা বুকভরা আশা ও অনুরাগ নিয়ে বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধানে।' বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি পলাশচন্দ্র মণ্ডল আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন রাস্তাটির উদ্বোধন করেন।

শুধু 'মায়াপথ' নয়, বিদ্যালয় চত্বরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কৃতজ্ঞতার নানা স্মারক। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের নামে নামকরণ করা হয়েছে 'মানিকমঞ্চ', শিক্ষকদের স্মরণে 'সুদর্শন উদ্যান', 'আনন্দ কক্ষ', 'পবিত্রাঙ্গন' ইত্যাদি নানা প্রাঙ্গণ। এই উদ্যোগ শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, এক অনন্য সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ— যেখানে শ্রদ্ধা, স্মৃতি ও স্বপ্ন একসঙ্গে পথ রচনা করে।

# বিজ্ঞানমঞ্চের অরণ্য সপ্তাহ

অরিন্দম বাগ

সম্প্রতি অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন শেষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা শাখা শহরের বিজ্ঞানভবনে জেলাভিত্তিক নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন শেষে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস জানান, 'গত ৫ জুন থেকে ১৭টি বিজ্ঞানকেন্দ্রে পরিবেশ ও অরণ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলির প্রতিযোগিতা শেষে রবিবার জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ১২২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে কৃতি

ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। নতুন প্রজন্মকে গাছ লাগাতে উৎসাহী করতে আমরা সকল ছাত্রছাত্রীদের হাতে চারাগাছও তুলে দিয়েছি।'

ওয়ার্কশপ

# স্কুলে লিঙ্গবৈষম্যের পাঠ দিল মেঘনাদ সাহা কলেজ

সুকুমার বাড়ই

ইটাহারের ড. মেঘনাদ সাহা কলেজের ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কলেজের জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কমিটির উদ্যোগে হয়ে গেল একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি। স্থানীয় শিবরামপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঞ্চালিকা অধ্যাপিকা পিয়ালি রায়। অধ্যাপিকা ড. সঞ্চয়িতা পাল চক্রবর্তী লিঙ্গবৈষম্য ও ঋতুচক্রের মতো প্রচলিত ট্যাবু নিয়ে আলোচনা

করেন। শিক্ষার্থীদের আন্তরিক আগ্রহ ও প্রশ্নোত্তরে প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়। পরবর্তী পর্বে অধ্যাপিকা ড. আইরিন শবনম পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব, পুরুষ ও নারীর ভূমিকার অমিল এবং সামাজিক কাঠামোর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সবশেষে উপকমিটির আহ্বায়িকা শিক্ষাকর্মী ড. সুতপা ঘোষ বাল্যবিবাহ, নারী পাচার এবং গার্হস্থ্য হিংসার নানা দিক এবং সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে জানান। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়, এইসব সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় সচেতনতা ও আইনি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতটা গভীর।

পড়ুয়া সাবিনা ইয়াসমিনের কথায়, 'আমরা অনেক কিছুই আগে জানতাম না। এই সচেতনতামূলক আলোচনা থেকে অনেকগুলো নতুন বিষয় জানলাম, যা আমাদের আগামী জীবনে কাজে লাগবে।'

# অঙ্ক মোটেই কঠিন নয়

শিশুদের গণিত ভীতি দূর করতে এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যামন্দিরের (ইংরেজি মাধ্যম) গণিত-বিজ্ঞান মেলা এবার ২৩ তম বর্ষে পা রাখল। প্রায় ২০০ পড়ুয়া গণিত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।

হেমতাবাদ সারদা শিশুতীর্থের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে হয়ে গেল গণিত-বিজ্ঞান ও শিশু মেলা। পাশাপাশি অরুণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি শিশুমেলার আয়োজন করা হয়।

হেমতাবাদের পাশাপাশি রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর ও রূপাহার তুলসীতলা সারদা বিদ্যামন্দিরের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা গণিত-বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেয়। ব্লক থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিশেষ স্থানাধিকারীরা অংশ নেবে।

হেমতাবাদ সারদা বিদ্যামন্দিরে বিজ্ঞান-গণিত মেলায় পড়ুয়ারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মডেল তৈরি করে বাস্তব ব্যবহার তুলে ধরে। পাশাপাশি তারা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিদ্যামন্দিরের প্রধান আচার্য বিমল দাস বলেন, 'পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। প্রথম স্থানাধিকারীরা জেলাস্তরে অংশ নেবে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে ও নর্থ বেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলিতে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। রামপুর ইন্দিরা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর গাড়িটি পৌঁছলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

কুশমন্ডি সারদা শিশু মন্দিরের গণিত মেলা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ২০০ পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। গণিত মেলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের তৈরি বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ছিল সকলের জন্য উপভোগ্য। বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য বিজয় সিং জানান, 'অভিভাবকরাও এই বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেন। শিশুমনে গণিত ভীতি দূর করতে বালুরঘাটের সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরে প্রতিযোগিতামূলক গণিতমেলায় উপচে পড়ল ভিড়। গণিত যে শুধুমাত্র একটি পাঠ্য বিষয় নয়, বরং এক আনন্দদায়ক বুদ্ধিচর্চার মাধ্যম — তা প্রমাণ করল সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দির। খুদে পড়ুয়াদের এই গণিত মেলায় ছিল উৎসাহ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও শিক্ষামূলক আনন্দ। বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য উত্তমকুমার সরকার জানিয়েছেন, 'ছোট থেকেই গণিতের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা প্রয়োজন। গণিতমেলা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয় — এটি শিক্ষণকে আনন্দদায়ক করে তোলে। এমন আয়োজন

শিক্ষার্থীদের চিন্তন ক্ষমতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস।'

প্রতিযোগিতায় শিশু বিভাগে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া এবং বালক বিভাগে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির প্রায় ১০০ পড়ুয়া এবং বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়, সংখ্যা জাদু এবং গণিত-নির্ভর মডেল উপস্থাপন করে ছাত্রছাত্রীরা। দলগত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও গাণিতিক চিত্রাঙ্কন ছিল অন্যতম আকর্ষণ। বিকাল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় বিচারকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেরা অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত শিক্ষক, অভিভাবক এবং অতিথিরা এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। বিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এমন শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল আয়োজন নিয়মিত করা হবে।

বিদ্যাভারতী পরিচালিত গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরের তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৮০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে হয়ে গেল বিজ্ঞান মেলা ২০২৫ । এই বিজ্ঞান মেলায় বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনী, চার্ট বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের ওপরে নানা বিষয় তুলে ধরে খুদে পড়ুয়ারা। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ, সৌরবিদ্যুতের প্রয়োগ, সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে সেচব্যবস্থা সহ নানা মডেল দর্শকদের মন জয় করে নেয়। মেলার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রাজীব সাহা, চন্দ্রশেখর সরকার, ড. গুরুদাস বিশ্বাস, সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য নির্মল ঘোষ, পরিচালন সমিতির সম্পাদক ধীরাজচন্দ্র রায় প্রমুখ। বিদ্যাভারতী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির অনিলচন্দ্র বিশ্বাস জানান, 'প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের আদর্শ চরিত্র গঠন এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে শিশুমনে বিজ্ঞান গবেষণার মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়।'

*তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র, সৌরভ রায়, পঙ্কজ মহন্ত ও জয়ন্ত সরকার। ছবি : চয়ন হোড়*

### উপাচার্য অপসারিত হলেও পরবর্তী নির্দেশিকা নেই

# বহু সমস্যায় গৌড়বঙ্গ

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২৮ অগাস্ট :** উপাচার্য অপসারণের পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাজভবন কিংবা রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ জানিয়ে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। এতে কার্যত অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা তৈরি হল। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ২২টি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার উপর সামনেই নতুন মাস। অধ্যাপক থেকে সাধারণ কর্মী সকলকে বেতন দিতেও সমস্যা হতে পারে।

রাজ্যপালের তরফ থেকেও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। সেই প্রক্রিয়ায় কবে নতুন উপাচার্য নিয়োগ হবে, তা এখন অনিশ্চিত।

এই পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়। তিনি বলেন, 'বারবার উপাচার্য পরিবর্তন হওয়ায় আখেরে ক্ষতি হচ্ছে পড়ুয়াদের। বারবার বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের মধ্যে পড়ছে।' তাঁর অভিযোগ, 'অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যকে দিয়ে কিছুটা সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছিল। কিন্তু রাজ্যপাল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য হঠাৎ করে বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণ করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার সচেষ্ট। আমরাও চাই স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা হোক। আমরা আশা করছি শীঘ্রই উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হবে।'

**নির্দেশিকা আসেনি**

- উপাচার্য অপসারণের ২৪ ঘণ্টা পরেও পরবর্তী পদক্ষেপের কোনও নির্দেশিকা আসেনি
- যে কারণে কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল এই বিশ্ববিদ্যালয়
- এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন থেকে শুরু করে ভর্তি প্রক্রিয়া সমস্তকিছুতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে
- দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবি উঠছে

যদিও অধ্যাপক, কর্মীদের বেতন প্রসঙ্গে একটা আশার আলো দেখিয়েছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস।

তাঁর মন্তব্য, 'যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্থায়িত্ব পঠনপাঠনের উৎকর্ষতার প্রাথমিক শর্ত৷ কারণ উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো সিস্টেমের নিউক্লিয়াস বলা যেতে পারে। তবে এমন কোনও ঘটনা ঘটতে পারে অনুমান করে আগে থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিয়ে চলেছি। বেতনের কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া বা রিসার্চ স্কলারদের নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি হলে কী হবে তা আমার জানা নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে সাক্ষী গৌড় কলেজের অধ্যক্ষ অসীম সরকার। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার তিনি মন্তব্য করেন, 'রাজ্য বিধানসভায় যেদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিল পাশ হল সেদিন আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। বিধানসভায় থেকে পুরো ঘটনার সাক্ষী আমি। সেদিন অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে। কিন্তু ১৭ বছর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঘুরে তাকালে শুধুই হতাশা অনুভব করি।'

তাঁর আরও মন্তব্য, 'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সবচাইতে বেশি নির্ভরশীল পড়ুয়া। তারপর সমাজ, তারপর শিক্ষক। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে থাকে চারটি স্তম্ভের উপর। উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার আর ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কিন্তু আমাদের এই স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় এখনও একজনও স্থায়ী উপাচার্য কিংবা ইঞ্জিনিয়ার পেল না। তার ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রসমাজ।'

## প্ল্যাটফর্ম বদল মালদা স্টেশনে

**মালদা, ২৮ অগাস্ট :** মালদা টাউন স্টেশনে ইয়ার্ড সংস্কারের জন্য বাতিল করা হয়েছে ৪৮টি ট্রেন। যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে সাতটি ট্রেনের। আরও ৬টি ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাত্রাপথ ছোট করা হয়েছে অন্য দুটি ট্রেনের। তবে ২৮ অগাস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত কয়েকটি দিন কিছু ট্রেন চালানোর কথা রেলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে একাধিক ট্রেন বাতিল হতেই মালদা টাউন স্টেশন কার্যত শুনসান হয়ে গিয়েছে। রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রতিটি পিএনআর ধরে যাত্রীদের কাছে ট্রেন বাতিল হওয়ায় মেসেজ গিয়েছে। যাঁরা বাতিল হওয়া ট্রেনের টিকিট কেটেছিলেন তাঁরা পুরো টাকা রিফান্ড পাবেন। এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষত হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই সময়ের মধ্যে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বদলে ৩ ও ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ১৫৭৩৪/১৫৭৪৪ বালুরঘাট–ভাতিন্ডা–বালুরঘাট ফরাক্কা এক্সপ্রেস মালদা টাউন স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩ থেকে চলাচল করবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

## অবস্থান বিক্ষোভ

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের একাধিক দাবি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)–এর দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা বালুরঘাটে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে ২২ দফা দাবিতে সোচ্চার হন। এবিটিএর জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি সহ একাধিক নেতা ওই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক না থাকা স্কুলগুলিতে অবিলম্বে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ, বকেয়া ডিএ প্রদান, পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, মিড–ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তা চালু করা, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সরকারি চিকিৎসা প্রকল্পের আওতায় আনা সহ একাধিক দাবি এদিন জানানো হয়।

## কর্মশালা

**রায়গঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে বৃহস্পতিবার থেকে রায়গঞ্জে শুরু হল সাতদিনের অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ওই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়েছে।

কর্ণজোড়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে এই কর্মশালাটি হবে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির সচিব লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি প্রমুখ। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জানালেন, মালদা বিভাগের চারটি জেলা নিয়ে এই কর্মশালাটি হচ্ছে। এখানে ৩০ জন অংশ নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির সচিব লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'এটি মূলত অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা হলেও যাত্রাশিল্পের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে কর্মশালায় পেশাদার শিল্পীদের অবগত করা হয়।'

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া... *বৃহস্পতিবার মালদা শহরে অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।*

### ফের বিতর্কে মালদা মেডিকেল

# তিন ইন্টার্নের নামে 'ওয়ান্টেড' পোস্টার

**অরিন্দম বাগ**

**মালদা, ২৮ অগাস্ট :** বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না মালদা মেডিকেলের। এবার তিন চিকিৎসক পড়ুয়ার নামে রীতিমতো 'ওয়ান্টেড' পোস্টার পড়ল মেডিকেল চত্বরেই। আতঙ্কে মেডিকেলে আসতে পারছেন না বলে আগেই ভিডিও বার্তায় জানিয়েছিলেন ময়ূরাক্ষী ঘোষ নামে এক ইন্টার্ন। তাঁর মতোই মেডিকেলে আসা বন্ধ করেছেন আরও দুই চিকিৎসক পড়ুয়া। এবার তাঁদের নামেই ওয়ান্টেড পোস্টারে ছয়লাপ মালদা মেডিকেল চত্বর। তবে এমন পোস্টার দেওয়ার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। ফের ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পোস্টার নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন মালদা মেডিকেলের ইন্টার্ন ময়ূরাক্ষী ঘোষ। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে মেডিকেল চত্বরেই পোস্টার যে পড়েছিল, তা মেনে নিয়েছেন খোদ মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। পুলিশকে জানিয়ে দ্রুত সেই সব পোস্টার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২১ অগাস্ট। সেদিন মেডিকেলের ইন্টার্নরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরে তা নিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলে মেডিকেলে। সে সময়ে দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন। সেই ঘটনার পর মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করে। নবদ্বীপ শীল নামে এক ইন্টার্নকে শোকজও করা হয়।

**ঘটনাক্রম**

- গত ২১ অগাস্ট মেডিকেলের ইন্টার্নরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন
- দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলে
- পরে মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করে

২১ তারিখের পর থেকে দু'পক্ষের তরফে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়। বৃহস্পতিবার ফের ওই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হন ময়ূরাক্ষী। নিজের বক্তব্যের সঙ্গে একাধিক ভিডিও ক্লিপও তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানেই তিনি অভিযোগ করেন, ওই ঘটনার পর তাঁদের তিনজনের নামে মেডিকেল চত্বরে 'ওয়ান্টেড' পোস্টার দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি মেনে নিয়েছেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নজরে আসার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করেছি। একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। এধরনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ ও মেডিকেলের নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় সেই পোস্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার থেকে একাধিক অভিযোগ এসেছে, সে সব আমরা খতিয়ে দেখছি।'

ঘটনার দিন ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে ইমার্জেন্সি সার্জিক্যাল বিভাগে কর্মরত থাকা পড়ুয়া চিকিৎসক মিজানুর রহমান বলেন, 'পুরো বিষয় নিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে। এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে আমাদের আলাদা করে কিছু বলার নেই।'

এই ঘটনায় জড়িয়ে পরা আরেক ইন্টার্ন নবদ্বীপ শীল বলেন, '২১ অগাস্টের ঘটনা নিয়ে আমাকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তার জন্য আমাকে শুক্রবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারই আমার ডিউটি রয়েছে। যোগদান করেই আমি আমার বক্তব্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

## ভিনরাজ্যে নিখোঁজ পরিযায়ী

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** ফের এক পরিযায়ী শ্রমিকের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হল পুলিশে। প্রায় ছয় মাস আগে চেন্নাইয়ে কাজ করতে যাওয়া ওই শ্রমিকের কোনও খোঁজ মিলছে না বলে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই শ্রমিকের স্ত্রী লক্ষ্মী হাঁসদা। যে ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে ওই শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন, সেই ঠিকাদারি সংস্থার আশ্বাসে গত ৬ মাস ধরে স্বামীর ফেরার অপেক্ষা করলেও, আর ভরসা রাখতে পারছেন না তিনি। যে কারণে পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে স্বামী শিবেশ মুর্মুকে ফিরে পেতে চাইছেন তিনি। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চেন্নাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

## সচেতনতা

**বালুরঘাট, ২৮ অগাস্ট :** সাপ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে অভিনব পাঠশালা বালুরঘাটে। দক্ষিণ দিনাজপুর স্নেক অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন সমিতির উদ্যোগে বালুরঘাটের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাপ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বুধবার সন্ধ্যায় এক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কোন সাপ বিষধর আর কোনটি বিষহীন বোঝানো হয় ভিডিও প্রোজেকশনের মাধ্যমে। সাপ ছোবল দিলে কী করণীয়, সাপের উপদ্রব কেন বাড়ছে ও তা মোকাবিলার বিভিন্ন বিষয় জানানো হয় শিবিরে। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

# সুইমিং পুল নির্মাণ নিয়ে পদ্ম-ঘাসফুলে টানাটানি

**অনির্বাণ চক্রবর্তী**

**কালিয়াগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে চাওয়া নিয়ে দড়ি টানাটানি বিজেপি সাংসদ ও তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যানের। সুইমিং পুল তৈরির জন্য কালিয়াগঞ্জ পুরসভা ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার বিজেপির কাউন্সিলার তথা সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল আবার সুইমিং পুল তৈরির জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'সুইমিং পুল পুরসভাই বানাবে। সাংসদের ওই টাকা দিয়ে অন্য কাজ করার প্রস্তাব দিতে চায় পুরসভা।'

বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজার আগে কালিয়াগঞ্জে সুইমিং পুল নির্মাণকে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস জানালেন, কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে শ্রীমতী নদী সংলগ্ন এলাকায় সুইমিং পুল নির্মাণের জন্য নিয়ম মেনে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনকি, ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

২০১৬ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার অধিকাংশ কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড গঠন করে পুর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন কার্তিকচন্দ্র পাল। সেই সময় রাজ্যে উন্নয়নের হাওয়ার তোড়ে গা ভাসিয়ে কালিয়াগঞ্জবাসীকে শ্রীমতী নদী সংলগ্ন এলাকায় সুইমিং পুল গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কার্তিক। কিন্তু, তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর কার্তিক ডুব দেন পদ্ম পুকুরে। আজ তিনি বিজেপির সাংসদ। তাই বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সেই স্বপ্ন ফের উসকে দিতে সুচারু পদক্ষেপ করলেন বিজেপি সাংসদ কার্তিক। তাঁর বক্তব্য, 'আমি প্রস্তাব দেওয়ার পর শুনলাম সুইমিং পুল নির্মাণ করতে চলেছে পুরসভা। কিন্তু আমি একজন সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি, আমার ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। তা-ও আমি কিছু জানি না। পুরসভা এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে, তা-ও জানি না। শহরজুড়ে বৈদ্যুতিক আলোর পরিষেবা, রাস্তাঘাটের দুরবস্থায় ভুগছেন সাধারণ নাগরিক। আগামীকাল পুরসভার বোর্ড মিটিং রয়েছে। সেখানে সব জানতে পারব।'

তবে, সাংসদের সুইমিং পুল নির্মাণের অর্থবরাদ্দের প্রস্তাব চিঠি আকারে পেয়ে রামনিবাসের মন্তব্য, 'শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ড, ১১ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশিনালার অবস্থা খুব খারাপ। এই তিনটি ওয়ার্ডে গভীর নিকাশিনালা নতুনভাবে ঢালাই করে তৈরি করতে আনুমানিক ২ কোটি টাকা খরচ হবে। আমার মনে হয়, সাংসদ সুইমিং পুল নির্মাণখাতে অর্থ না দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থার জন্য টাকা দিলে কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। আমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতির কোনও রং দেখি না।'

*কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় প্রস্তাব রাখছেন কার্তিক পাল।*

**টানাপোড়েন**

- সুইমিং পুল তৈরির জন্য কালিয়াগঞ্জ পুরসভা কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে
- বিজেপির সাংসদ কার্তিক পালও এজন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব দেন
- বিধানসভা নির্বাচনের আগে কালিয়াগঞ্জে সুইমিং পুল ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন
- বৈদ্যুতিক আলোর পরিষেবা, রাস্তাঘাটের দুরবস্থায় ভুগছেন সাধারণ নাগরিক
- সেই খাতে সাংসদ তহবিলের অর্থ খরচের প্রস্তাব পুরসভার

# মণ্ডপের থিমে খাবার নষ্ট না করার বার্তা

এল এল পুজো এল

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ২৮ অগাস্ট :** একদিকে যখন বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছে। তখন নানা জায়গায় অভুক্ত থেকে যান বহু মানুষ। অযথা খাবার নষ্টের এই প্রবণতা নিয়ে সকলকে সচেতন করতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে হায়দারপুর অগ্রণী ক্লাব। 'বাঁচার জন্য খাওয়া, নাকি খাওয়ার জন্য বাঁচা' এই থিমকে সামনে রেখে ওই ক্লাব প্যান্ডেল তৈরি করছে।

পুরো বিষয়টি পরিকল্পনা করেছেন ক্লাবের দুই সদস্য বিদ্যুৎ কর্মকার ও শুভদীপ কুশারি। আর থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা গড়ে তুলছেন মৃৎশিল্পী সত্যজিৎ রায়। সেই মূর্তিতে দেবী দশভুজা নিতান্তই এক সাধারণ মা। সত্যজিতের কথায়, 'দেবী দুর্গা তাঁর চার সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন মণ্ডপে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এখানে দেবদেবী নন, সারা বিশ্বের অভুক্ত মানুষের প্রতীক। যাঁদের আগলে রেখেছেন মা।'

দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র এক মাস। তাই জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। মালদা শহরে বড় বড় দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম হায়দারপুর অগ্রণী ক্লাব। এই বছর ওই ক্লাবের পুজো ৭৫ বছরে পা দিল। তাই তারা দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে সবরকমভাবে প্রস্তুত। এবার তাদের পুজোর বাজেট ৮ লক্ষ টাকা।

*পুজোয় সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ অগ্রণী ক্লাবের।*

তবে ঠিক কীভাবে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ?

মণ্ডপজুড়ে থাকছে সারি সারি শীর্ণকায় থালা ধরা হাত। থাকছে প্রতীকী বিয়েবাড়ি। সেই বিয়েবাড়ির কাছেই রয়েছে ডাস্টবিন। ডাস্টবিনে পড়ে রয়েছে অতিথিদের নষ্ট করা খাবার। আর সেই ডাস্টবিন থেকে উঠে আসবে সেই অভুক্ত মানুষের হাতগুলি। বিদ্যুতের কথায়, 'একইভাবে পুজোমণ্ডপে গড়ে তোলা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। সেখানেও থাকবে খাবার নষ্টের গল্প, থাকবে অভুক্ত মানুষের কথা।'

এবারে থিম নিয়ে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। উৎসবের মাঝে এই ধরনের সামাজিক বার্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ পুজো কমিটির কর্মকর্তারা নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়, বলছেন সকলে।

শুভজিৎ বলেন, 'ভারতবর্ষে এখনও বহু মানুষ অনাহারে বা অর্ধাহারে দিনযাপন করতে বাধ্য হন। অপরদিকে একশ্রেণির মানুষের মধ্যে দেখা যায় খাবারের প্রাচুর্য। অযথা খাবার নষ্ট করার প্রবণতা। এই বৈষম্য বন্ধ করার আবেদন জানিয়েই এবার হায়দারপুর অগ্রণী ক্লাব পুজোর থিম করেছে খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। বাঁচার জন্য খাওয়া। সেইমতো মডেল দিয়ে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। মাতৃমূর্তিতেও থাকবে বৈচিত্র্য।'

পুজোর কয়েকদিন দুঃস্থদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে। জামাকাপড় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অগ্রণী ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক রাজীব মণ্ডল।


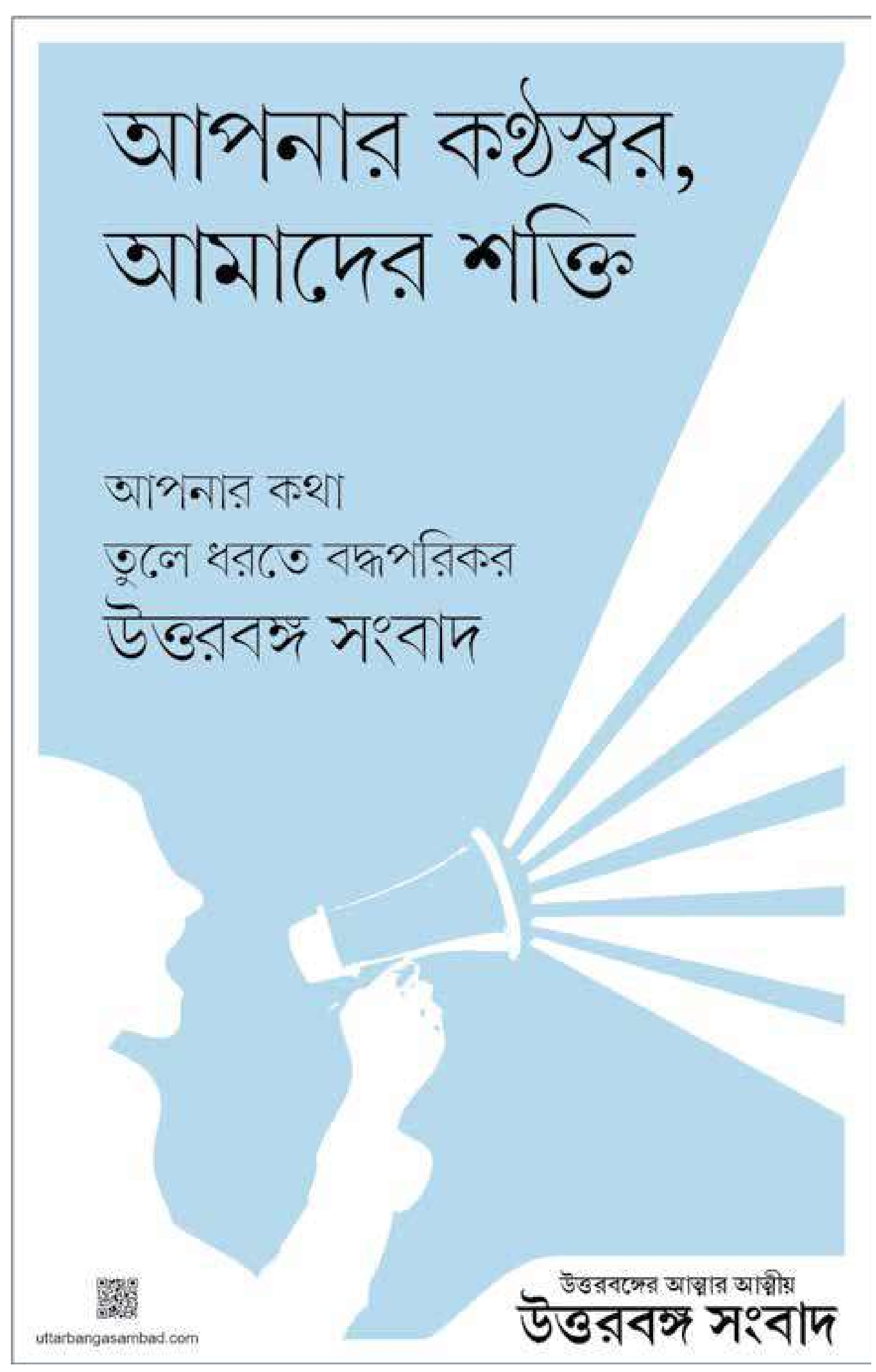

# পৃথিবীর পাঠশালা

## দুর্মূল্য কফি

পানামার এক বিশেষ প্রজাতির কফি, 'পানামানিয়ান গেইশা কফি', নিলামে প্রতি কেজিতে রেকর্ড ৩০,২০৪ ডলার মূল্যে বিক্রি হয়েছে। এর আগে কোনও কফি এত উচ্চদামে বিক্রি হয়নি। এই অসাধারণ দাম কফি জগতে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। কফিটি একটি জাপানি কোম্পানি কিনেছে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

## ক্যানসারের নির্ভুল চিকিৎসা

২০৩০ সাল নাগাদ ক্যানসার চিকিৎসার চেহারাটা পুরো বদলে যাবে। চিরন্তন অপেক্ষা আর যন্ত্রণাদায়ক অনুমানের দিন এবার শেষ! কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)-এর হাত ধরে শুরু হচ্ছে নির্ভুল চিকিৎসার এক নতুন যুগ।

ভবিষ্যতের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা মাত্র একটি টিস্যু নমুনা থেকে টিউমারের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড জানতে পারবেন। কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাখ লাখ আণবিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ক্যানসার কোষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেবে। একইসঙ্গে এজিআই রোগীর পুরো স্বাস্থ্যের ডেটা বিশ্লেষণ করে তার শরীরের জন্য নির্দিষ্ট একটি ওষুধ তৈরি করবে। এই 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাক্তাররা রোগীর শরীরে প্রয়োগের আগেই চিকিৎসার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। এতে সময় ও ঝুঁকি কমবে আর ফলাফল হবে অনেক বেশি কার্যকর।

## চশমাকে 'টা-টা'!

যাদের রিডিং গ্লাস আছে, তাদের এবার চশমা সঙ্গে নিয়ে ঘোরার দিন শেষ হতে চলেছে! সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) একটি বিশেষ আই ড্রপের অনুমোদন দিয়েছে, যার নাম VIZZ। এই ড্রপটি প্রেসবিওপিয়া বা বয়স্কদের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যার দারুণ সমাধান।

এই ম্যাজিক ড্রপটি চোখের আইরিসকে সংকুচিত করে এক ধরনের 'পিনহোল এফেক্ট' তৈরি করে। এতে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে কাছের জিনিস দেখতে সুবিধা হয়। আর একবার ব্যবহার করলে এর প্রভাব থাকে প্রায় ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হল, এতে দূরের দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হয় না। এটি এখনও পর্যন্ত প্রেসবিওপিয়ার জন্য প্রথম কোনও নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা।

## কাঠ হবে ল্যাবে

গাছ কাটার দিন হয়তো এবার সত্যিই ফুরিয়ে এল! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কাঠ তৈরি করার দারুণ এক উপায় বের করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (MIT)-র গবেষকরা এমন এক কৌশল তৈরি করেছেন, যা দিয়ে তাঁরা ল্যাবেই আসল কাঠের মতো দেখতে উপাদান বানাতে পারেন। এর সবচেয়ে মজার দিক হল, এই কাঠের ঘনত্ব আর দৃঢ়তা ইচ্ছেমতো বাড়ানো-কমানো যায়! এই নতুন পদ্ধতিতে গাছের কোষ ব্যবহার করে এমন 'বায়োপ্রিন্টিং' করা হয়, যা দেখতে একেবারে আসল কাঠের মতোই।

## বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার টাকা নিয়ে বিরোধ

# সংঘর্ষে বিজেপির দুই গোষ্ঠী

আজাদ

**মানিকচক, ২৮ অগাস্ট :** দুর্নীতি প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলে প্রধান বিরোধী বিজেপি। কিন্তু এবার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাওয়া অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধে জড়াল বিজেপির দুই গোষ্ঠী। চুলোচুলি থেকে সংঘর্ষ এবং পুলিশে অভিযোগ, বাদ গেল না কিছুই। যথারীতি দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুরের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল ভূতনির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যদিও গঙ্গা ও ফুলহরের জলস্তর নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতির বদল ঘটেছে এখন। এরই মধ্যে মিলেছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার সরকারি টাকা। যা পেয়েছে বিজেপি পরিচালিত দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। চণ্ডীপুরের ত্রাণ, নৌকা সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হিসেব চেয়েছে ব্লক প্রশাসন। তারই বৈঠক ছিল এদিন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০ জন এবং পঞ্চায়েত সমিতির তিনজন সদস্য। যদিও প্রধান ও তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর চুলোচুলি ও হাতাহাতির জেরে বৈঠক বেশি দূর গড়ায়নি। বৈঠকের গণ্ডগোলের রেশ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরেও। অভিযোগ, ভেস্তে যাওয়া বৈঠক থেকে প্রধান শক্তি মণ্ডলের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বিজেপিরই পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিমা মণ্ডল, প্রিয়া মণ্ডল সহ কয়েকজন। তার প্রতিবাদ করেন প্রধান-ঘনিষ্ঠ অর্চনা মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি সদস্য। নতুন করে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বিজেপির দুই পক্ষ। প্রকাশ্যে চুলোচুলি, হাতাহাতিতে জড়ান বিজেপির মহিলা সদস্যরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা দুই পক্ষকে দূরে সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

*অভিযোগপত্র হাতে। বৃহস্পতিবার মানিকচকে।*

**ঘটনাক্রম**

- বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
- ব্লক প্রশাসন হিসেব চাওয়ায় বৈঠকে বসেছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা
- টাকার বণ্টন নিয়ে বিজেপির দুই পক্ষের মধ্যে চুলোচুলি, হাতাহাতির ঘটনা
- পুলিশে অভিযোগ দায়ের, পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দুই পক্ষের

অর্চনার অভিযোগ, ত্রাণের টাকা বেনিয়মভাবে খরচ করার জন্য প্রধানকে চাপ দিচ্ছিলেন প্রতিমা, প্রিয়া, শংকর মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন। তিনি প্রতিবাদ করায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কপাল ফেটে যায়। পঞ্চায়েতের পাঁচ বিজেপি সদস্য সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ভূতনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অর্চনা। যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ প্রতিমারা। তাঁদের পালটা অভিযোগ, ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি করতে চাইছেন দলেরই প্রধান। যে কারণে ফাঁকা রেজোলিউশনে সই করতে বলা হয়। প্রতিবাদ করলে প্রধানের নেতৃত্বে কয়েকজন মারধর করেন। প্রধান শক্তি বলছেন, 'বন্যা পরিস্থিতিতে নৌকা ভাড়া, ত্রাণের সামগ্রী নিয়ে আসা সহ বিভিন্ন খাতে যে খরচ হয়েছে, তা নিয়েই বৈঠক ছিল। কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য অনৈতিকভাবে টাকা লুটের চেষ্টা করছে। যার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে।'

## গোরু পাচারে যুক্ত সন্দেহে মারধর

# তরুণের মৃত্যুতে অভিযুক্ত বিএসএফ

এম আনওয়ারউল হক

**বৈষ্ণবনগর, ২৮ অগাস্ট :** গোরু পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের মারধরের জেরে এক তরুণের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। নদীতে ওই তরুণের গায়ের ওপর দিয়ে স্পিডবোট চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের নাম দ্বীপচাঁদ মণ্ডল (৪২)। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার হোসেনপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক বাহাদুরপুর ভুবন মণ্ডল পাড়ায় থাকতেন। বুধবার ঘটনাটি ঘটে বৈষ্ণবনগর থানার জঙ্গিপুর ঘাট এলাকায়। মৃতের পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। মৃত গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি পরিবারের। বৃহস্পতিবার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যদিও বিএসএফের তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে গোরু পাচারের খবর ছিল। জওয়ানদের দেখে বেশ কয়েকজন পাচারকারী গোরু নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও দ্বীপচাঁদ নদীতে পড়ে যান। স্থানীয়দের অভিযোগ, দ্বীপচাঁদের ওপর স্পিডবোট চালিয়ে দেওয়া হয়। লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। গোরু পাচার বন্ধের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি অনুচিত। যদিও বিএসএফের দাবি, মারধর করা হয়নি।

**কী অভিযোগ**

- বৈষ্ণবনগর থানার জঙ্গিপুর ঘাট এলাকায় জওয়ানদের মারে এক তরুণের মৃত্যু
- নদীতে গায়ের ওপর স্পিডবোট তুলে দেওয়ার অভিযোগ
- যদিও বিএসএফের তরফে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়
- মৃত ব্যক্তি গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলে পরিবারের দাবি, তদন্তে পুলিশ

পঞ্চায়েত সদস্য সুজিত সরকার বলেন, 'বিএসএফের দায়িত্ব হল সীমান্ত রক্ষা করা। কারও প্রাণ কেড়ে নেওয়া নয়। পাচার বন্ধের নামে নিরীহ গ্রামবাসীর প্রাণ হারানো খুবই দুঃখজনক।' যদিও বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকারের বক্তব্য, 'কয়েকজন গোরু পাচার করছিল। বাকিরা পালাতে পারলেও ওই ছেলেটা পারেনি। আমি এধরনের অবৈধ কাজকে ঘৃণা করি।'

মৃতের বাবা আশু মণ্ডল বলেন, 'আমার ছেলে প্রতিদিনের মতো জঙ্গিপুর ঘাটের পাশে মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিল। সে সময় কয়েকজন বিএসএফ তাড়া করলে ও নদীতে নেমে যায়। বিএসএফ ছেলের ওপর স্পিডবোট চালিয়ে দেয়। কোনও ক্রমে ছেলে বেঁচে যায়। সাঁতার কেটে পারে ওঠে। স্থানীয়রা ওকে বাড়িতে নিয়ে আসে। রাতেই ছেলের মৃত্যু হয়।'

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। চক বাহাদুরপুরের প্রতাপ মণ্ডল বলেন, 'সীমান্ত দিয়ে গোরু পাচার হয়। বিএসএফ যদি গোরু পাচার রুখতে চায়, তাহলে সেটা আইন মেনে করুক। মারধর করে বা নৌকা চাপিয়ে কাউকে হত্যা করা অমানবিক।' চর সুজাপুরের অরূপ সরকারের কথায়, 'আমরা বহুদিন ধরে বলছি, যে কোনও ধরনের পাচার রুখতে হলে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। কিন্তু কারও প্রাণ চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না।'

বাসার খোঁজে। *বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

## ভোটার সমীক্ষায়

*প্রথম পাতার পর*

তা আবারও স্পষ্ট করেছেন ওই ছাত্র সমাবেশে। মমতার ভাষায়, 'আমি বেঁচে থাকতে একজন বাঙালির নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না।' পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনে নয়াদিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করতেন। এখন বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের বেছে নিচ্ছে। এভাবে পিছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'আসলে এসআইআর-কে ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশনিসংকেত দেখছেন। কারণ, উনি জানেন এই কমিশন আগের কমিশনের মতো নয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর থেকে একই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আগে উনি ভয় দেখিয়ে, ধমকে, চমকে এসব হাসিল করতেন। এবার কালীগঞ্জের নির্বাচনের ফল থেকে শুরু করে সম্প্রতি চারজন সরকারি আধিকারিককে কমিশন সাসপেন্ড করায় উনি ভীত, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।'

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হওয়ার সময় থেকে তৃণমূল নেত্রী ক্ষুব্ধ। বাংলাতেও কমিশনকে দিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধন করাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এভাবে বাংলায় ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিজেপি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি বোঝালেন, সে গুড়ে বালি। মমতার কথায়, 'বাংলার মানুষ জানেন তৃণমূল মানুষের আশীর্বাদে তৈরি। আমরা কখনও লড়াই ছেড়ে দিইনি, দিতে পারবও না।'

'ভোটের ময়দানে চক্রান্ত নয়, মানুষের সমর্থনই শেষ কথা' বলে কার্যত বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'গায়ের জোরে সব হয় না। আমাদেরও ভাণ্ডারা আছে। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, তেমনই আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডারা আছে।' 'সব খুলে দেব, ফাঁস করে দেব' বলে কার্যত আস্ফালন করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। বাংলার মানুষকে বুথে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, যাচাই করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'আধার কার্ড করে রাখবেন। ওরা ফন্দিফিকির করে নাম কেটে দিতে পারে।' বিজেপির উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, 'ললিপপ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছেন। ললিপপ সরকারের ললিপপবাবু আইএএস, আইপিএসদের চালাচ্ছেন। আপনাদের জোরজুলুম কেউ মানছেন না, মানবেনও না। বিনা যুদ্ধে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি, ছাড়বেও না।'

## প্রতিবাদ

**রায়গঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক আটকে এবিভিপি অবস্থান বিক্ষোভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে এদিন এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সহ সম্পাদক দীপ দত্ত, জেলা সংযোজক শুভজিৎ দাস প্রমুখ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

দীপ বলেন, 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর রিপোর্টে প্রচুর অসংগতি ধরা পড়লেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পাশাপাশি পিএইচডি-তেও বড় দুর্নীতি হয়েছে। আমাদের দাবি, দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে আগামীদিনে অধ্যাপকদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে।'

## হেপাজতে ৩

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** কুমারগঞ্জ ব্লকের ভোওর গ্রামের 'সারদা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড'-এর ১০ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগে পলি কর্মকার সহ ৩ মহিলা সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ৩ মাস আগে সমবায়ে আর্থিক গরমিল ধরা পড়ায় তদন্ত শুরু হয়েছিল। বালুরঘাট আদালত বৃহস্পতিবার তাঁদের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

## ৭ দিন সময়

*প্রথম পাতার পর*

'ওরা জানে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে, তাদের নাম বেরিয়ে গেলে বিপদ।' এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বৃহস্পতিবার আদালতে প্রথমে বলেছিলেন, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য ওই তথ্য দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা বলেন, 'অবস্থান বদল করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। আমরা কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস করেছিলাম।'

এরপর অবশ্য সাতদিন সময় পেলে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা যাবে বলে কল্যাণ মন্তব্য করেন। আদালত সেই মন্তব্যকে নথিভুক্ত করে নির্দেশ দেয়। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা থেকে যাওয়ায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার ভাতায় বিশ্বাসী, চাকরিতে নয়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকার বিষয়টিকে দেরি করাচ্ছে।' আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'আমরা বারবার সিবিআই রিপোর্ট মেনে অযোগ্যদের তালিকা দেওয়ার দাবি করছি। আজ আদালত সেটা মেনে নিল। কিন্তু আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছে না।'

## জইশ জঙ্গি

*প্রথম পাতার পর*

জঙ্গিরা অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছোয়। তারপর সড়কপথেই তারা বিহারে ঢুকেছে। পহলগাম হামলার প্রতিশোধ নিতে বহওয়ালপুরে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে পরপর হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। জইশের সদর দপ্তর 'জামিয়া মসজিদ শুভান আল্লাহ' ক্যাম্পাসেও হামলা চালানো হয়। অপারেশন সিঁদুরের সেই আঘাতের পর জইশের সংগঠন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যে বহওয়ালপুরের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা সেখান থেকেই জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতার উদ্দেশ্যেই চিকেন নেক লাগোয়া এলাকায় ঢুকেছে বলেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের কেউ কেউ মনে করছেন। ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। জঙ্গিদের তথ্য দিতে পারলে নগদ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের টেরাগছ, দীঘলব্যাংক, গর্বনডাঙ্গা ও ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় পুলিশ ও এসএসবির বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে। বিহার থেকে জঙ্গিরা কিশনগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের দেবীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর পৌঁছেছে। সেইমতো কড়া পদক্ষেপ করেছে বিএসএফও। বিএসএফের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত দল ইতিমধ্যেই দেবীগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যে জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা জারির পর, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় তাঁর কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের তিনটি দল বিহারে পৌঁছেছে। সেই গোয়েন্দাদের সূত্রের খবর, স্লিপার সেলের সঙ্গে নাশকতার পরিকল্পনা করতে তিন জঙ্গিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন জঙ্গি নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কয়েকটি বৈঠক করার ছক করেছে। বাংলাদেশ ও নেপালের গোপন ঘাঁটি থেকেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে তারা। সবমিলিয়ে জইশ জঙ্গিদের কার্যকলাপে চিকেন নেক নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

# ফুটবল মাঠে মৃত

*প্রথম পাতার পর*

'বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে এটা ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। অনেক সময় দেখা যায় কারও পা ভেঙে যায়, কারও বা হাত ভেঙে যায়। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। খেলার সময় মাঠে মেডিকেল টিম রাখা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এই ধরনের টুর্নামেন্টের ব্যাপারে জানানো জরুরি।'

মালদা ডিএসএ-র প্রাক্তন সম্পাদক শুভাশিস সরকারের মন্তব্য, 'এখন আইন হয়ে গিয়েছে, কোনও টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুল্যান্স মাঠে থাকতে হবে। ওই মাঠ থেকে মালদা মেডিকেল কলেজের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। তাই ছেলেটি যদি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেত বা তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা যেত তাহলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত। আমি আশা করব, আগামীতে উদ্যোক্তারা খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা ভাববেন। মাঠে অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসক রাখার বিষয়টি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে দেখতে হবে।'

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল কর্মকর্তা গোপাল মুর্মু মনে করেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যে কোনও ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হলে উদ্যোক্তাদের অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, স্ট্রেচার, বরফ রাখতে হয়। এটা ফিফার গাইডলাইন। একজন তরতাজা তরুণের মৃত্যুর জন্য কিছুটা হলেও দায়ী উদ্যোক্তারা।'

ইংরেজবাজার থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামীকাল ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

# ২১৩ কেন্দ্রে এসএসসি

**শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট :** নয় বছর পর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সফল পরীক্ষা আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছে না নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত এসএসসি। শিলিগুড়িতে পরীক্ষার প্রস্তুতি বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায়, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রতিনিধিরা। এদিন দুটো বৈঠক হয়েছে। প্রথমটি হয় ভেনু ইনচার্জদের নিয়ে। দ্বিতীয় বৈঠকে ছিলেন অবজার্ভাররা।

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা হবে ৭ সেপ্টেম্বর। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর। ৭ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ২১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১৪ তারিখে সেই কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে ১৫১টিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নর্দার্ন রিজিওনে এক লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসবেন। শিলিগুড়িতে মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ১৬টি। পিয়াল বলছিলেন, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।'

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সিসিটিভি রয়েছে, সেখানেই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোথাও আরও ক্যামেরা লাগানো প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষার দিন পুলিশি নজরদারি থাকবে সর্বত্র।

# সব নেতার রিপোর্ট কার্ডে শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

*প্রথম পাতার পর*

কলকাতায় যেমন জনাদুয়েক মন্ত্রীভ্রাতা বা মন্ত্রীপুত্র বেনজির ক্ষমতা ভোগ করেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়াই, উত্তরবঙ্গে এরকম ভাইগিরি পাবেন অনেক মন্ত্রীর বাড়িতে। ভাইরা যেখানে দাদাকেও মানে না। জমির মাফিয়া অনেকে। অনেকে দাদাগিরি ও দুর্নীতির খনি।

উত্তরবঙ্গে বিজেপিরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। আগের নিশীথ প্রামাণিক এবং জন বারলার মতো সুকান্ত মজুমদারও এমন কিছু করলেন না, যার জন্য তাঁকে মনে রাখতে হবে। নম্বর বাড়াতে হবে। সুকান্ত অনুরাগীরা বালুরঘাটের জন্য দুটো বরাদ্দ ট্রেন ও স্টেশন সংস্কারের কথা বলবেন। অথচ খেয়াল করে দেখুন, দুটোর একটাও বাড়তি ট্রেন নয়। এবং স্টেশন সংস্কার এখন সব জায়গাতেই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

গৌড় লিংক এক্সপ্রেস আর ফরাক্কা এক্সপ্রেস, মালদা থেকেই চলত আগে। দ্বিতীয়টিকে জোর করে অন্য নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাটে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালদার লোকেরা ক্ষুব্ধ। গৌড় লিংকও বন্ধ। এটা উন্নয়ন নয়, দাদাগিরির উদাহরণ। এখানে মাছের তেলে মাছ ভাজার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সুকান্ত।

বরং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কৃতিত্ব দিতে হবে একেবারে মাঝের স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড থেকে কলকাতা যাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করায়। যা সাধারণত হয়ই না। প্রশ্ন অবশ্য এখানেও আছে। রোড স্টেশনে রেক রাখার ব্যবস্থা না হওয়ায় ট্রেন প্রতিবার নিয়ে যেতে হয় নিউ কোচবিহার। এক ঘণ্টা দূরে। তাহলে তো ট্রেনটা সেখান থেকেই ছাড়তে পারত! সাংসদের ইগো সন্তুষ্ট করতেই একটা ট্রেন? অথচ কথায় কথায় মাঝের স্টেশনে স্টপ বন্ধ করতে খরচ বাড়ার হিসেব দেয় রেল!

তাছাড়া শুধু ট্রেন বাড়ালেই কি কাজ শেষ? কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের শিক্ষায় কি নতুন মাত্রা দিতে পারলেন? কিছুই নয়, কিছুই নয়! রাজ্যের মন্ত্রীরাও ততটাই ব্যর্থ। সংসদে বা বিধানসভায় মনে রাখার মতো বক্তৃতা নেই উত্তরের সাংসদ-বিধায়কদের।

মালদার তজমুল-সাবিনার মতো দুই দিনাজপুরের দুই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সত্যজিৎ বর্মন কাজকর্মে ডাহা ফেল। এঁরা জেলার কথাও ভাবেননি, উত্তরবঙ্গেরও নয়। নিজস্ব ভাবনাও নেই যে মাথা খাটিয়ে ভাববেন, রাস্তা এবং রেলের বাইরে কী নতুন ভাবা যায়! গ্রামে স্থানীয় পথঘাট এবং বিদ্যুৎ-- এই দুটো কাজে মমতা সরকার অনেকটা সফল অবশ্য। বাম জমানায় দুটো দিকে এত নজর ছিল না।

বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও মনোজ টিগ্গা বিধানসভায় দলের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তাঁদের পারফরমেন্স? কেন্দ্রে দরবারের বদলে এঁরা নজর কেড়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতি ও আত্মপ্রচারে। তৃণমূলের বিধায়কদের মতোই শংকর-মনোজের কেন্দ্রের ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারেন, আপনি আমাদের জন্য করলেন কী? মাস ছয় আগেও এঁদের যা পারফরমেন্স ছিল, আজও তাই। উত্তরবঙ্গে একজন সাংসদ বা বিধায়ককে দেখিনি, যাঁদের কাজ নিয়ে ধন্য ধন্য করতে হবে।

ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপি যে নগেন রায়কে সাংসদ করল, তাঁর কাজটা কী কেউ জানল না। শুধু ভালো দিক হল, মহারাজ পদবিটা নগেনের গা থেকে খসে পড়েছে। জনতা বুঝেছে, নগেনও সুযোগসন্ধানী রক্তমাংসের নেতা। মহারাজ টহারাজ কিছুই নয়।

তাহলে এই যে ভোট আসছে, এবার বড় দুই পার্টির নেতারা কী দেখাবেন? বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস এখন নেতাদের দৌলতে ছোট পার্টি। কলকাতা ময়দানের এরিয়ান বা খিদিরপুর ক্লাবের মতো। তাদের ভেবে লাভ নেই।

উত্তরবঙ্গের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কদের কাজকর্ম দেখে দুটো তিনটে প্রশ্ন জাগে মনে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য তাঁরা বলবেন কী? বলার কী আছে? এক, বিজেপির বিধায়করা অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার তাস খেলবেন আবার! আবার জাবর কাটার মতো বলবেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত! পদ্ম প্রার্থীরা তাকিয়ে থাকবেন আরএসএস-এর সংগঠন এবং গোপন কাজকর্মের দিকে! তাদের সাংগঠনিক কাজ যদি উতরে দেয় আবার! তাকিয়ে থাকবেন নরেন্দ্র মোদির সভার দিকে। যদি হিন্দুত্ব উসকে দিয়ে আবার কিছু ভোট মেলে! সঙ্গে সুযোগসন্ধানী বাম সমর্থকদের টানা যায়।

তৃণমূলের প্রার্থীরা যথারীতি তাকিয়ে থাকবেন আদি এবং অকৃত্রিম দিদির দিকে। পারলে দিদিই বাঁচাবেন। গত ১৫ বছর ধরে যা নিয়ম। সেই ঘুরেফিরে আসবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের ছবি, বাংলা ভাষার অপমান।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক কোনও ইস্যু তৈরি করতে পারেনি পদ্ম এবং ঘাসফুলের নেতারা। এঁরা সত্যিই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া নেতা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চারও হতে পারেননি সেভাবে।

তপন সিংহের বিখ্যাত 'আপনজন' ছবিতে দুই পার্টির নেতার ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। দুজনেই মস্তান অনুগামী স্বরূপ দত্ত-শমিত ভঞ্জকে বলতেন, হিংসার কোনও আশ্রয় নিও না! বাস্তবে হত উলটো। সেই ছবিতে নেতা ভানু-রবির সংলাপগুলো এতদিন পরেও খেটে যায় দিব্যি। বাংলাতে, ভারতেও। সেখানে নেতা রবি ঘোষের একটা সংলাপ ছিল, 'জনসাধারণ আবার ভাববে কী? এত ভাবতে শেখাল কে? ডোন্ট অ্যালাও দেম টু থিংক। তাদের হয়ে আমরাই ভাবব। সবাই যদি ভাবতে শুরু করে, তা হলে তো বড় ভাবনার কথা।'

১৯৬৮ সালের সিনেমা। কত যুগ হয়ে গেল, ৫৭ বছর!

হায়, এই সংলাপগুলো আজ, এতদিন পরেও প্রাসঙ্গিক, অমর। বঙ্গে, ভারতেও। সত্যিই তো, জনসাধারণ আবার ভাববে কী?

## বিয়ের প্রস্তাব

*প্রথম পাতার পর*

ওই বধূর অভিযোগ, 'ফেব্রুয়ারি মাসে সামাজিক মাধ্যমে ওই তরুণকে ব্লক করে দেওয়ার পর থেকেই অত্যাচার বেড়ে যায়। বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন করে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ওই তরুণ। রাস্তায় বের হলে পিছু নিয়ে কটূক্তি করে। কিন্তু এভাবে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, এমনকি গণধর্ষণের হুমকি দেবে, ভাবতে পারিনি।' ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

## কারবারে

*প্রথম পাতার পর*

জেরে সাধারণ মানুষ প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। বরুণা অঞ্চলের বাসিন্দা খেকটু সরকার বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বৈধ আধার কেন্দ্রগুলোর নাম লিস্ট আকারে টাঙিয়ে দেওয়া হলে হয়রানি হবে না।'

# প্রত্যাবর্তনে হতাশ করলেন সামি

**বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট :** ওজন কমিয়েছেন। শরীর আগের তুলনায় ছিপছিপে হয়েছে। বেশ কয়েক মাস পর মাঠে বল হাতে বাইশ গজের দিকে 'নয়া' দৌড় শুরু করা মহম্মদ সামিকে নিয়ে ছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলের কড়া নজর।

আজই শুরু হওয়া দলীপ ট্রফির প্রথম দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে হতাশ করেছেন সামি। সারাদিনে ১৭ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে নিয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। এক উইকেট পাওয়ার চেয়েও সামির জন্য দুশ্চিন্তা হিসেবে সামনে এসেছে, ছন্দহীন, এলোমেলো বোলিং। সামির বলে তেমন সুইংয়েরও দেখা মেলেনি। সারাদিনে বেশ কয়েকটি স্পেল করেছেন তিনি। কিন্তু অতীতের সামিকে বেঙ্গালুরুর মেঘলা আকাশের নীচে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যাবর্তনকারী সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে আগ্রহের মাঝেই পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে বাংলার মুকেশ কুমারও হতাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোলিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। দুই দফায় মোট ১১.৫ ওভারের পর মুকেশকে বল হাতে আর দেখা যায়নি।

দলীপ ট্রফিতে ফিরলেন মহম্মদ সামি। ৫৫ রান খরচ করে পেলেন ১ উইকেট।

উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ অভিযান শুরুর সকালেই ধাক্কা খেয়েছিল পূর্বাঞ্চল। গতরাত থেকে ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ খেলতে পারেননি। তাঁর বদলে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়ান পরাগ। সামি-মুকেশদের ব্যর্থতার সুবাদে দলীপে প্রথম দিনের শেষে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা উত্তরাঞ্চলের সংগ্রহ ৩০৮/৬। শুভমান গিলের পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অঙ্কিত কুমার। উত্তরাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন আয়ুষ বাদোনি (৬৩)। দলীপের অন্য ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে দারুণ শুরু করল মধ্যাঞ্চল।

মধ্যাঞ্চলকে টানলেন রজত পাতিদার ও দানিশ মালেওয়াল।

প্রথমে ব্যাটিং করে অধিনায়ক রজত পাতিদার (১২৫) ও দানিশ মালেওয়ালের (অপরাজিত ১৯৮) শতরানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে আগামীর লক্ষ্যের কথা। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পৌঁছানোর

## শতরান রজত-দানিশের

### হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন মুকেশ

মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ৪৩২/২।

এদিকে, বেশ কয়েক মাস পর বল হাতে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফেরার দিন সামি জানিয়েছেন তাঁর পরও ট্রফি জেতা হয়নি ভারতের। সামি এখনও স্বপ্ন দেখেন একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের। আগামীদিনে সেই স্বপ্নপূরণ করতে চান তিনি।

# ক্রুনোদের হারাল চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব

## ২৬টি স্পট কিকে হল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ

**লিংক্লনশায়ার, ২৮ অগাস্ট :** উত্তর ইংল্যান্ডের ছোট্ট বন্দর শহর গ্রিমসবি। জনসংখ্যা মাত্র ৮৬,০০০। সেখানেই জন্ম নিল ফুটবলীয় রূপকথার এক অমর কাহিনী। শহরের ক্লাব গ্রিমসবি টাউন সাডেন ডেথে ১২-১১ গোলে হারাল ইংলিশ ফুটবলের জায়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। তারপর মাঠেই শুরু হয়ে যায় উৎসব। গ্যালারি ছেড়ে মাঠে ঢুকে পড়া সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কোচ-ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রথমার্ধে চার্লস ভারনাম ও টাইরেল ওয়ারেনের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় গ্রিমসবি। ৭৫ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ব্রায়ান এমবিউমো ব্যবধান কমান। ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান হ্যারি ম্যাগুয়ের।

> হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

এরপর টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ মিলিয়ে দুই দল মারে ১৩টি করে স্পট কিক। ১৩তম কিক ক্রসবারে মারেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এমবিউমো।

চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের বিরুদ্ধে হারের পর প্রশ্ন উঠছে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের ট্যাকটিক্স নিয়েও। প্রথম একাদশে ৫ ডিফেন্ডার খেলানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাচের পর হতাশ অ্যামোরিমের মন্তব্য, 'হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।'

অন্যদিকে গ্রিমসবির অন্যতম কর্ণধার জেসন স্টকউড ক্লাবের ইতিহাস তৈরির রাতকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আজ প্রিমিয়ার লিগের অভিজাতদের দিকে নয়, আমাদের ছোট্ট বন্দর শহরের দিকে তাক করা। অন্তত একদিন আমাদের নামে হেডলাইন হবে।'

হয়তো ইউনাইটেড একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। তবে এই রাত অমর হয়ে থাকবে গ্রিমসবি শহরের ইতিহাসে। হেডলাইন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের বাইরেও এই জয় ফুটবলের।

হারের পর হতাশ রুবেন অ্যামোরিম। (নীচে) স্পট কিক মিস করে মুখ ঢাকলেন ব্রায়ান এমবিউমো।

দাদা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে গণেশ চতুর্থী উৎসবে রোহিত শর্মা।

# '৪ জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে'

## নীরবতা ভেঙে পোস্ট আরসিবি-র

**বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট :** ১৮ বছর প্রতীক্ষার পর আইপিএল জয়।

যদিও সেই বিজয় উৎসব মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় বদলে গিয়েছিল শোকে। ১১ জন সমর্থক প্রাণ হারায় ৪ জুনের ঘটনায়। ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। তারপর থেকে বন্ধ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রত্যাবর্তন। মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিল বিরাট কোহলির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। জানাল, ৪ জুন (দুর্ঘটনার দিন) সবকিছু বদলে দিয়েছে। সমর্থকদের প্রতি শোক জানাতে দীর্ঘ তিন মাস নীরব থাকা।

সমর্থকদের দলের 'দ্বাদশ আর্মি' আখ্যা দিয়ে আরসিবি-র তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, 'বরাবর এই অ্যাকাউন্ট থেকে সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দ, সুখস্মৃতি ভাগ করে নেওয়া হয়। সকলে আমরা উপভোগ করি। ৪ জুন যদিও সবকিছু বদলে দিয়েছে। আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে ওই দিনটা। তিন মাস নীরব ছিল এই অ্যাকাউন্ট। এই নীরবতা অনুপস্থিতির জন্য নয়, শোকের জন্য। সেই শোক, ধাক্কা সামলে নেওয়ার জন্য।'

৩ জুন পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় আরসিবি। পরের দিনই বেঙ্গালুরুতে দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বিরাটদের সংবর্ধনা জানাতে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার জেরে চিন্নাস্বামীতে বড় কোনও ইভেন্ট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞাও জারি। সরানো হয়েছে মহিলা বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ।

এহেন পরিস্থিতিতে আরসিবি এদিন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফের সক্রিয় করে আরও লিখেছে, 'দীর্ঘ এই নীরবতার মাধ্যমে আমরা শোকপালন করেছি। ধীরে ধীরে এমন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যা শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, আমরা বিশ্বাসও করি। জীবন পেয়েছে 'আরসিবি কেয়ার্স'। যে মঞ্চ থাকবে শুধু সমর্থকদের জন্য। আজ আমাদের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটল। উচ্ছ্বাস নয়, যত্নই যেখানে অগ্রাধিকার পাবে। লক্ষ্য আপনাদের পাশে দাঁড়ানো, একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।'

## বিশ্ব ব্যাডমিন্টন

# ৪ বছর পর কোয়ার্টারে সিন্ধু

**প্যারিস, ২৮ অগাস্ট :** বিশেষজ্ঞরা তাঁকে আর ফেভারিট ধরেন না। চলতি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি এসেছেন আন্ডারডগ হিসেবে। কিন্তু এখনও তিনি ফুরিয়ে যাননি সেটা বুধবার প্যারিসে আরও একবার প্রমাণ করলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি পদকের মালিক সিন্ধু এদিন বিশ্বের ২ নম্বর ওয়াং ঝিয়ি-কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন। ২০২১ সালের পর প্রথমবার শেষ আটে ওঠার পথে সিন্ধুর পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৭, ২১-১৫। সেমিফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানি।

২০১৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন সিন্ধু। এবারের আসরে সেই চেনা আগ্রাসন দেখাচ্ছেন তিনি। এদিনও আক্রমণাত্মক ব্যাডমিন্টনে চিনের ওয়াংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলালেন সিন্ধু।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোর। তাঁরা ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে পঞ্চম বাছাই হংকংয়ের তাং চুন মান-সে ইং সুয়েটকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর পিভি সিন্ধু।

## 'বিরাটের মতো কেউ যখন বলে, গর্ব হয়'

# অবসরের কারণ জানালেন পূজারা

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** ইচ্ছে ছিল ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরার।

যদিও সাধ পূরণ না হওয়ার অতৃপ্তি নিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেট নিয়ে যে বড় পদক্ষেপের নেপথ্য কারণটা এদিন প্রকাশ্যে আনলেন চেতেশ্বর পূজারা।

পূজারা বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।'

কমেন্ট্রি বক্সেও ধারাভাষ্যকারের নতুন ইনিংসেও নজর কাড়েন পূজারা। ক্রিকেটের সঙ্গে যা চালিয়ে যাওয়া কঠিনও হত। সেটাও ভাবিয়েছে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্রের হয়ে পুরো মরশুম খেলতে পারবেন কি না, নিশ্চিত ছিলেন না। তাই অযথা সৌরাষ্ট্র দলে একটা জায়গা আটকে রাখার বদলে নতুন প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়াকে সঠিক মনে করেন। সেই ভাবনার ফসল সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানো।

বিদায়বেলায় বিরাট কোহলির শুভেচ্ছাবার্তা নিয়েও আবেগতাড়িত পূজারা। কোহলি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'চার নম্বরে আমার কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ পুজি (পূজারার ডাকনাম)।' যে প্রসঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা বলেছেন, 'বিরাটের থেকে এমন প্রশংসা বড় প্রাপ্তি। ও গ্রেট ক্রিকেটার। আর যখন বিরাটের মতো কেউ বলে, আমি তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছি, আমার জন্য তা গর্বের। আসলে টপ অর্ডার ব্যাটার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চও তৈরি করে দেওয়া, যাতে ওদের কাজ সহজ হয়। সেটাই করে গিয়েছি।'

গত ২ বছর জাতীয় দলে ডাক পাননি পূজারা। যদিও বাস্তব হল, এই সময়ে তিন নম্বর পজিশনে পূজারার যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকজনকে ব্যবহার করেও সুফল মেলেনি। পূজারা যদিও আত্মবিশ্বাসী নতুনদের নিয়ে। বলেছেন, 'দলে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা রয়েছে। সাই বি সাই সুদর্শন ভালো শুরু করেছে। ওর ব্যাটিংয়ে রসদ রয়েছে। করুণ নায়ারও হাফ সেঞ্চুরি করেছে তিন নম্বরে নেমে। দুজনকে নিয়েই আশা দেখা যায়।'

> ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

## দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক বীরু-পুত্রের

# বুমরাহ সহ তিন গেমচেঞ্জার বাছলেন শেহবাগ

**নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট :** ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে ফেভারিট ধরেছেন। আত্মবিশ্বাসী, পাকিস্তান সহ বাকি দলগুলির পক্ষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াকে আটকানো মুশকিল। এদিন ভারতীয় দলের লক্ষ্যপূরণে তিন গেমচেঞ্জারও বেছে নিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নয়, জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শেহবাগের তালিকায় রয়েছেন তরুণ বিস্ফোরক ব্যাটার অভিষেক শর্মা ও রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। এক প্রশ্নের জবাবে শেহবাগ বলেছেন, 'আমার ধারণা অভিষেক শর্মা গেমচেঞ্জার হবে। বুমরাহ তো সবসময় গেমচেঞ্জার। এছাড়া রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর কথা বলব। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রভাবিত করেছিল। টি২০ ফর্ম্যাটেও বরুণ অত্যন্ত সফল।'

শেহবাগের মতে, একক দক্ষতায় বুমরাহ, অভিষেক, বরুণরা ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। বিশ্বাস, এশীয় যুদ্ধে এই ত্রয়ী ভারতীয় দলের গেমচেঞ্জার হয়ে উঠবে। বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৭০টি টি২০ ম্যাচ খেলে ৮৯টি উইকেট নিয়েছেন। বোলিং গড় ১৮-র কম। অভিষেকের সংগ্রহ ১৭ ম্যাচে ৫৩৫ রান। রয়েছে দুটো শতরানও। সবকিছু ছাপিয়ে ১৯৩ প্লাস স্ট্রাইক রেট। বরুণের পকেটে ১৫টি টি২০ ম্যাচে ৩৩ শিকার।

এদিকে, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শেহবাগের সতেরো বছর বয়সি পুত্র আর্যবীর। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকেই নজর কেড়েছেন বাবার মতো আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। সেন্ট্রাল দিল্লি কিংসের হয়ে খেলতে নামেন যশ ধুলের (দলীপ ট্রফির উত্তরাঞ্চল দলে রয়েছেন) পরিবর্তে। প্রথম ঝলকেই ব্লকব্লাস্টার ব্যাটিং। ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ২২ রানের ছোট্ট ক্যামিও উসকে দেন ব্যাটার বীরেন্দ্র শেহবাগের স্মৃতি। শেষপর্যন্ত ম্যাচও জেতে আর্যবীরের দল।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আর্যবীর বলেছেন, 'গত ম্যাচের পরই জানতাম, এই ম্যাচে খেলব। জন্টি (সিধু) ভাই আমাকে বলে দিয়েছিল। শুরুর কয়েকটা বাউন্ডারি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তবে ইনিংসটা আরও লম্বা করতে পারলে ভালো লাগত। পরেরবার সেটাই চেষ্টা করব।' বছর সতেরোর আর্যবীর আরও জানান, বাবার পরামর্শও শুনবেন এবং তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

# মেসির গোলে ফাইনালে মায়ামি

**লডারডেল, ২৮ অগাস্ট :** তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলতে পারেননি শেষ দুই ম্যাচ। তবে বুধবার রাতে মাঠে ফিরেই দেখালেন মেসি-ম্যাজিক। জোড়া গোল করে দলকে লিগস কাপের ফাইনালে তুললেন।

লিগস কাপের সেমিফাইনালে মায়ামি ৩-১ গোলে হারাল অরল্যান্ডো সিটিকে। মায়ামির অন্য গোলটি টেলাসকো সেগোভিয়ার। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে মার্কো পাসালিচের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো।

জয়ের পর মেসির প্রশংসা করে কোচ জেভিয়ের মাসচেরানোর মন্তব্য, 'মাত্র দুই-তিন দিনের প্রস্তুতির পর ৯০ মিনিট খেলে দিল। সঙ্গে জোড়া গোল। আমাদের জন্য, সমর্থকদের জন্য মেসিকে পাওয়া সৌভাগ্যের।'

# জিতেও বিদায় বাংলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** জয় এল। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ হল না। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতেও আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হল বাংলা দলকে। বল হাতে বিশাল ভাট্টি দুর্দান্ত বোলিং করে ছয় উইকেট নিলেন। আমির গনি নিলেন তিন উইকেট। তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে গতকালের ১০৭-৩ থেকে শুরু করে ২১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় তামিলনাড়ু। জবাবে ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমে সুদীপকুমার ঘরামির অপরাজিত ৭০ ও

**বুচিবাবু**

অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অনায়াসে ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা দল। যদিও ম্যাচ জিতেও লাভ হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বুচিবাবু প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে যেতে না পারার হতাশার মধ্যেও বিশাল-আমির-সুদীপ-অভিষেকদের পারফরমেন্সের মধ্যে আগামীর পজিটিভ দিক পেতে চাইছেন। উল্লেখ্য, বাংলা জিতলেও হরিয়ানার কাছে মুম্বই হেরে যাওয়ার ফলে বুচিবাবু থেকে বিদায় নিল বাংলা।

# কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা : দ্রাবিড়

**বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট :** উচ্চতা কম। ব্যাট হাতে সাফল্য বেশি।

ক্রিকেট ইতিহাসে সেই তালিকাটা দীর্ঘ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারা- তালিকায় এক সে বাড়কর এক নাম। এমন তালিকায় আরও একজনকে রাখতে চান রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর নাম বিরাট কোহলি। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ নিশ্চিত যে, কোহলি তাঁর এমন মনোভাবের কথা জানতে পারলে রাগ করবেন।

ব্যাট হাতে বাইশ গজে দ্রাবিড়ের দক্ষতা ও স্কিলের কথা সবারই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কম কথার মানুষ রাহুলের রসবোধও দুর্দান্ত। তাঁর রসবোধ ঠিক কেমন, আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন দ্রাবিড়। মজার ছলে তিনি জানিয়েছেন, কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা। রাহুলের কথায়, 'সানিভাইয়ের শরীরের ভারসাম্য ছিল দুর্দান্ত। ওর ব্যাটিং দেখে মনেই হত না আউট হতে পারেন। আমি সানিভাইয়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। আমি চেষ্টা করেও ওঁর মতো শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারতাম না। শচীনও ছিল সানিভাইয়ের মতোই। আসলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির কারণেই

## 'রাগ করতে পারে বিরাট'

কম উচ্চতার ব্যাটারদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হয়। তাই ঐতিহাসিকভাবে ক্রিকেট ইতিহাসে কম উচ্চতার ব্যাটারদের সাফল্য বেশি।'

শুরুতে নাম না নিলেও পরে দ্রাবিড় নিজেই কোহলিকেও কম উচ্চতার ব্যাটারদের তালিকায়

এনেছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, দ্রাবিড়ের এমন কথা শুনলে রেগে যাবেন বিরাট। রাহুলের কথায়, 'বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা কম। স্যর ডন, সানিভাই, লারা, শচীন- তালিকাটা বেশ বড়। বিরাটকেও এই তালিকায় রাখতে হবে। তবে আমার এমন কথা শুনলে ও রেগে যাবে নিশ্চিতভাবেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রাবিড় যেসব ক্রিকেটারের নাম করেছেন, তাঁরা কেউই উচ্চতার দিক থেকে ছয় ফুট নন। কিন্তু ব্যাট হাতে দুর্দান্ত রকমের সফল। কম উচ্চতা হলেই ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়, এমন কথা দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার শোনানোর পাশে নিজের বর্ণময় ক্রিকেট জীবন নিয়েও মুখ খুলেছেন রাহুল। জ্যামি নামেই ভারতীয় ক্রিকেটমহল তাঁকে জানে। রাহুলের কথায়, জ্যামি ছাড়াও ওয়াল ও মিস্টার ব্লুম নামও রয়েছে তাঁর। কিন্তু জ্যামিই পছন্দের তালিকায় সেরা। কীভাবে জ্যামি নামটা হল? জবাবে রাহুল বলেছেন, 'আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম। খুব সম্ভবত জাভাগল শ্রীনাথ প্রথম আমায় এই জ্যামি নামে ডেকেছিল।'

> আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

## সংবিধান নিয়ে শুনানি ১ সেপ্টেম্বর

# সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ, আইএসএল ডিসেম্বরে

### সরল এফএসডিএল, নয়া অংশীদারের বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** 'তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ।'

ভারতীয় ফুটবল এখন দাঁড়িয়ে আদালতের একের পর এক শুনানির দিনের উপরে। সংবিধান নিয়ে শুনানি এদিনও হল না। ফিফা-নির্বাসনের হুমকি চিঠির পরও এই শুনানির দিন ধার্য হল ১ সেপ্টেম্বর। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও স্পোর্টস ফুটবল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের গাঁটছড়া ভেঙে যাওয়া এদিনই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে অক্টোবরে শুরু হচ্ছে না ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ এবং ডিসেম্বর থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন। সেই টেন্ডার প্রকাশ্যে আসার পর চাইলে এফএসডিএল ফের আবেদন করে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার হলে ডিসেম্বরে আইএসএল শুরু করার অধিকার পেতে পারে।

২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফের সংবিধান-বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সেসময়ই আদালত থেকে নতুন সংবিধান তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। যা ২০২৩ সালে কার্যকর করার কথা বলেন সেসময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। সেই থেকে বিষয়টি আদালতেই পড়ে আছে, সিদ্ধান্ত হিসাবে আর প্রকাশ্যে আসেনি। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা থাকলেও এদিন আদালত মূলত এআইএফএফ ও এফএসডিএলের যৌথ প্রস্তাব শোনায় মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের বিষয়ে। যে বিষয়ে গত ২২ অগাস্ট আলোচনা করার নির্দেশ দুই পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যৌথ প্রস্তাব বিচারপতিদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। যেখানে লেখা, 'লম্বা আলোচনার পর কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। ২০২৫-'২৬ ক্যালেন্ডার ও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল পরিবেশ ঠিক রাখার সুপার কাপ অথবা অন্য কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় দিয়ে মরশুম শুরু করা হবে যা এআইএফএফের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।' আগেই ফেডারেশন জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ দিয়েই তারা মরশুম শুরু করতে চায়। যা মেনে নিয়েছে এফএসডিএল। দ্বিতীয়ত, ফেডারেশন ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার নেওয়ার বিষয়ে খোলা, প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ টেন্ডার নোটিশ দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। এদিন নাম প্রকাশ্যে না এনে একটি সূত্র এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর হওয়া এমআরএ-র যাবতীয় স্বত্ব, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে ছেড়ে দিচ্ছে এফএসডিএল।

শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা বকেয়া সেই ১২.৫ কোটি টাকাও তারা দিয়ে দেবে ফেডারেশনকে। সঙ্গে এআইএফএফ-কে নতুন করে টেন্ডার ডাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'নো অবজেকশন'ও দিয়ে দেবে তারা। এছাড়াও শেষপর্যায়ের ১২.৫ কোটিও অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হবে যদি ফেডারেশনের প্রয়োজন মনে করে। তবু সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ হলেও ক্লাবগুলি অংশ নেবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই গেল। কারণ আগেই তারা জানিয়েছিল, আইএসএল নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ও প্রয়োজনীয় প্রাক মরশুম প্রস্তুতির সময় না পেলে সুপার কাপে অংশ নেবে না কোনও ক্লাব।

এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, এএফসি-র একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। ১৭ অগাস্ট এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন দ্রুত আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় এআইএফএফ-কে। যেখানে পরিষ্কার লেখা হয়েছে, আইএসএল জট না কাটাতে পারলে এএফসি-র কোনও টুর্নামেন্টে ভারতকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই চিঠি দশদিনের বেশি হাতে পেয়েও গত ২২ অগাস্টের শুনানিতে বিষয়টি চেপে যান ফেডারেশন কর্তারা। এমনকি ফিফার তরফে যে নির্বাসনের চিঠি এসেছে, সেটাকেও ফেডারেশন ঘুরিয়ে 'হুমকি' হিসাবেই দেখছে। ফলে দুই পক্ষের ঐকমত্যে পৌঁছানো বিবৃতির পরেও ভারতীয় ফুটবলের সেই অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

# আজ পরীক্ষা শুরু কোচ খালিদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** ঘরোয়া ফুটবলের ডামাডোলের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় দেশের হয়ে পরীক্ষা দিতে নামছেন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা।

শুধু ফুটবলারদের বললেও ভুল হবে, শুক্রবার তাজিকিস্তানের বিপক্ষে পরীক্ষা সদ্য নিযুক্ত কোচ খালিদ জামিলেরও। এর আগে ভারত পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে মধ্যে এশিয়ার এই দেশের সঙ্গে। যার মধ্যে একমাত্র ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে ৪-১ গোলে জয় ছাড়া বাকি তিনবারই হারতে হয় ভারতকে। গত ১৭ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় ফুটবলও এই মুহূর্তে বেসামাল অবস্থায়। ফলে শুক্রবার হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে যে ভারতের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাজিকিস্তান অপেক্ষা করে আছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই খালিদেরও। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ওদের সম্পর্কে ধারণা নিয়েই এসেছি। অত্যন্ত শক্তিশালী দল এবং সম্প্রতি খুব ভালো খেলছে। তবে আমরা নিজেদের খেলার দিকেই মন দিচ্ছি। এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজোট হয়ে লড়তে হবে ও প্রতি ম্যাচে উন্নতি করতে হবে। সেটা একদিনে না হলেও ধীরে ধীরে হবে।'

সাংবাদিক সম্মেলনে তাজিকিস্তানের কোচ ও অধিনায়কের সঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল ও গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার।

**কাফা নেশনস কাপে আজ**
**তাজিকিস্তান বনাম ভারত**
**ম্যাচ শুরু :** রাত ৯টা
**সম্প্রচার :** ফ্যানকোড অ্যাপ

প্রায় দিন দশেক প্রস্তুতিতেই খুশি হেডকোচ বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপের জন্য বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রস্তুতিতে আমি খুশি। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে দলে ঢোকার জন্য। এরকম একটা টুর্নামেন্টে খেলতে পারছি, এটা সত্যিই আনন্দের।'

প্রায় ৩৬ ঘণ্টার লম্বা সফরের পর তাজিকিস্তান পৌঁছে বুধবার বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ফলে ওখানেও দুটো ট্রেনিং সেশনে খানিকটা হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার সময় পেয়েছেন ফুটবলাররা। খালিদ বলেছেন, 'আমরা সদর্থক ভাবনা ও মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। জানি একটা ভালো দলের বিপক্ষে ওদেরই মাঠে খেলতে হবে। কিন্তু ভালো ফল পেতে গেলে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও থাকে। ফুটবলারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে গোটা দলই এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' এই টুর্নামেন্টে অবশ্য পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছেন না খালিদ। কারণ তাদের সাত ফুটবলারকে ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তেমনি খালিদ নিজেই শিবিরে ডাকেননি ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডিজকে। ফলে এই ম্যাচে তিনি একজন প্লে-মেকারের অভাব অনুভব করতে পারেন। এখন দেখার এই দল নিয়েই কতটা ভালো করতে পারেন প্রায় ১৩ বছর পর জাতীয় দলের প্রথমবার আসা কোনও ভারতীয় কোচ।

## টানা তিন ৫০ সঞ্জুর

**কোচি, ২৮ অগাস্ট :** ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত সঞ্জু স্যামসনের। কেরালা ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার তিনি ৩৭ বলে ৬২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন। যার সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে কোচি ব্লু টাইগার্স ১৯১/৫ স্কোর তোলে। জবাবে আদানি ত্রিবান্দ্রাম রয়্যালস আটকে যায় ১৮২/৬ স্কোরে।

গত রবিবার শতরান করেছিলেন সঞ্জু। তারপর মঙ্গলবার খেলেছিলেন ৪২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস। বৃহস্পতিবার ফের কথা বলল সঞ্জুর ব্যাট। কোচি ক্রিকেট লিগের প্রথম দিকে সঞ্জু মিডল অর্ডারে নামছিলেন। পরে ওপেন করতে নেমে লাগাতার রান করে যাচ্ছেন ৩০ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর দুরন্ত ফর্ম ভরসা জোগাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

**শ্রদ্ধাঞ্জলি**

**স্বর্গীয় সুহৃদ কুমার ভৌমিক**
জন্ম: 02.06.1943 : প্রয়াণ: 19.08.25
(বাংলা : ২রা ভাদ্র, ১৪৩২)
তোমার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। যেখানে থাকো ভালো থেকো সুখে থেকো। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।
শ্রদ্ধাবনত ঃ
ভাগ্যহীনা স্ত্রী- পুষ্প ভৌমিক, কন্যা- সুতপা ভৌমিক, জ্যেষ্ঠপুত্র- গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কনিষ্ঠপুত্র- সুদীপ্ত ভাস্কর ভৌমিক, পুত্রবধূ- অনুপমা ভৌমিক, নাতি- সায়নদীপ ভৌমিক।
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

## অপ্রাপ্তি পূরণই লক্ষ্য ব্রাইটের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** ব্রাইট এনোবাখারে, নামটা এখনও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখেমুখে ঘোরে। ২০২০-'২১ মরশুমের মাঝপথে কঠিন সময় লাল-হলুদে সই করেও নজর কেড়েছিলেন। যদিও নানা জটিলতায় ইস্টবেঙ্গলে তাঁর যাত্রা দীর্ঘায়িত হয়নি। ইংল্যান্ড, ইজরায়েল, ইউক্রেন, কাতারের ক্লাব হয়ে ফের ভারতে ফিরেছেন ব্রাইট। এবার আইএসএল নয়, আই লিগে।

এই মরশুমে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র হয়ে খেলবেন নাইজিরিয়ান তারকা। জানা গেল, অন্য ক্লাবের প্রস্তাবও ছিল তাঁর কাছে। তবুও কেন ডায়মন্ডকে বেছে নিলেন? ব্রাইট বলেছেন, 'এই ক্লাবের উদ্দেশ্য আমার মানসিকতার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। তাছাড়াও অতীতে খেলার সুবাদে ভারতের পরিবেশ আমার চেনা। ইস্টবেঙ্গলে খুব ভালো কিছু করতে পারিনি। এবার ডায়মন্ড হারবার জার্সিতে সেই অপ্রাপ্তি পূরণ করতে চাই।' তাঁর পারফরমেন্স নজর কাড়লেও সাফল্য ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। সম্ভবত সেই অপ্রাপ্তিটাই পূরণ করার কথা বললেন। ব্রাইট আরও বলেছেন, 'আইএসএলে খেলেছি। এবার আই লিগে খেলব। এই ক্লাবও যে শীর্ষ লিগে খেলার যোগ্য তা প্রমাণ করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য খুব পরিষ্কার, ডায়মন্ডকে আইএসএলে উন্নীত করা।' ইস্টবেঙ্গল প্রসঙ্গ উঠতেই চওড়া হাসি ব্রাইটের মুখে। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলে সময়টা স্পেশাল ছিল। সমর্থকরা এখনও সেই গোলের কথা মনে করিয়ে দেন। ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে সেটা অতীত। এবার নতুন লক্ষ্য নিয়ে ডায়মন্ডে সই করেছি।' জানিয়ে রাখলেন, সুযোগ পেলে গ্যালারিতে বসে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখার ইচ্ছাও আছে। একই সঙ্গে লাল-হলুদ সমর্থকদেরও আই লিগে ডায়মন্ডকে সমর্থন করার আহ্বান জানালেন ব্রাইট।

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভায়োলিন সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

### নিজের খেলায় খুশি নন জকোভিচ

## সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

**নিউ ইয়র্ক, ২৮ অগাস্ট :** আরও একটা সহজ জয়। অনায়াসেই ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন কার্লোস আলকারাজ। ৬-১, ৬-০, ৬-৩ গেমে তিনি হারালেন ইতালির মাত্তিয়া বেলুচ্চিকে।

গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আলকারাজ। তবে এবার একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশ তারকাকে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর সার্ভিস ভাঙতে পারেননি রেইলি ওপেলকা। সেদিক থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডেও অপ্রতিরোধ্য আলকারাজ। ম্যাচ শেষে আলকারাজ বলেছেন, 'একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। শেষ শট পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকেছি।' তৃতীয় রাউন্ডে আমেরিকার এলিয়ট স্পিজিরির বিরুদ্ধে খেলবেন আলকারাজ।

এদিকে, জাকারি ভাজদাকে হারিয়ে ইউএস ওপেন তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেও নিজের খেলায় সন্তুষ্ট নন নোভাক জকোভিচ। জাকারির কাছে প্রথম সেট খোয়ালেও পরের তিন সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন তিনি। ম্যাচের শেষে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'নিজের খেলায় একেবারেই খুশি নই। এমন হতেই পারে। সেরাটা না খেলেও জিতেছি। একথাও ঠিক সবসময় একইভাবে ভালো খেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

## সুপার সিক্সের লক্ষ্যে নামছে ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** গত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জয়ের পর কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার কালীঘাট মিলন সংঘকে হারিয়ে জায়গা পাকা করার লক্ষ্যে মাঠে নামছে লাল-হলুদ।

মাঝে মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে ঘরোয়া লিগে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। আলাদা করে রিকভারির সময়ও পাননি পিভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তীরা। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তবুও প্রথম একাদশে হয়তো খুব বেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন না লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধেও সিনিয়ার ফুটবলাররাই তাঁর ভরসা। তবে শুধুমাত্র দলের শক্তি বাড়াতেই যে দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের সিএফএলে ব্যবহার করা তা মানছেন না বিনো। বরং তাঁর যুক্তি, 'খেলার জন্যই ফুটবলারদের দলে নেওয়া। ডুরান্ড শেষ। আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। ফুটবলারদের বসিয়ে রাখা অর্থহীন। সেখানে আমাদের কাছে কলকাতা লিগের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে।' একথা ঠিক বিনোর হাতে অপশনও কম। বিশেষত জর্জ ম্যাচে রক্ষণ সাজাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাঁকে। এই ম্যাচেও পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। শুধু তাই নয়, জর্জের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পরও সুযোগ নষ্টের বহর বেশ চিন্তায় ফেলেছে বিনোকে। যে কারণে বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট এমএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় আক্রমণভাগে বাড়তি নজর দিতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিকে, এদিন এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা লিগে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উঠে এল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন সজল বাগ। এই জয়ের সুবাদে দুশ্চিন্তা কমলেও অবনমনের আশঙ্কা থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি সাদা-কালো। তার জন্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও জিততে হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলকে। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন।

# সৌরভকেই সমর্থন, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা নীতুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট :** সময় এগিয়ে আসছে। বাড়ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে উত্তাপ।

প্রশ্ন এখন একটাই, ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে নির্বাচন কি হবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা বেশ কম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন। সৌরভ সভাপতি পদে দাঁড়ানো মানে তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না কেউই। ফলে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিএবি সভাপতির চেয়ারে বসে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় আজ বিকেলে চমকপ্রদভাবে মহারাজের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সিএবি সভাপতির পদে তিনি সৌরভকেই চাইছেন।

### ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি এজিএম

নীতুর কথায়, 'সৌরভই এই মুহূর্তে সিএবি সভাপতি পদে বসার যোগ্য ব্যক্তি। নির্বাচনে সৌরভ সভাপতি পদে লড়াই করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। আমরা সরাসরি সৌরভকেই সভাপতি পদে সমর্থন করছি। দেশে তো বটেই গোটা দুনিয়ার কাছে সৌরভ পরিচিত ও জনপ্রিয়। প্রশাসক হিসেবে নিজেকে আগেই প্রমাণ করেছে ও।'

আচমকা সৌরভকে নিয়ে কেন আসরে নামতে হল ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তাকে? কলকাতা ময়দানের গুঞ্জন, দিন কয়েক আগে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল, সিএবি এজিএমে ডালমিয়ার দিকে সমর্থন রয়েছে নীতুর। আজ সেই জল্পনার অবসান হল। যদিও সৌরভ নিজে ইস্টবেঙ্গলের এমন সমর্থনের বিষয়কে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, এমন খবরও নেই। জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা সুবীর (বাবলু) গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে সিএবি-তে দেখতে চাইছেন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তারা। যা নিয়ে সৌরভ ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে চাপানউতোর চলছে বলে খবর। সম্ভবত সেই কারণেই আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার।

## যুবশ্রীর জয়

**তুফানগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের সুপার লিগে বৃহস্পতিবার যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ২-০ গোলে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে রসিকবিলের রাকেশ বর্মন ও ম্যাচের সেরা মনদীপ ওরাওঁ গোল করেন। শনিবার খেলবে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ।

**ABRIDGE NIT NOTICE**
NIT-7(e)/JGP/2025-26, Dated-27.8.2025, Memo No- 642/ JGP/2025 Dated -27/08/2025 is invited by Pradhan, Jalalpur Gram Panchayat, Kaliachak-I Dev. Block, Malda from Bonafied agencies.
**Sd/- Pradhan**
**Jalalpur Gram Panchayat**

## চ্যাম্পিয়ন উত্তর চণ্ডীপুর

**মানিকচক, ২৮ অগাস্ট :** মানিকচক চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক ফুটবল প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ভূতনি উত্তর চণ্ডীপুর। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে দক্ষিণ চণ্ডীপুরকে হারিয়েছে।

**উত্তরের খেলা**

## সরলা মহিলা ফুটবল শুরু

**কুশমন্ডি, ২৮ অগাস্ট :** সরলা মহিলা ফুটবল উৎসব বুধবার শুরু হল। সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুল মাঠে সেমিফাইনালে উঠেছে সরলা বিএনএস এন্টারপ্রাইজ। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে নদিয়া মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে নদিয়া ৭-০ গোলে কোচবিহার মহিলা একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিএনএস ৬-০ গোলে বর্ধমানের শ্রীজা ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে খেলবে রানিগঞ্জের রানি সরকার এফসি-ঝাড়খণ্ডের তেজাস এফসি ও আসানসোলের এমআরবিসি-শ্রীজা ইন্ডিয়া।

## চ্যাম্পিয়ন লগান

**কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট :** গোপালগঞ্জ ব্রিজ সংলগ্ন মাঠে ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট লগান একাদশ। ফাইনালে তারা বালুরঘাট নাইন স্টার দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২১০০ টাকা।

বিজ্ঞাপন
**ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা**

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিনয় হালদার - কে 11.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 67373 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার ফলে আমার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন সত্যিই বিশ্বাস করি যে আমার স্বপ্নগুলিকে আমি বাস্তবে পরিণত করতে পারবো। অবশেষে আমি আমার পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে এবং আমার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে পারবো। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনূর্ধ্ব-১৪ (উপরে) ও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস দিওর পানাউল্লা হাইস্কুলের। ছবি : অনুপ মণ্ডল

## জোড়া খেতাব পানাউল্লার

**বুনিয়াদপুর, ২৮ অগাস্ট :** জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জেলা স্তরের মেয়েদের খো খো-তে জোড়া খেতাব জিতল দিওর পানাউল্লা হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে পানাউল্লা ৭ পয়েন্টে সুকদেবপুর এনসি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে পানাউল্লা ২ পয়েন্টে সুকদেবপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়।

## সবুজের ফুটবল শুরু আজ

**ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ অগাস্ট :** বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে এসএসএসি খারিজা কাকরিবাড়ি ও ফালাকাটা চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাব।

## ফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা

**মাদারিহাট, ২৮ অগাস্ট :** মুজনাই চা বাগানে ডুয়ার্স ইয়ুথ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। রবিবার ফাইনাল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৩-২ গোলে অসম সানতালপুর ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মনু সোরিয়া জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন। তাদের অন্যটি অরুণ তামাংয়ের। সানতালপুরের গোলস্কোরার শচীন এলডারসন মুর্মু ও নসিব সোরেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে মনু সোরিয়া। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ